সংস্কৃতসাহিত্য গ্রন্থমালা—১

কালিদাসের

মেঘদূত

মূল, অনুবাদ, অন্বয়সহ
ব্যাখ্যা ও টীকা

রাজশেখর বসু

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৫০
পুনর্মুদ্রণ কার্তিক ১৩৫২

মূল্য দেড় টাকা

মুদ্রাকর শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস, ৩০ কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা

ভূমিকা

মেঘদূতের অনেকগুলি বাংলা পদ্যানুবাদ আছে। যাঁরা বিনা আয়াসে কালিদাসের কাব্যের মোটামুটি পরিচয় পেতে চান তাঁদের পক্ষে এইরূপ অনুবাদ অতিশয় উপযোগী। কিন্তু পদ্যানুবাদ যতই সুরচিত হ'ক, তা মূল রচনার ভাবাবলম্বনে লিখিত স্বতন্ত্র কাব্য। অনুবাদে মূল কাব্যের ভাব ও ভঙ্গী যথাযথ প্রকাশ করা অসম্ভব। কালিদাস ঠিক কি লিখেছেন জানতে হ'লে তাঁর নিজের রচনাই পড়তে হয়। যাঁরা সংস্কৃত ব্যাকরণের খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না অথচ মূলরচনার রসগ্রহণের জন্য একটু পরিশ্রম স্বীকার করতে প্রস্তুত আছেন তাঁদের জন্যই এই পুস্তক লিখিত হ'ল। এতে প্রথমে মূল শ্লোক তার পর যথাসম্ভব মূলানুযায়ী স্বচ্ছন্দ বাংলা অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। এরূপ অনুবাদে সমাসবহুল সংস্কৃত রচনার স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না, সেজন্য পুনর্বার অন্বয়ের সঙ্গে যথাযথ অনুবাদ এবং প্রয়োজন অনুসারে টীকা দেওয়া হয়েছে। আশা করি এই দুইপ্রকার অনুবাদের সাহায্যে সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ পাঠকও মূল শ্লোক বুঝতে পারবেন।

মেঘদূতের পূর্বমেঘ অংশে নিসর্গবর্ণনাই প্রধান বিষয়, উত্তরমেঘ অংশে কুবেরপুরী অলকার বিলাসবিভব এবং যক্ষপ্রিয়ার বর্ণনা। একদল পাঠকের মতে পূর্বমেঘ ভূমিকামাত্র, উত্তরমেঘেই কালিদাস তাঁর কল্পনার চরম উৎকর্ষ দেখিয়েছেন। অপর দলের মতে উত্তরমেঘে কৃত্রিমতা কিছু বেশী, পূর্বমেঘই শ্রেষ্ঠ। তাতে কবি ইন্দ্রজালিকের ন্যায় যে রমণীয় দৃশ্য-পরম্পরা দেখিয়েছেন — যাতে বিরহী যক্ষের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকেরও চেতন-অচেতনের ভেদজ্ঞান লোপ পায় — তার তুলনা সর্বসাহিত্যে দুর্লভ।

সেকালের রুচির সঙ্গে এখনকার রুচি মিলবে না। প্রাচীন কবিরা প্রেম ও কামের পার্থক্য বড় একটা করতেন না, সেজন্য তাঁদের রচনা অশ্লীলতাদুষ্ট বোধ হয়। কিন্তু রসের উপলব্ধিতে প্রাচীন ও আধুনিক লেখকদের মধ্যে পার্থক্য বেশী নেই, কেবল ব্যঞ্জনার পদ্ধতি বিভিন্ন। কবি যা প্রকাশ করতে চান তার প্রকৃত রূপ বদলায় নি, রূপক বদলেছে। সেকালের স্থূল ও স্পষ্ট অলংকার এখন সূক্ষ্ম ও সংবৃত হয়েছে।

সংস্কৃত কবিদের অপবাদ খণ্ডনের জন্য Horace Hayman Wilson প্রায় শতবর্ষ পূর্বে লিখেছেন --'These authors write to men only ; they never think of a woman as a reader.··· What is natural, cannot be vicious ; what everyone knows, surely everyone may express ; and that mind which is only safe in ignorance, or which is only defended by decorum, possesses but a very feeble defence and impotent security.' উইলসন জানতেন না যে তাঁর পরবর্তী কালের ইওরোপীয় রুচি এদেশের প্রাচীন রুচিকেও পশ্চাতে ফেলবে এবং পাঠকপাঠিকাদের জন্য পৃথক্ ব্যবস্থা করবে না।

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ এবং শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী মহাশয় এই পুস্তক সম্পাদনে নানাপ্রকার সাহায্য করেছেন, এজন্য তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

২-৮-৪২ রাজশেখর বসু

কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে
কোন্ পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত। মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে
সঘন সংগীত-মাঝে পুঞ্জীভূত ক'রে।

—রবীন্দ্রনাথ

মেঘদূত

পূর্বমেঘ

কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেণ ভর্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্যাশ্রমেষু॥ ১॥

নিজ কার্যে অমনোযোগের জন্য কোনও এক যক্ষ কুবেরের শাপগ্রস্ত হয়। কান্তাবিরহে দুঃসহ একবর্ষভোগ্য ঐ শাপের ফলে বিগতমহিমা হয়ে সে রামগিরি-আশ্রমে বসতি করলে। ঐ স্থান স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুময় এবং তথাকার জল জনকতনয়ার স্নানহেতু পবিত্র।

'স্বাধিকারপ্রমত্তঃ কশ্চিৎ যক্ষঃ'— নিজ কার্যে অনবহিত কোনও এক যক্ষ, 'ভর্তুঃ'— ভর্তার (প্রভু কুবেরকর্তৃক প্রদত্ত), 'কান্তাবিরহগুরুণা বর্ষভোগ্যেণ শাপেন' — কান্তার বিরহহেতু গুরু (দুঃসহ) একবর্ষভোগ্য শাপের ফলে, 'অস্তংগমিতমহিমা [সন্]'— বিগতমহিমা হয়ে, 'জনকতনয়া-স্নানপুণ্যোদকেষু স্নিগ্ধ-ছায়াতরুষু রামগিরি-আশ্রমেষু' সীতার স্নানহেতু পবিত্র জলযুক্ত স্নিগ্ধ ছায়াতরুময় রামগিরির আশ্রমে (আশ্রয়গ্রহণযোগ্য প্রদেশে), 'বসতিং চক্রে' — বসতি করলে।

কয়েকজন প্রাচীন টীকাকার বলেন, এই যক্ষের কাজ ছিল কুবেরের শিবপূজার জন্য ফুল তোলা। একদিন সে প্রিয়ার সঙ্গ ছাড়তে না পেরে কর্তব্যে অবহেলা করে, সেজন্য কুবের তাকে শাপ দেন। 'স্বাধিকারাৎ

প্রমত্তঃ'— এই পাঠও প্রচলিত আছে। 'অধিকার' — কর্তব্য, পালনীয় কর্মসমূহ, charge। 'মহিমা' — মল্লিনাথের মতে সামর্থ্য, অর্থাৎ যথেচ্ছা বিচরণশক্তি ইত্যাদি। মল্লিনাথ 'ছায়াতরু'র অর্থ করেছেন—নমেরুবৃক্ষ, অর্থাৎ সুরপুন্নাগ বা রুদ্রাক্ষের গাছ। এই অর্থ অভিধানসম্মত, 'কিন্তু সহজ অর্থ বর্জনের কারণ নেই। 'রামগিরি' - মল্লিনাথের মতে চিত্রকূট পর্বত (বুন্দেলখণ্ডে)। Wilsonএর মতে রামটেক (নাগপুরের কাছে)। অনেকে বলেন রামগড় (মধ্যপ্রদেশে)। 'রামগির্যাশ্রমেষু'— যক্ষ রামগিরির একই স্থানে নিয়ত থাকত না, সেজন্য বহুবচন।

তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলাবিপ্রযুক্তঃ স কামী
নীত্বা মাসান্ কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ।
আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং
বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ ॥ ২ ॥

কনকবলয় স্খলিত হওয়ায় সেই কান্তাবিরহী কামীর প্রকোষ্ঠ রিক্ত ছিল। ঐ পর্বতে কতিপয় মাস যাপন ক'রে সে আষাঢ়ের প্রথম দিবসে নতদেহে বপ্রক্রীড়ারত গজের ন্যায় প্রেক্ষণীয় গিরিশিখরলগ্ন একখণ্ড মেঘ দেখলে।

'অবলাবিপ্রযুক্তঃ'— স্ত্রীবিরহিত,'কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ'—কনকবলয় ভ্রষ্ট হওয়ায় যার প্রকোষ্ঠ রিক্ত (নিরাভরণ) হয়েছে, সঃ কামী'— সেই প্রিয়াসম্মিলনকামী (যক্ষ), 'তস্মিন্ অদ্রৌ' - - সেই পর্বতে, 'কতিচিৎ মাসান্ নীত্বা' — কতিপয় মাস যাপন ক'রে, 'আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে'— আষাঢ়ের প্রথম দিবসে, 'বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং' — বপ্রক্রীড়ায় নতদেহ হস্তীর ন্যায় দর্শনীয়, 'আশ্লিষ্টসানুং - পর্বতের সানু আলিঙ্গন করেছে এমন (গিরিশিখরলগ্ন), 'মেঘং দদর্শ' — মেঘ দেখলে।

যক্ষ বিরহে রোগা হয়েছে সেজন্য তার হাত থেকে সোনার বালা খ'সে গেছে। 'প্রকোষ্ঠ' — কনুই থেকে মণিবন্ধ পর্যন্ত হাত। কোনও প্রাচীন টীকাকারের মতে 'আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে' এই পাঠ অশুদ্ধ, কারণ ৪র্থ শ্লোকে আছে শ্রাবণ মাস আসন্ন। তাঁর মতে শুদ্ধ পাঠ 'প্রশমদিবসে', অর্থাৎ আষাঢ়ের শেষদিনে। মল্লিনাথ এই মত খণ্ডন করে লিখেছেন— আষাঢ়ের প্রথম দিবসেও বলা যায় যে শ্রাবণ মাস আসন্ন। 'বপ্রক্রীড়া' — উৎখাতকেলি, হস্তিবৃষাদির দন্তশৃঙ্গদ্বারা মৃত্তিকাখননক্রীড়া। 'পরিণত'—মল্লিনাথের অর্থ — তির্যগ্দন্তপ্রহাররত। নতদেহ, অর্থাৎ যে ঝুঁকে আছে, অর্থও অভিধানসম্মত। 'প্রেক্ষণীয়' — দর্শনযোগ্য। 'সানু' — পর্বতের শিখর বা সমতল উপরিভাগ।

তস্য স্থিত্বা কথমপি পুরঃ কৌতুকাধানহেতো-
রন্তর্বাষ্পশ্চিরমনুচরো রাজরাজস্য দধ্যৌ।
মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে ॥ ৩ ॥

কামনার উৎপাদক সেই মেঘের সম্মুখে কোনও প্রকারে অশ্রুরোধ ক'রে কুবেরের অনুচর (সেই যক্ষ) বহুক্ষণ ভাবলে। মেঘদর্শনে সুখিজনের চিত্তও বিকারযুক্ত হয়। কণ্ঠালিঙ্গনকামী জন দূরে থাকলে তো কথাই নেই।

'কৌতুক-আধানহেতোঃ তস্য পুরঃ'— কামনাসঞ্চারের হেতু (মনে কামনা সঞ্চার করে এমন), তার (সেই মেঘের) সম্মুখে, 'কথম্ অপি অন্তর্বাষ্পঃ [সন্] স্থিত্বা' — কোনও প্রকারে (অতি কষ্টে) অশ্রুরোধ ক'রে থেকে, 'রাজরাজস্য অনুচরঃ চিরং দধ্যৌ' — যক্ষরাজের অনুচর

বহুক্ষণ ভাবলে। 'মেঘ-আলোকে সুখিনঃ অপি চেতঃ অন্যথাবৃত্তি ভবতি' — মেঘ অবলোকনে সুখিগণেরও (প্রিয়ার সহিত মিলিত জনেরও) চিত্ত বিকারযুক্ত হয়। 'কণ্ঠ-আশ্লেষপ্রণয়িনি জনে দূরসংস্থে [সতি]' কণ্ঠালিঙ্গন করতে ইচ্ছুক এমন জন দূরস্থিত হ'লে (প্রিয়ার কাছ থেকে দূরে থাকলে), 'পুনঃ কিম্'— আর কথা কি।

'কৌতুক' — কামনা, অভিলাষ। 'আধান' — সঞ্চার, উৎপাদন। কেউ কেউ পাঠ করেন 'কেতকাধানহেতোঃ' - কেতকীপুষ্প-উৎপাদকের। এতে ভাবসংগতির হানি হয়। 'রাজন্' শব্দের এক অর্থ যক্ষ; 'রাজরাজ' — যক্ষরাজ। 'প্রণয়' শব্দের এক অর্থ প্রার্থনা, 'কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়ী'-- কণ্ঠালিঙ্গনকামী, সপ্তমী বিভক্তি যোগে 'প্রণয়িনি'।

প্রত্যাসন্নে নভসি দয়িতাজীবিতালম্বনার্থী
জীমূতেন স্বকুশলময়ীং হারয়িষ্যন্ প্রবৃত্তিম্।
স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজকুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘায় তস্মৈ
প্রীতঃ প্রীতিপ্রমুখবচনং স্বাগতং ব্যাজহার ॥ ৪ ॥

আসন্ন শ্রাবণ মাসে দয়িতার জীবনের অবলম্বন বিধান করবার জন্য সেই যক্ষ মেঘদ্বারা নিজের কুশলবার্তা পাঠাতে ইচ্ছুক হ'ল, এবং নবজাত কুটজকুসুমের অর্ঘ উপহার দিয়ে প্রীতিসহকারে মেঘকে প্রণয়বচনযুক্ত স্বাগতসম্ভাষণ করলে।

'প্রত্যাসন্নে নভসি দয়িতাজীবিত-আলম্বন-অর্থী'— আসন্ন শ্রাবণ মাসে দয়িতার জীবনের অবলম্বন বিধান করতে ইচ্ছুক, 'সঃ জীমূতেন স্বকুশলময়ীং প্রবৃত্তিং হারয়িষ্যন্' - সে (সেই যক্ষ) মেঘদ্বারা নিজ কুশলসংবাদযুক্ত বার্তা পাঠাতে ইচ্ছুক হয়ে, 'প্রত্যগ্রৈঃ কুটজকুসুমৈঃ কল্পিত-অর্ঘায় তস্মৈ'— নবজাত কুটজকুসুমদ্বারা যাকে অর্ঘ দেওয়া হয়েছে তাকে (মেঘকে),

'প্রীতঃ [সন্]' — প্রীতিযুক্ত হয়ে (সাদরে), 'প্রীতিপ্রমুখবচনং স্বাগতং ব্যাজহার'— প্রীতিপূর্বক উক্ত বচনসমন্বিত স্বাগত সম্ভাষণ করলে।

যক্ষ ভাবলে, বর্ষাকালে বিরহিণীর প্রাণধারণ কঠিন, অতএব শ্রাবণ মাসের আগেই প্রিয়ার জন্য একটা বিহিত করা আবশ্যক। 'কুটজ'— গিরিমল্লিকা বা কুড়চি, বর্ষার আরম্ভে ফুল ফোটে। 'স্বাগত'— welcome।

ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ব মেঘঃ
সন্দেশার্থাঃ ক্ব পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ।
ইত্যৌৎসুক্যাদপরিগণয়ন্ গুহ্যকস্তং যযাচে
কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু॥ ৫॥

কোথায় বা ধূম-জ্যোতি-সলিল-মরুতের সমবায়ে উৎপন্ন মেঘ, কোথায় বা সমর্থেন্দ্রিয় ব্যক্তির দ্বারা প্রেরণীয় বার্তা! ঔৎসুক্যবশত তা বিচার না ক'রে যক্ষ মেঘকে অনুরোধ করলে। কারণ, কামার্তগণ চেতন-অচেতন সম্বন্ধে স্বভাবত মূঢ় হয়।

'ক্ব ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ মেঘঃ'—কোথায় ধূম-জ্যোতি-সলিল-বায়ুর সমবায়স্বরূপ মেঘ, 'ক্ব'—কোথায় বা, 'পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ— যাদের ইন্দ্রিয়সকল পটু (কার্যক্ষম) এমন প্রাণীর দ্বারা (সচেতন মনুষ্য-দ্বারা), 'প্রাপণীয়াঃ সন্দেশ-অর্থাঃ'—'প্রেরণীয় বার্তার বিষয়সমূহ। 'ঔৎসুক্যাৎ ইতি অপরিগণয়ন্ গুহ্যকঃ তং যযাচে' — ঔৎসুক্যবশত তা গণনা না ক'রে যক্ষ তাকে (মেঘকে) যাচ্ঞা (অনুরোধ) করলে। 'হি, কামার্তাঃ চেতন-অচেতনেষু প্রকৃতিকৃপণাঃ'—কারণ, কামার্তগণ চেতন অচেতন সম্বন্ধে স্বভাবতঃ মূঢ় (কাণ্ডজ্ঞানহীন)।

যক্ষের খেয়াল নেই যে অচেতন মেঘ সচেতন মানুষের মতন বার্তাবহ হ'তে পারে না। সে মেঘকে সম্বোধন ক'রে বলতে লাগল।—

জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্তকানাং
জানামি ত্বাং প্রকৃতিপুরুষং কামরূপং মঘোনঃ।
তেনার্থিত্বং ত্বয়ি বিধিবশাদ্দূরবন্ধুর্গতোঽহং
যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা ॥ ৬ ॥

ভুবনবিদিত পুষ্কর-আবর্তকদের বংশে জাত, কামরূপী এবং ইন্দ্রের প্রধান অনুচর ব'লে তোমাকে জানি। সেজন্য, বিধিবশে প্রিয়াবিরহী হয়ে আমি তোমার নিকট প্রার্থী হচ্ছি। গুণবানের নিকট প্রার্থনা বিফল হওয়াও ভাল, অধমের নিকট সফল হওয়াও ভাল নয়।

'ভুবনবিদিতে পুষ্কর-আবর্তকানাং বংশে জাতং কামরূপং'— বিখ্যাত পুষ্কর আবর্তক ইত্যাদির বংশে জাত কামরূপী, 'মঘোনঃ প্রকৃতিপুরুষং'— মঘবার (ইন্দ্রের) প্রধান পুরুষ (অনুচর), 'ত্বাং জানামি' তোমাকে জানি। 'তেন, বিধিবশাৎ দূরবন্ধুঃ অহং'— সেজন্য, বিধিবশে প্রিয়জন হ'তে দূরবর্তী আমি, 'ত্বয়ি অর্থিত্বং গতঃ' — তোমাতে (তোমার নিকট) প্রার্থিত্ব প্রাপ্ত হয়েছি (প্রার্থী হয়েছি)। 'অধিগুণে যাচ্ঞা মোঘা [অপি] বরং'—গুণবানের নিকট প্রার্থনা বিফল হওয়াও ভাল, 'অধমে লব্ধকামা [অপি বরং] ন' - অধমের (গুণহীনের) নিকট সফল হওয়াও ভাল নয়।

শাস্ত্রে মেঘের নানা জাতির উল্লেখ আছে, যথা— আবর্ত, সংবর্ত, পুষ্কর দ্রোণ ইত্যাদি। কেউ কেউ মনে করেন এই বিভাগ cirrus, nimbus, cumulus ইত্যাদির অনুরূপ। 'কামরূপ' — ইচ্ছানুসারে রূপগ্রহণ ও

বিচরণ করতে সমর্থ। 'মঘবন্'—ইন্দ্র ; ১মা ১বচনে মঘবা ও মঘবান্। 'মঘোনঃ'—ইন্দ্রের। 'দূরবন্ধু' — 'বন্ধু'র এক অর্থ অত্যাগসহন, অর্থাৎ যার বিচ্ছেদ অসহনীয়। 'লব্ধকামা'— যে যাচ্ঞা ফলবতী হয়েছে।

সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং তৎ পয়োদ প্রিয়ায়াঃ
সন্দেশং মে হর ধনপতিক্রোধবিশ্লেষিতস্য।
গন্তব্যা তে বসতিরলকা নাম যক্ষেশ্বরাণাং
বাহ্যোদ্যানস্থিতহরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্ম্যা ॥ ৭ ॥

পয়োদ, তুমি সন্তপ্তগণের শরণ। অতএব, কুবেরের ক্রোধে বিচ্ছেদ-প্রাপ্ত আমার বার্তা প্রিয়ার কাছে নিয়ে যাও। তোমার গন্তব্য যক্ষেশ্বরদের বসতি অলকা। বাহিরের উদ্যানস্থিত হরের মস্তকনিঃসৃত চন্দ্রকিরণে সেখানকার হর্ম্যসকল উদ্ভাসিত।

'পয়োদ, ত্বং হি সন্তপ্তানাং শরণম্ অসি'—হে মেঘ, তুমি তাপিত জনের শরণ (রক্ষক) হচ্ছ। 'তৎ ধনপতিক্রোধবিশ্লেষিতস্য মে সন্দেশং প্রিয়ায়াঃ হর'— অতএব কুবেরের ক্রোধে [প্রিয়া হ'তে] বিযোজিত আমার বার্তা প্রিয়ার কাছে নিয়ে যাও। 'বাহ্য-উদ্যানস্থিতহরশিরঃ-চন্দ্রিকাধৌতহর্ম্যা'—যার হর্ম্যসকল বাহিরের উদ্যানস্থিত মহাদেবের মস্তকের চন্দ্রালোকে বিধৌত (উদ্ভাসিত) এমন, 'অলকা নাম যক্ষেশ্বরাণাং বসতিঃ তে গন্তব্যা' — অলকা নামক যক্ষেশ্বরদের পুরী তোমার গন্তব্য।

কুবেরপুরীর বাহিরের উদ্যানে মহাদেব বাস করেন। 'যক্ষেশ্বরাণাং — যক্ষেশ্বরদের, অর্থাৎ কুবের ও তাঁর অনুচরদের, অথবা ধনী যক্ষদের। 'ঈশ্বর'—ধনী।

ত্বামারূঢ়ং পবনপদবীমুদ্গৃহীতালকান্তাঃ
প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিকবনিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বসত্যঃ।
কঃ সন্নদ্ধে বিরহবিধুরাং ত্বয্যুপেক্ষেত জায়াং
ন স্যাদন্যোঽপ্যহমিব জনো যঃ পরাধীনবৃত্তিঃ ॥ ৮ ॥

তুমি পবনপথে আরূঢ় হ'লে পথিকবনিতাগণ বিশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে অলকদাম উত্তোলন ক'রে তোমাকে দেখবে। আমার ন্যায় যে জন পরাধীন নয় এমন অন্য কোন্ ব্যক্তি তোমাকে সমুদিত দেখে জায়াকে উপেক্ষা করবে?

'পথিকবনিতাঃ প্রত্যযাৎ আশ্বসত্যঃ উদ্গৃহীত-অলক-অন্তাঃ [সত্যঃ]' — পথিকবনিতারা বিশ্বাসহেতু আশ্বস্ত হয়ে অলকাগ্র উত্তোলন করে, 'পবনপদবীম্ আরূঢ়ং ত্বাং প্রেক্ষিষ্যন্তে' — পবনপথে আরূঢ় তোমাকে নিরীক্ষণ করবে। 'ত্বয়ি সন্নদ্ধে' — তুমি সমুদিত হ'লে, 'অহম্ ইব যঃ জনঃ পরাধীনবৃত্তিঃ ন স্যাৎ'— আমার মত যে জন পরাধীনবৃত্তি নয় এমন, 'অন্যঃ কঃ অপি বিরহবিধুরাং জাযাম্ উপেক্ষেত' — অন্য কে-ই বা বিরহবিধুরা জাযাকে উপেক্ষা করবে?

'পথিকবনিতাঃ'— যারা প্রবাসে আছে তাদের পত্নীরা, প্রোষিত-ভর্তৃকারা। মেঘ দেখে তাদের বিশ্বাস হবে যে আসন্ন বর্ষাকালে তাদের স্বামীরা আর দেশে দেশে পর্যটন করতে পারবে না, শীঘ্র ফিরবে। 'উদ্গৃহীতালকান্তাঃ'— যাদের অলকের অন্ত উদ্গৃহীত; মল্লিনাথের মতে — দৃষ্টিপ্রসারের জন্য যারা অলকাগ্র তুলে ধরেছে। 'পবনপদবী'— পবনরূপ পথ, অথবা পবনের পথ, অর্থাৎ আকাশ। 'সন্নদ্ধ' — এক অর্থ অস্ত্রসজ্জিত, অর্থাৎ মেঘ যেন বিরহী আর বিরহিণীদের জব্দ করবার জন্য উদ্যত হয়েছে।

মন্দং মন্দং নুদতি পবনশ্চানুকূলো যথা ত্বাং
বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকস্তে সগন্ধঃ।
গর্ভাধানক্ষণপরিচয়ান্নূনমাবদ্ধমালাঃ
সেবিষ্যন্তে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ ॥ ৯ ॥

যেমন অনুকূল পবন তোমাকে ধীরে ধীরে নিয়ে যাচ্ছে এবং তোমার বামে এই সগর্ব চাতক মধুর স্বরে ডাকছে, তেমনই গর্ভাধানকালের অভ্যাসবশে আকাশে মালার ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ বলাকাগণ সুদর্শন তোমাকে সেবা করবে।

'যথা চ অনুকূলঃ পবনঃ ত্বাং মন্দং মন্দং নুদতি' - যেমন অনুকূল পবন তোমাকে ধীরে ধীরে প্রেরণ করছে (ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে), 'চ তে বামঃ অযং সগন্ধঃ চাতকঃ মধুরং নদতি'—এবং তোমার বামস্থ এই সগর্ব চাতক মধুর ডাকছে, '[তথা] গর্ভাধানক্ষণপরিচয়াৎ খে আবদ্ধমালাঃ বলাকাঃ' —তেমনই গর্ভাধানকালের অভ্যাস অনুসারে আকাশে মালাবদ্ধ বলাকাগণ. 'নয়নসুভগং ভবন্তং নূনং সেবিষ্যন্তে' — সুদর্শন তোমাকে নিশ্চয় সেবা করবে।

যক্ষ জানাচ্ছে যে মেঘের যাত্রাকালের সমস্ত লক্ষণ শুভসূচক। 'সগন্ধ' -- মল্লিনাথের টীকা — 'সগর্বঃ, সম্বন্ধী ইতি কেচিৎ' ; অর্থাৎ 'সগন্ধ' — সগর্ব. কিন্তু কেউ কেউ অর্থ করেন সম্বন্ধী , চাতক মেঘের সম্বন্ধী বা কুটুম্ব। মেঘোদযে বলাকার গর্ভ হয় এই প্রবাদ আছে। 'বলাকা'— স্ত্রী-বক। 'ভবন্তং'— আপনাকে ; যক্ষ মেঘকে কখনও তুমি কখনও আপনি বলছে।

তাঞ্চাবশ্যং দিবসগণনাতৎপরামেকপত্নী-
মব্যাপন্নামবিহতগতির্দ্রক্ষ্যসি ভ্রাতৃজায়াম্।
আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শো হ্যঙ্গনানাং
সদ্যঃপাতি প্রণয়ি হৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি ॥ ১০ ॥

তুমি অব্যাহতগতি হয়ে তোমার সেই পতিব্রতা ভ্রাতৃজায়াকে অবশ্যই দেখবে, যে দিবসগণনায় নিরত থেকে জীবিত আছে। অঙ্গনাগণের কুসুমসদৃশ কোমল প্রেমময় হৃদয় প্রিয়বিচ্ছেদে সদ্য ভগ্ন হয়, আশার বন্ধনই তাকে প্রায়শ ধ'রে রাখে।

'[ত্বম্! অবিহতগতিঃ [সন্]' — তুমি অব্যাহতগতি হয়ে (না থেমে), 'দিবসগণনাতৎপরাম্ অব্যাপন্নাং' — দিবসগণনায় নিরত, জীবিত (শাপান্ত-কাল গণনা ক'রে যে জীবিত আছে), 'একপত্নীং তাং ভ্রাতৃজায়াম্ অবশ্যং চ দ্রক্ষ্যসি' — পতিব্রতা সেই ভ্রাতৃজায়াকে অবশ্যই দেখবে। 'অঙ্গনানাং কুসুমসদৃশং প্রণয়ি' — অঙ্গনাগণের কুসুমসদৃশ (কোমল) প্রেমময়, 'বিপ্রযোগে সদ্যপাতি হৃদয়ং' — বিচ্ছেদে যা সদ্য ভগ্ন হয় এমন হৃদয়কে, 'আশাবন্ধঃ হি প্রায়শঃ রুণদ্ধি' — আশার বন্ধনই প্রায়শ আটকে রাখে (রক্ষা করে)।

যক্ষের প্রিয়া বিরহে মরেছে এ আশঙ্কা নেই, মিলনের আশায় সে বেঁচে আছে, অতএব মেঘ অবশ্যই তাকে দেখতে পাবে। 'একপত্নী' — যার একমাত্র পতি, অর্থাৎ পতিব্রতা। 'ভ্রাতৃজায়া' — মেঘের সঙ্গে যক্ষ ভ্রাতৃ-সম্বন্ধ পাতিয়েছে।

কর্তুং যচ্চ প্রভবতি মহীমুচ্ছিলীন্ধ্রামবন্ধ্যাং
তচ্ছ্রুত্বা তে শ্রবণসুভগং গর্জিতং মানসোৎকাঃ।

আকৈলাসাদ্‌বিসকিশলয়চ্ছেদপাথেয়বন্তঃ
সংপৎস্যন্তে নভসি ভবতো রাজহংসাঃ সহায়াঃ ॥ ১১ ॥

যার প্রভাবে মহী শিলীন্ধ্রপূর্ণ ও উর্বরা হয়, তোমার সেই শ্রবণমধুর গর্জন শুনে মানসসরোবরযাত্রায় উৎসুক রাজহংসরা মৃণালকিশলয়খণ্ডের পাথেয় নিয়ে আকাশমার্গে কৈলাস পর্যন্ত তোমার সহযাত্রী হবে।

'যৎ মহীং'—যা মহীকে (ভূমিকে), 'উচ্ছিলীন্ধ্রাং' — শিলীন্ধ্র (বেঙের ছাতা) উদ্‌গত হয়েছে এমন, 'চ অবন্ধ্যাং' এবং উর্বরা, 'কর্তুং প্রভবতি' — করতে সমর্থ হয়, 'তে তৎ শ্রবণসুভগং গর্জিতং শ্রুত্বা' — তোমার সেই শ্রবণমধুর গর্জন শুনে, 'মানস-উৎকাঃ' মানসসরোবরগমনে উৎসুক, 'বিস-কিশলয়-ছেদ-পাথেয়বন্তঃ' — মৃণালকিশলয়খণ্ডরূপ পাথেয়যুক্ত, 'রাজহংসাঃ নভসি আকৈলাসাৎ ভবতঃ সহায়াঃ সংপৎস্যন্তে' — রাজহংসরা আকাশে কৈলাস পর্যন্ত তোমার সহযাত্রী হবে।

'শিলীন্ধ্র' ছত্রাক, বেঙের ছাতা, ভূমির উর্বরতার লক্ষণ। 'বিস'— মৃণাল, পদ্মের কন্দ বা ডাঁটা। 'কিশলয়'— নবোদ্‌গত বৃন্তপল্লবাদি, sprout, shoot। 'বিসকিশলয়চ্ছেদ' — কচি মৃণালের খণ্ড।

আপৃচ্ছস্ব প্রিয়সখমমুং তুঙ্গমালিঙ্গ্য শৈলং
বন্দ্যৈঃ পুংসাং রঘুপতিপদৈরঙ্কিতং মেখলাসু !
কালে কালে ভবতি ভবতো যস্য সংযোগমেত্য
স্নেহব্যক্তিশ্চিরবিরহজং মুঞ্চতো বাষ্পমুষ্ণম্‌ ॥ ১২ ॥

এই তুঙ্গ শৈলের কটিদেশ লোকপূজ্য রঘুপতির পদাঙ্কযুক্ত। তোমার এই প্রিয়সখাকে আলিঙ্গন ক'রে বিদায়-সম্ভাষণ কর। সে প্রতি বর্ষাকালে

তোমার মিলন লাভ ক'রে দীর্ঘবিরহজনিত উষ্ণ বাষ্প মোচন ক'রে স্নেহ প্রকাশ করে।

'মেখলাসু পুংসাং বন্দ্যৈঃ রঘুপতিপদৈঃ অঙ্কিতং' — কটিদেশে লোক-পূজ্য রঘুপতিপদদ্বারা চিহ্নিত, 'প্রিয়সখম্ অমুং তুঙ্গং শৈলম্ আলিঙ্গ্য আপৃচ্ছস্ব' · প্রিয়বন্ধু এই তুঙ্গ শৈলকে (রামগিরি আলিঙ্গন ক'রে বিদায় সম্ভাষণ কর। 'কালে কালে' — প্রতি বর্ষাকালে, 'ভবতঃ সংযোগম্ এত্য' — তোমার মিলন প্রাপ্ত হয়ে, 'চিরবিরহজম্ উষ্ণং বাষ্পং মুঞ্চতঃ যস্য'— দীর্ঘবিরহজাত উষ্ণ অশ্রু মোচনশীল যার, 'স্নেহব্যক্তিঃ ভবতি'— স্নেহের ব্যঞ্জনা (স্নেহপ্রকাশ) হয়।

'মেখলা — পর্বতের কটিদেশ বা ঢালু পার্শ্ব। 'আপৃচ্ছস্ব'— প্রস্থানকালে সম্ভাষণ কর। গ্রীষ্মে তপ্ত পর্বতগাত্রে পতিত বৃষ্টিবিন্দু উষ্ণ হয়, তাই মিলনাশ্রুরূপে কল্পিত হয়েছে।

মার্গং তাবচ্ছৃণু কথয়তস্ত্বৎপ্রয়াণানুরূপং
সন্দেশং মে তদনু জলদ শ্রোষ্যসি শ্রোত্রপেয়ম্।
খিন্নঃ খিন্নঃ শিখরিষু পদং ন্যস্য গন্তাসি যত্র
ক্ষীণঃ ক্ষীণঃ পরিলঘুপয়ঃ স্রোতসাঞ্চোপযুজ্য ॥ ১৩ ॥

জলদ, আমি তোমার গমনের অনুকূল মার্গের বিবরণ বলছি, সমস্ত শোন। তার পর অতি সাবধানে আমার বার্তা শুনবে। পথে শ্রান্ত হ'লেই পর্বতে পর্বতে পদন্যাস ক'রে এবং ক্ষীণ হ'লেই নদীসমূহের অতি লঘু জল পান ক'রে যাবে।

'জলদ', 'কথয়তঃ [মে] তৎপ্রয়াণ-অনুরূপং মার্গং তাবৎ শৃণু' — কথন-শীল আমার (মৎকর্তৃক কথিত) তোমার গমনের উপযুক্ত মার্গ (তোমার

গন্তব্য পথের বিবরণ) সমস্ত শোন। 'তৎ-অনু' — তার পর, 'শ্রোত্রপেয়ং মে সন্দেশং শ্রোষ্যসি' — কর্ণদ্বারা পানযোগ্য (অতি মনোযোগসহ শ্রোতব্য) আমার বার্তা (যা প্রিয়াকে জানাতে হবে) শুনবে। 'যত্র' — যে পথে, 'খিন্নঃ খিন্নঃ শিখরিষু পদং ন্যস্য' শ্রান্ত হ'লেই পর্বতে পদন্যাস ক'রে (পা ফেলে, জিরিয়ে), 'চ ক্ষীণঃ ক্ষীণঃ স্রোতসাং পরিলঘুপয়ঃ উপযুজ্য' — এবং ক্ষীণ (ক্ষুধিত) হ'লেই নদীসকলের অতিলঘু (স্বাস্থ্যকর) জল গ্রহণ ক'রে, 'গন্তাসি' যাবে।

'তাবৎ' —মল্লিনাথ অর্থ করেছেন - ইদানীং। 'পরিলঘুপয়ঃ'—ক্ষার-লবণাদিশূন্য, soft water।

অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিং স্বিদিত্যুন্মুখীভি-
র্দৃষ্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ।
স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্মুখঃ খং
দিঙ্নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্ ॥ ১৪ ॥

অদ্রির শৃঙ্গ পবন হরণ করছে নাকি? এই ভেবে উন্মুখী মুগ্ধা সিদ্ধাঙ্গনারা চকিত হয়ে তোমার গমনের উদ্যম দেখবে। সরস বেতসপূর্ণ এই স্থান থেকে যাত্রা ক'রে পথে দিঙ্নাগদের স্থূল শুণ্ডের আস্ফালন পরিহার ক'রে উত্তরাভিমুখে আকাশে উড্ডীন হও।

'অদ্রেঃ শৃঙ্গং পবনঃ হরতি কিং স্বিৎ' - পর্বতের শৃঙ্গ পবন হরণ করছে (উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে) নাকি? ইতি উন্মুখীভিঃ মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ' — এই ভেবে ঊর্ধ্বমুখী মুগ্ধা সিদ্ধাঙ্গনাগণ কর্তৃক, 'দৃষ্ট-উৎসাহঃ [সন্]' —যার উৎসাহ (গমনের উদ্যম) দৃষ্ট হয়েছে এমন হয়ে, 'সরসনিচুলাৎ অস্মাৎ স্থানাৎ'—সরস বেতসপূর্ণ এই স্থান থেকে, 'পথি দিঙ্নাগানাং স্থূলহস্ত-

অবলেপান্ পরিহরন্' – পথে দিগ্‌গজদের স্থূল শুণ্ডের আস্ফালন (আক্রমণ) পরিহার ক'রে, 'উদঙ্মুখঃ [সন্] খম্ উৎপত' উত্তরাভিমুখ হয়ে আকাশে উড্ডীন হও।

'কিং স্বিং' নাকি। 'মুগ্ধা' বিস্ময়বিমূঢ়া · সুন্দরী বা সরলা অর্থও হয়। 'সিদ্ধ' – আকাশচারী দেবযোনি বিশেষ। 'নিচুল' – বেতস ; মল্লিনাথের মতে স্থলবেতস। 'দিঙ্‌নাগ' দিগ্‌গজ, ঐরাবত পুণ্ডরীক বামন প্রভৃতি অষ্টহস্তী যারা অষ্টদিক্ রক্ষা করে। মল্লিনাথ বলেন, এই শ্লোকের একটি গূঢ় অর্থ আছে। 'নিচুল'— কালিদাসের সহাধ্যায়ী একজন কবি ; 'দিঙ্‌নাগ' — বিখ্যাত আচার্য, কালিদাসের বিপক্ষ সমালোচক। এই শ্লোকে কালিদাস নিজেকে বা নিজের রচনাকে বলছেন — তোমার সহায় রসিক কবি নিচুল এখানে রয়েছেন ; তুমি উদঙ্মুখ হয়ে (মাথা খাড়া ক'রে) সারস্বতমার্গে আরোহণ কর, দিঙ্‌নাগের হাত নাড়া (সমালোচনা) গ্রাহ্য ক'রো না। সিদ্ধ অর্থাৎ মহাকবিরা এবং অঙ্গনারা (?) দেখছেন যে অদ্রিকল্প দিঙ্‌নাগাচার্যের শৃঙ্গ (প্রতিপত্তি) তুমি হরণ করছ। আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে এই অর্থ কষ্টকল্পনা মাত্র।

রত্নচ্ছায়াব্যতিকর ইব প্রেক্ষ্যমেতৎপুরস্তাদ্-
বল্মীকাগ্রাৎ প্রভবতি ধনুঃখণ্ডমাখণ্ডলস্য।
যেন শ্যামং বপুরতিতরাং কান্তিমাপৎস্যতে তে
বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ ॥ ১৫ ॥

রত্নের মিশ্রিত দ্যুতির ন্যায় সুদৃশ্য এই ইন্দ্রধনুখণ্ড সম্মুখে বল্মীকস্তূপাগ্র হ'তে উদিত হচ্ছে। তাতে তোমার শ্যাম বপু উজ্জ্বল ময়ূরপুচ্ছভূষিত গোপবেশী বিষ্ণুর ন্যায় অতিশয় কান্তিমান্ হবে।

'রত্ন-ছায়া-ব্যতিকরঃ ইব প্রেক্ষ্যং'— রত্নপ্রভার মিশ্রণের ন্যায় দর্শনীয় (সুদৃশ্য), 'এতৎ আখণ্ডলস্য ধনুঃখণ্ডং পুরস্তাৎ বল্মীক-অগ্রাৎ প্রভবতি' —এই ইন্দ্রধনুখণ্ড সম্মুখে বল্মীকের (উইঢিবির) শীর্ষ হ'তে আবির্ভূত হচ্ছে। 'যেন তে শ্যামং বপুঃ'— যার দ্বারা তোমার শ্যাম দেহ, 'স্ফুরিতরুচিনা বর্হেণ গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ ইব' উজ্জ্বল শোভান্বিত ময়ূরপুচ্ছদ্বারা গোপ-বেশধারী বিষ্ণুর (কৃষ্ণের) ন্যায়, 'অতিতরাং কান্তিম্ আপৎস্যতে' — অতিশয় কান্তি পাবে।

প্রাচীন প্রবাদ, বল্মীকগর্ভে যে সর্প বাস করে তার নিঃশ্বাস হ'তে রামধনু উৎপন্ন হয়।

ত্বয্যায়ত্তং কৃষিফলমিতি ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞৈঃ
প্রীতিস্নিগ্ধৈর্জনপদবধূলোচনৈঃ পীয়মানঃ।
সদ্যঃ সীরোৎকষণসুরভি ক্ষেত্রমারুহ্য মালং
কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্ ব্রজ লঘুগতির্ভূয় এবোত্তরেণ ॥ ১৬ ॥

কৃষিফল তোমার উপর নির্ভর করে, এজন্য ভ্রূবিলাসে অনভিজ্ঞ গ্রামবধূরা প্রীতিস্নিগ্ধ সতৃষ্ণ নয়নে তোমাকে দেখবে। তুমি সদ্য হলকর্ষিত মালভূমির উপর আরোহণপূর্বক তা সুরভিত ক'রে কিঞ্চিৎ পশ্চিম দিকে যাবে. এবং পুনর্বার লঘুগতিতে উত্তর দিকে যাবে।

'কৃষিফলং ত্বয়ি আয়ত্তম্ ইতি' — কৃষিফল (শস্যোৎপত্তি) তোমার অধীন এজন্য, 'ভ্রূবিলাস-অনভিজ্ঞৈঃ প্রীতিস্নিগ্ধৈঃ জনপদবধূলোচনৈঃ পীযমানঃ [সন্]' গ্রামবধূদের ভ্রূবিলাসে অনভিজ্ঞ প্রীতিস্নিগ্ধ চক্ষুর দ্বারা পীযমান হয়ে, 'মালং ক্ষেত্রং [যথা] সদ্যঃ সীর-উৎকষণসুরভি [স্যাৎ তথা] আরুহ্য' —মালভূমি যাতে সদ্য হলকর্ষণে সুরভিত হয় এমন ভাবে আরোহণ ক'রে

(সদ্যঃকর্ষিত মালভূমির উপর বর্ষণ ক'রে), 'কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ ব্রজ'— কিছু পশ্চিমে যাবে, 'ভূয়ঃ লঘুগতিঃ [সন্] উত্তরেণ এব' — আবার লঘুগতি (বর্ষণের পর হালকা) হয়ে উত্তর দিকেই [যাবে]।

এই গ্রামবধূদের ভ্রূবিলাস নেই, অর্থাৎ তারা ছলাকলা জানে না, কেবল চাষবাসই বোঝে। 'পীয়মানঃ' — অর্থাৎ তারা সতৃষ্ণনয়নে তোমাকে দেখবে। 'মালং ক্ষেত্রং' – মালভূমি, উচ্চভূমি, plateau। 'সদ্যঃসীরোৎকষণসুরভি' এই পদ দুর্বোধ। 'সীর' লাঙ্গল, 'উৎকষণ' – কর্ষণ। মল্লিনাথের ব্যাখ্যা — যাতে সদ্য হলকর্ষিত মালভূমি সুরভিত হয় এমনভাবে আরোহণ করে, অর্থাৎ বর্ষণ করে। এই পদটিকে 'মালং ক্ষেত্রং'এর বিশেষণ গণ্য করলে অর্থ হয় - সদ্য হলকর্ষণের জন্য সুরভিত মালভূমি। 'কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ ব্রজ'—মালভূমি অতিক্রম ক'রে, কিঞ্চিৎ পশ্চিমে যাও, তারপর আবার উত্তরে যাও --- এর উদ্দেশ্য অবোধ্য। বোধ হয় তাৎপর্য এই - তুমি উত্তরে যেতে যেতে কিঞ্চিৎ পশ্চিমে ফিরে মালভূমির উপর বর্ষণ কর, তার পর আবার উত্তরে যাও। মল্লিনাথ এতে মেঘের বহুবল্লভত্ব দেখেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে কালিদাসের উদ্দেশ্য তাঁর প্রিয় ভূমি-সকল দেখানো।

ত্বামাসারপ্রশমিতবনোপপ্লবং সাধু মূর্ধ্না
বক্ষ্যত্যধ্বশ্রমপরিগতং সানুমানাম্রকূটঃ।
ন ক্ষুদ্রোঽপি প্রথমসুকৃতাপেক্ষয়া সংশ্রয়ায়
প্রাপ্তে মিত্রে ভবতি বিমুখঃ কিং পুনর্যস্তথোচ্চৈঃ ॥১৭॥

তুমি বর্ষণ ক'রে আম্রকূট পর্বতের দাবাগ্নি প্রশমিত ক'রো। পথশ্রান্ত তোমাকে ঐ পর্বত সাদরে মস্তকে বহন করবে। আশ্রয়ের জন্য মিত্র এলে

ক্ষুদ্র ব্যক্তিও পূর্বোপকার স্মরণ ক'রে বিমুখ হয় না ; যে অত উচ্চ তার আর কথা কি।

'আম্রকূটঃ সানুমান্'— আম্রকূট পর্বত, 'আসারপ্রশমিতবন উপপ্লবং' — বর্ষণদ্বারা বনের অগ্নি নির্বাপিত করেছ এমন, 'অধ্বশ্রমপরিগতং ত্বাং মূর্ধ্না সাধু বক্ষ্যতি'— পথশ্রমপ্রাপ্ত তোমাকে মস্তকে সম্যক্ বহন করবে (শৃঙ্গে সাদরে ধারণ করবে)। 'সংশ্রয়ায় মিত্রে প্রাপ্তে [সতি]' — আশ্রয়ের জন্য মিত্র আগত হ'লে, 'ক্ষুদ্রঃ অপি প্রথমসুকৃত-অপেক্ষয়া বিমুখঃ ন ভবতি' — ক্ষুদ্র ব্যক্তিও পূর্বের উপকার মনে ক'রে বিমুখ হয় না। 'যঃ তথা উচ্চৈঃ [সঃ] পুনঃ কিম্'— যে (আম্রকূট পর্বত) অত উচ্চে (অত মহৎ) তার আর কথা কি।

'আম্রকূট' — Wilsonএর মতে অমরকণ্টক পর্বত, যা থেকে নর্মদা নির্গত হয়েছে। 'সানুমান্' - যার সানু বা চূড়া আছে, পর্বত। 'উপপ্লব' — উপদ্রব, বিপদ, অর্থাৎ দাবানল।

ছন্নোপান্তঃ পরিণতফলদ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈ-
স্ত্বয্যারূঢ়ে শিখরমচলঃ স্নিগ্ধবেণীসবর্ণে।
নূনং যাস্যত্যমরমিথুনপ্রেক্ষণীয়ামবস্থাং
মধ্যে শ্যামঃ স্তন ইব ভুবঃ শেষবিস্তারপাণ্ডুঃ ॥ ১৮ ॥

ঐ পর্বতের পার্শ্বদেশ বন্য আম্রবৃক্ষে আচ্ছন্ন, তাতে সুপক্ক ফল শোভা পাচ্ছে। তুমি শিখরে আরোহণ করলে পর্বতের বিস্তৃত পাণ্ডুবর্ণ গাত্রের মধ্যস্থলে তোমার কেশপাশতুল্য মসৃণ শ্যাম কান্তি যুক্ত হয়ে অমর-দম্পতিদের কাছে নিশ্চয়ই ধরণীর স্তনের ন্যায় দর্শনীয় হবে।

'পরিণতফলদ্যোতিভিঃ কানন-আম্রৈঃ ছন্ন-উপান্তঃ' — পক্ক ফলের

দ্যুতি-প্রকাশক (যাতে পাকা ফলের রং শোভা পাচ্ছে) বন্য আম্রবৃক্ষদ্বারা যার উপান্ত (পার্শ্বদেশ) আচ্ছাদিত এমন, 'অচলঃ'—পর্বত (আম্রকূট), 'স্নিগ্ধবেণীসবর্ণে ত্বয়ি শিখরম্ আরূঢ়ে [সতি]' - মসৃণ বেণীর তুল্য বর্ণবিশিষ্ট তুমি শিখরে আরূঢ় হ'লে, 'শেষবিস্তারপাণ্ডুঃ মধ্যে শ্যামঃ ভুবঃ স্তনঃ ইব' -- যার বিস্তৃত প্রান্তদেশ পাণ্ডুবর্ণ এবং মধ্যস্থল শ্যামবর্ণ এরূপ ধরণীর স্তনের ন্যায়, 'অমরমিথুনপ্রেক্ষণীয়াম্ অবস্থাং নূনং যাস্যতি' অমর-মিথুনগণকর্তৃক দর্শনীয় অবস্থা (অতি মনোহর রূপ) নিশ্চয়ই পাবে।

এই পর্বতের ক্রমোন্নত বিশাল পার্শ্বদেশ বন্য আম্রবৃক্ষে আবৃত, পক্ক ফলে তা পাণ্ডুবর্ণ হয়েছে। পর্বতের শিখরে মেঘের শ্যামবর্ণ বিন্যস্ত হ'লে স্তনের ন্যায় দেখাবে। গর্ভবতীর স্তনের উপমা ; ভাবী শরৎকালে পৃথিবী শস্যপ্রসবিনী হবে এই ইঙ্গিত। 'উপান্ত' — শিখরের নিম্নবর্তী স্থান, ঢালু পার্শ্ব। 'স্নিগ্ধ' — তৈলাক্ত অর্থও হতে পারে।

তস্মিন্ স্থিত্বা বনচরবধূভুক্তকুঞ্জে মুহূর্তং
তোয়োৎসর্গদ্রুততরগতিস্তৎপরং বর্ত্ম তীর্ণঃ।
রেবাং দ্রক্ষ্যস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং
ভক্তিচ্ছেদৈরিব বিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য ॥ ১৯ ॥

সেই পর্বতের কুঞ্জে বনচরবধূগণ বিহার করে। সেখানে মুহূর্তকাল থেকে তুমি জলবর্ষণ ক'রে লঘুগতি হবে। পরবর্তী পথ অতিক্রম ক'রে বিন্ধ্যগিরির উপলবিষম পাদদেশে হস্তীর অঙ্গে বিচিত্র ভঙ্গীতে বিরচিত শৃঙ্গারলেখার ন্যায় বিশীর্ণা রেবাকে দেখবে।

'বনচরবধূভুক্তকুঞ্জে তস্মিন্ [পর্বতে]' — যার কুঞ্জ বনচরবধূগণ ভোগ করে এমন সেই পর্বতে, 'মুহূর্তং স্থিত্বা [ত্বং] তোয়-উৎসর্গ-দ্রুততরগতিঃ

[সন্]' — অল্পকাল থেকে তুমি জলবর্ষণ ক'রে দ্রুততরগতি (লঘু) হয়ে, 'তং পরং বর্ত্ম তীর্ণঃ [সন্]' — তার পরের পথ উত্তীর্ণ হয়ে, 'উপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে' · পাথরের জন্য উঁচুনাচু বিন্ধ্যপর্বতের পাদদেশে, 'গজস্য অঙ্গে ভক্তিচ্ছেদৈঃ বিরচিতাং ভূতিম্ ইব বিশীর্ণাং রেবাং দ্রক্ষ্যসি' — হস্তীর গাত্রে বিচিত্র ভঙ্গীতে অঙ্কিত শৃঙ্গাররেখার ন্যায় বিশীর্ণা রেবা নদীকে দেখবে।

'ভক্তি' – চিত্র, নকশা। 'ছেদ' – ভঙ্গী বা বিভাগ। 'ভক্তিচ্ছেদ' — বিচিত্র রেখার সারি। 'ভূতি' — শৃঙ্গার, হাতির গায়ে যে নকশা আঁকা হয়। 'বিশীর্ণাং' — মল্লিনাথের ব্যাখ্যা 'সমন্ততো বিস্মরাং', অর্থাৎ বহুধা বিসর্পিণী; 'ভক্তিচ্ছেদৈঃ বিরচিতাং' ইত্যাদি উপমার সহিত এই অর্থের সংগতি হয়। চলিত অর্থও নেওয়া যেতে পারে— ক্ষীণা, গ্রীষ্মে অল্পতোয়া। 'রেবা' — নর্মদা।

তস্যাস্তিক্তৈর্বনগজমদৈর্বাসিতং বান্তবৃষ্টি-
র্জম্বূকুঞ্জপ্রতিহতরয়ং তোয়মাদায় গচ্ছেঃ।
অন্তঃসারং ঘন তুলয়িতুং নানিলঃ শক্ষ্যতি ত্বাং
রিক্তঃ সর্বো ভবতি হি লঘুঃ পূর্ণতা গৌরবায় ॥ ২০ ॥

বৃষ্টিপাতের পর তুমি রেবার জল পান ক'রে যাবে। ঐ জল বন্য গজের সুরভি মদে বাসিত এবং তার প্রবাহ জম্বুকুঞ্জে প্রতিহত। হে মেঘ, তুমি অন্তঃসার হ'লে বায়ু তোমাকে পরাভূত করতে পারবে না। সকল রিক্ত বস্তুই লঘু, পূর্ণতাই গৌরবের হেতু।

'বান্তবৃষ্টিঃ' — যে বৃষ্টি পাত করেছে এমন, 'ত্বং' — তুমি, 'তিক্তৈঃ বনগজমদৈঃ বাসিতং' — সুগন্ধি (অথবা তিক্তস্বাদ) বনগজের মদস্রাবে সুরভিত, 'জম্বূকুঞ্জপ্রতিহতরয়ং' — যার প্রবাহ জম্বূকুঞ্জে প্রতিহত হয়েছে

এমন, 'তস্যাঃ তোয়ম্ আদায় গচ্ছেঃ' — তার (নর্মদার) জল গ্রহণ (পান) ক'রে যাবে। 'ঘন, অন্তঃসারং ত্বাম্ অনিলঃ তুলয়িতুং ন শক্ষ্যতি' — হে মেঘ, অন্তঃসার (জলপানহেতু গুরু বা বলবান্) তোমাকে বায়ু পরাভূত করতে পারবে না। 'সর্বঃ রিক্তঃ হি লঘুঃ ভবতি' — সকল রিক্ত (অন্তঃসারশূন্য) বস্তুই লঘু (গৌরবহীন) হয় ; 'পূর্ণতা গৌরবায়' — পূর্ণতা (সারবত্তা) গৌরবের হেতু।

'জম্বু' -- জাম। 'রয়' বেগ, প্রবাহ। 'তুলয়িতুং' — সমকক্ষ হ'তে অর্থাৎ তোমার সঙ্গে পেরে উঠতে, তোমাকে পরাভূত করতে। মল্লিনাথ এই শ্লোকের আয়ুর্বেদীয় ধ্বনি বা ব্যঙ্গার্থ দিয়েছেন।—মেঘ আগে বমন ক'রে শোধিত হবে, তার পর শ্লেষ্মনাশক তিক্তকষায় জল (হস্তিমদে তিক্ত, জম্বুসংস্পর্শে কষায়) পান ক'রে সবল হ'লে বায়ুর প্রকোপ হবে না।

নীপং দৃষ্ট্বা হরিতকপিশং কেশরৈরর্ধরূঢ়ৈ-
রাবির্ভূতপ্রথমমুকুলাঃ কন্দলীশ্চানুকচ্ছম্।
জগ্ধ্বারণ্যেষ্বধিকসুরভিং গন্ধমাঘ্রায় চোর্ব্যাঃ
সারঙ্গাস্তে জললবমুচঃ সূচয়িষ্যন্তি মার্গম্॥ ২১॥

হরিণগণ অর্ধোদ্গতকেশর হরিতকপিশ কদম্বপুষ্প দেখে, জলাভূমিজাত নবমুকুলিত কন্দলী খেয়ে এবং অরণ্যে মৃত্তিকার অতিমধুর গন্ধ আঘ্রাণ ক'রে তোমার জলবিন্দুপাতের মার্গ সূচিত করবে।

'সারঙ্গাঃ' — হরিণগণ, 'অর্ধরূঢ়ৈঃ কেশরৈঃ হরিতকপিশং নীপং দৃষ্ট্বা'— অর্ধ-উদ্গত কেশরের জন্য হরিতকপিশ (greenish brown) কদম্বপুষ্প দেখে, 'চ অনুকচ্ছম্ আবির্ভূতপ্রথমমুকুলাঃ কন্দলীঃ জগ্ধ্বা' — এবং জলাভূমিজাত নবমুকুলিত কন্দলী খেয়ে, 'চ অরণ্যেষু উর্ব্যাঃ অধিকসুরভিং

গন্ধম্ আঘ্রায়' — এবং অরণ্যে ভূমির (মৃত্তিকার) অতিমধুর গন্ধ আঘ্রাণ ক'রে, 'জললবমুচঃ তে মার্গং সূচয়িষ্যন্তি' — জলবিন্দুমোচনকারী তোমার মার্গ সূচিত করবে (অথবা, অনুমান করবে)।

'সারঙ্গ' — হরিণ, spotted deer, অথবা কৃষ্ণসার, antelope ; হস্তী অর্থও হয়। 'কচ্ছ' — জলবহুল স্থান ; 'অনুকচ্ছম্' — কচ্ছের নিকট। 'কন্দলী' — ভূমিকদলী, বোধ হয় শটির মত কোনও ছোট গাছ ; হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে ভুঁইচাঁপা। 'জগ্ধ্বারণ্যেষু' — পাঠান্তর 'দগ্ধারণ্যেষু'। এই পাঠে অর্থ হবে — হরিণরা অর্ধোদ্গতকেশর হরিতকপিশ কদম্বপুষ্প এবং জলাভূমিজাত নবমুকুলিত কন্দলী দেখে এবং দগ্ধ (গ্রীষ্মে দগ্ধপ্রায়) অরণ্যে মৃত্তিকার অতিমধুর গন্ধ আঘ্রাণ ক'রে তোমার জলবিন্দুবর্ষণের মার্গ অনুমান করবে। 'সূচয়িষ্যন্তি' — সরল অর্থ — সূচনা করবে, দেখাবে। কিন্তু তাতে অর্থবোধে বাধা হয়। হরিণ কদম্বাদি দেখে বর্ষাগম অনুমান করবে এই বোধ হয় তাৎপর্য।

* অম্ভোবিন্দুগ্রহণচতুরাংশ্চাতকান্ বীক্ষমাণাঃ
শ্রেণীভূতাঃ পরিগণনয়া নির্দিশন্তো বলাকাঃ।
ত্বামাসাদ্য স্তনিতসময়ে মানয়িষ্যন্তি সিদ্ধাঃ
সোৎকম্পানি প্রিয়সহচরীসম্ভ্রমালিঙ্গিতানি ॥ ২১ ॥

সিদ্ধগণ জলবিন্দুগ্রহণপটু চাতকসমূহ দেখবে এবং শ্রেণীভূত বলাকা গণনা ক'রে নির্দেশ করবে। তোমার গর্জনকালে উৎকম্পিতা প্রিয়সহচরীর ত্রস্ত আলিঙ্গন লাভ ক'রে তারা তোমাকে সমাদর করবে।

'অম্ভঃ-বিন্দুগ্রহণচতুরান্ চাতকান্ বীক্ষমাণাঃ' — জলবিন্দুগ্রহণপটু

* কেউ কেউ বলেন এই শ্লোক প্রক্ষিপ্ত।

চাতকসমূহ অবলোকনকারী, 'শ্রেণীভূতাঃ বলাকাঃ পরিগণনয়া নির্দিশন্তঃ'— শ্রেণীভূত বলাকা গণনা ক'রে [সহচরীকে] দেখাচ্ছে এরূপ. 'সিদ্ধাঃ'— সিদ্ধগণ, 'স্তনিতসময়ে' — [তোমার] গর্জনকালে, 'স-উৎকম্পানি প্রিয়-সহচরীসম্ভ্রম-আলিঙ্গিতানি আসাদ্য' — প্রিয়সহচরীদের উৎকম্পযুক্ত ব্যস্ত আলিঙ্গন লাভ ক'রে, 'ত্বাং মানয়িষ্যন্তি'—তোমাকে মাননা করবে (আলিঙ্গনলাভের হেতু জেনে তোমার কাছে কৃতজ্ঞ হবে)।

'বলাকা—স্ত্রী-বক। 'সিদ্ধ'—দেবযোনি বিশেষ। 'সম্ভ্রমালিঙ্গিত'— ত্রস্ত বা ব্যস্তভাবে আলিঙ্গন।

উৎপশ্যামি দ্রুতমপি সখে মৎপ্রিয়ার্থং যিয়াসোঃ
কালক্ষেপং ককুভসুরভৌ পর্বতে পর্বতে তে।
শুক্লাপাঙ্গৈঃ সজলনয়নৈঃ স্বাগতীকৃত্য কেকাঃ
প্রত্যুদ্‌যাতঃ কথমপি ভবান্ গন্তুমাশু ব্যবস্যেৎ ॥ ২৩ ॥

সখে, আমার প্রিয়সাধনের জন্য তুমি দ্রুত যেতে ইচ্ছুক হলেও কুটজ-সুরভিত প্রতি পর্বতে তোমার কালক্ষেপ হবে অনুমান করছি। ময়ূরগণ সজলনয়নে কেকারবে অভ্যর্থনা ক'রে তোমার প্রত্যুদ্‌গমন করবে। তুমি কোনও প্রকারে শীঘ্র যাবার চেষ্টা ক'রো।

'সখে', 'মৎপ্রিয়ার্থং দ্রুতং যিয়াসোঃ অপি' — আমার প্রিয়কার্য সাধনের জন্য (অথবা আমার প্রিয়ার জন্য) তুমি দ্রুত যেতে ইচ্ছুক হ'লেও, 'ককুভসুরভৌ পর্বতে পর্বতে তে কালক্ষেপম্ উৎপশ্যামি' - কুটজপুষ্পে সুরভিত প্রতি পর্বতে তোমার কালক্ষেপ দেখছি (বিলম্ব হবে অনুমান করছি)। 'সজলনয়নৈঃ শুক্লাপাঙ্গৈঃ কেকাঃ স্বাগতীকৃত্য প্রত্যুদ্‌যাতঃ

ভবান্ কথমপি আশু গন্তুং ব্যবস্যেৎ'—সজলনয়ন ময়ূরগণকর্তৃক কেকারবে অভ্যর্থিত ও প্রত্যুদ্গত তুমি কোনও প্রকারে শীঘ্র যেতে চেষ্টা করবে।

'শুক্লাপাঙ্গ' — যার অপাঙ্গ (নয়নকোণ) শুক্ল, ময়ূর। 'সজলনয়ন'— মেঘদর্শনের আনন্দে। 'প্রত্যুদ্যাত'— যার জন্য প্রত্যুদ্গমন করা হয়েছে। প্রত্যুদগমন—মান্য অতিথিকে অভ্যর্থনার জন্য অগ্রসর হওয়া বা বিদায়-কালে কিছুদূর সঙ্গে যাওয়া। এত আদর যত্ন পেলে মেঘের বিলম্ব হবেই, সেজন্য যক্ষ বলছে — তুমি কোনও রকমে (অর্থাৎ যথাসম্ভব) শীঘ্র যে ত চেষ্টা ক'রো।

পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ সূচিভিন্নৈঃ
নীড়ারম্ভৈর্গৃহবলিভুজামাকুলগ্রামচৈত্যাঃ
ত্বয্যাসন্নে পরিণতফলশ্যামজম্বূবনান্তাঃ
সংপৎস্যন্তে কতিপয়দিনস্থায়িহংসা দশার্ণাঃ ॥ ২৪ ॥

তোমার আগমনে দশার্ণ দেশের উদ্যানসমূহের বেষ্টনী প্রস্ফুটিত কেতকী পুষ্পে পাণ্ডুবর্ণ হবে, গ্রামবৃক্ষসকল বায়সাদির নীড়নির্মাণে আকুল হবে, বনান্ত পক্ব জম্বুফলে শ্যামবর্ণ হবে। সেখানে হংসগণ কতিপয় দিবস অবস্থান করবে।

'ত্বয়ি আসন্নে' -- তুমি আগত হ'লে, 'দশার্ণাঃ' — দশার্ণ দেশ, 'সূচি-ভিন্নৈঃ কেতকৈঃ পাণ্ডুচ্ছায়া-উপবনবৃতয়ঃ' — প্রস্ফুটিত কেতকী পুষ্পে যার উপবনের বেড়াসকল পাণ্ডুবর্ণ হয়েছে এমন, 'গৃহবলিভুজাং নীড়-আরম্ভৈঃ আকুলগ্রামচৈত্যাঃ' -- বায়সাদির নীড়নির্মাণে যার গ্রামবৃক্ষসকল আকুল হয়েছে এমন, 'পরিণতফলশ্যামজম্বুবনান্তাঃ' — যার বনান্ত পক্বফলযুক্ত জম্বুবৃক্ষে শ্যামবর্ণ হয়েছে এমন, 'কতিপয়দিনস্থায়িহংসাঃ' — যেখানে

[মানসসরোবরগামী] হংসগণ কয়েক দিন অপেক্ষা করবে এমন, 'সংপংস্যন্তে' — হবে।

'দশার্ণাঃ'—বহুবচন, কিন্তু অর্থে একবচন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে পূর্বমালব। 'সূচিভিন্ন' — যার সূচি (মুকুল) উদ্‌ভিন্ন (প্রস্ফুটিত) হয়েছে। 'উপবনবৃতয়ঃ' — 'বৃতি' — বেড়া। 'গৃহবলিভুক্' গৃহ হ'তে প্রদত্ত খাদ্য যে খায়, কাক, চড়ুই, শালিক ইত্যাদি। 'আকুল' — মল্লিনাথের অর্থ সংকীর্ণ অর্থাৎ সমাকীর্ণ; অস্থির বা ক্ষুভিত অর্থও হ'তে পারে। 'চৈত্য' — পথপার্শ্বস্থ বৃক্ষ। 'পরিণতফলশ্যামজম্বূবনান্তাঃ' — মল্লিনাথের অর্থ — পক্কফলে শ্যামবর্ণ জম্বূবনের জন্য রম্যা (অন্তাঃ)। 'বনান্ত'এর সরল অর্থ — বনের প্রান্ত।

তেষাং দিক্ষু প্রথিতবিদিশালক্ষণাং রাজধানীং
গত্বা সদ্যঃ ফলমবিকলং কামুকত্বস্য লব্ধা।
তীরোপান্তস্তনিতসুভগং পাস্যসি স্বাদু যস্মাৎ
সভ্রূভঙ্গং মুখমিব পয়ো বেত্রবত্যাশ্চলোর্মি ॥ ২৫ ॥

সর্বত্র বিদিশা নামে খ্যাত তার রাজধানীতে গিয়ে তুমি কামুকত্বের সমস্ত ফল সদ্য লাভ করবে ; কারণ, সুন্দরীর সভ্রূভঙ্গ মুখের তুল্য বেত্রবতীর তরঙ্গায়িত এবং তটপ্রান্তে মনোহর শব্দকারী স্বাদু জল তুমি পান করবে।

'দিক্ষু প্রথিতবিদিশালক্ষণাং তেষাং রাজধানীং গত্বা' – সর্বদিকে (সর্বত্র) বিদিশা নামে খ্যাত তার (দশার্ণ দেশের) রাজধানীতে গিয়ে, 'কামুকত্বস্য অবিকলং ফলং সদ্যঃ লব্ধা' — কামুকত্বের সমগ্র ফল [তোমার দ্বারা] সদ্য লব্ধ হবে (কামুক যা চায় তা সমস্তই তুমি পাবে) ; 'যস্মাৎ' -- যেহেতু, 'সভ্রূভঙ্গং মুখম্ ইব' — [সুন্দরীর] ভ্রূভঙ্গীযুক্ত মুখের তুল্য, 'বেত্র

বত্যাঃ' — বেত্রবতী নদীর, 'চলোর্মি' — তরঙ্গায়িত, 'তীর-উপান্তস্তনিত-সুভগং' তটপ্রান্তে শব্দকারী এজন্য মনোরম, 'স্বাদু পয়ঃ' – স্বাদু জল, 'পাস্যসি' – পান করবে। 'বিদিশা' — আধুনিক ভিলশা, গোআলিয়র রাজ্যে। 'বেত্রবতী' — আধুনিক বেতোআ নদী।

নীচৈরাখ্যং গিরিমধিবসেস্তত্র বিশ্রামহেতো-
স্ত্বৎসম্পর্কাৎ পুলকিতমিব প্রৌঢ়পুষ্পৈঃ কদম্বৈঃ।
যঃ পণ্যস্ত্রীরতিপরিমলোদ্‌গারিভির্নাগরাণা-
মুদ্দামানি প্রথয়তি শিলাবেশ্মভির্যৌবনানি ॥ ২৬ ॥

সেখানে তুমি বিশ্রামের জন্য নীচৈঃ নামক পর্বতে বাস করবে, তোমার মিলন জন্য তা প্রস্ফুটিত পুষ্পযুক্ত কদম্বতরুতে যেন রোমাঞ্চিত হবে। ঐ পর্বতের শিলাগৃহসকল পণ্যস্ত্রীদের রতিপরিমলে বাসিত হয়ে নাগরিকদের উদ্দাম যৌবনের পরিচয় দিচ্ছে।

'তত্র' — সেখানে (বিদিশায়), 'প্রৌঢ়পুষ্পৈঃ কদম্বৈঃ ত্বৎসম্পর্কাৎ পুলকিতম্ ইব' – প্রস্ফুটিত পুষ্পযুক্ত কদম্বতরুতে তোমার মিলনহেতু যেন রোমাঞ্চিত, 'নীচৈঃ আখ্যং গিরিং [ত্বং] বিশ্রামহেতোঃ অধিবসেঃ'— নীচৈঃ নামক পর্বতে তুমি বিশ্রামের জন্য বাস ক'রো (কিছুকাল থেকো), 'যঃ' — যে পর্বত, 'পণ্যস্ত্রী-রতিপরিমল-উদ্‌গারিভিঃ শিলাবেশ্মভিঃ' — বারাঙ্গনাগণের রতিপরিমল-উদ্‌গারী (অঙ্গসৌরভময়) শিলাগৃহদ্বারা, 'নাগরাণাম্ উদ্দামানি যৌবনানি প্রথয়তি'— নাগরিকদের উদ্দাম যৌবন প্রকট করছে।

'নীচৈঃ' — খর্ব। 'প্রৌঢ়' — পূর্ণবিকশিত ; মল্লিনাথের অর্থ — প্রচুর। 'শিলাবেশ্ম' — পাথরের ঘর। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন —

'এই পাহাড় বৌদ্ধ বিহার, সংঘারাম ইত্যাদিতে এককালে মণ্ডিত ছিল, আর স্থানে স্থানে পাথর দিয়া গাঁথা এক-একটা খালি ঘর নির্জনে পড়িযা থাকিত।'

বিশ্রান্তঃ সন্ ব্রজ বননদীতীরজাতানি সিঞ্চ-
ন্নুদ্যানানাং নবজলকণৈর্যূথিকাজালকানি।
গণ্ডস্বেদাপনয়নরুজাক্লান্তকর্ণোৎপলানাং
ছায়াদানাৎ ক্ষণপরিচিতঃ পুষ্পলাবীমুখানাম্॥ ২৭॥

তুমি বিশ্রান্ত হযে বননদীতীরবর্তী উদ্যানে জাত যূথিকাকোরকগুলি নবজলকণায সিক্ত করবে। কপোলের স্বেদ মুছে মুছে পুষ্পচায়িকাদের কর্ণোৎপল ম্লান হয়েছে; তাদের মুখে ছাযাদান করবে, এবং ক্ষণকাল পরিচযের পর আবার যাত্রা করবে।

'বিশ্রান্তঃ সন্'— বিশ্রান্ত হয়ে (বিশ্রাম ক'রে), 'উদ্যানানাং বননদীতীরজাতানি যূথিকাজালকানি'—উদ্যানসকলের বননদীতীরজাত যূথিকাকোরকগুলি, 'নবজলকণৈঃ সিঞ্চন্' — নবজলকণায সিক্ত ক'রে, 'গণ্ডস্বেদ-অপনযন রুজাক্লান্তকর্ণোৎপলানাং' — গণ্ডস্বেদ (গালের ঘাম) অপনয়নের কষ্টে যাদের কর্ণোৎপল ম্লান হয়েছে সেই, 'পুষ্পলাবীমুখানাং' — পুষ্পচাযিকাদের মুখের, 'ছাযাদানাৎ ক্ষণপরিচিতঃ [সন্]' — ছাযাদানদ্বারা ক্ষণপরিচিত হয়ে (ছায়াদানের ফলে কিছুক্ষণ মুখের পরিচয়লাভ ক'রে) 'ব্রজ' - যাও (আবার যাত্রা করবে)।

'বননদীতীরজাতানি' ইত্যাদি -- উপরে যে অন্বয দেওযা হযেছে তাতে অর্থ বিশদ হয না, অন্যপ্রকার অন্বয়ও করা যায় না। উদ্যানের বননদীতীরজাত — দুর্বোধ। বোধ হয় কবির উদ্দেশ্য — বননদীতীরের উদ্যান-

জাত। 'রুজা' — পীড়া, কষ্ট। 'কর্ণোৎপল' — কর্ণের ভূষণস্বরূপ পদ্মকোরক। 'উৎপল'এর অর্থ কুমুদ বা শালুক ফুলও হয়।

বক্রঃ পন্থা যদপি ভবতঃ প্রস্থিতস্যোত্তরাশাং
সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখো মাস্ম ভূরুজ্জয়িন্যাঃ
বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতচকিতৈস্তত্র পৌরাঙ্গনানাং
লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি ॥ ২৮ ॥

তোমার মার্গ উত্তর দিকে। যদিও তোমার পথ বক্র হবে তথাপি উজ্জয়িনীর সৌধাবলীর উপরিতলের পরিচয় নিতে বিমুখ হ'য়ো না। সেখানে পৌরাঙ্গনাদের বিদ্যুদ্দামস্ফুরণে চকিত চঞ্চল কটাক্ষযুক্ত নয়ন যদি উপভোগ না কর তবে তুমি বঞ্চিত হবে।

'উত্তর-আশাং প্রস্থিতস্য ভবতঃ পন্থাঃ' — উত্তর দিকে গমনকারী তোমার পথ, 'যদপি বক্রঃ [স্যাৎ] যদিও বক্র হবে, 'উজ্জয়িন্যাঃ সৌধ-উৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখঃ মাস্ম ভূঃ'—[তথাপি] উজ্জয়িনীর সৌধাবলীর উপরিতলের পরিচয়ে বিমুখ হ'য়ো না (উপর তলায় যাঁরা থাকেন সেই সুন্দরীদের পরিচয় অবশ্য নিও)। 'তত্র' — সেখানে (সেখানকার), 'পৌরাঙ্গনানাং'— পুরনারীদের, 'বিদ্যুৎ-দাম-স্ফুরিত চকিতৈঃ লোল-অপাঙ্গৈঃ লোচনৈঃ' — বিদ্যুন্মালার স্ফুরণে চকিত (ত্রস্ত) চঞ্চলকটাক্ষযুক্ত নয়নদ্বারা, 'যদি ন রমসে' — যদি তৃপ্ত না হও, '[তদা] বঞ্চিতঃ অসি' — তবে বঞ্চিত হবে।

'আশা' — দিক্। 'উৎসঙ্গ' — উপরিতল। 'প্রণয়' — পরিচয়। 'পৌরাঙ্গনা'—নগরবাসিনী।

বীচিক্ষোভস্তনিতবিহগশ্রেণিকাঞ্চীগুণায়াঃ
সংসর্পন্ত্যাঃ স্খলিতসুভগং দর্শিতাবর্তনাভেঃ।
নির্বিন্ধ্যায়াঃ পথি ভব রসাভ্যন্তরঃ সন্নিপত্য
স্ত্রীণামাদ্যং প্রণয়বচনং বিভ্রমো হি প্রিয়েষু॥ ২৯॥

পথে দেখবে নির্বিন্ধ্যা নদী তরঙ্গক্ষোভে মুখরিত বিহগশ্রেণীরূপ কাঞ্চী-দাম ধারণ ক'রে জলাবর্তরূপ নাভি প্রকটিত ক'রে মনোরম স্খলিতভঙ্গীতে প্রবাহিত হচ্ছে। তুমি তার সংগমলাভ ক'রে রসপূর্ণ হ'য়ো। প্রিয়জনের প্রতি হাবভাবই রমণীগণের প্রথম প্রণযবচন।

'পথি'— পথে (যেতে যেতে), 'বীচিক্ষোভস্তনিতবিহগশ্রেণিকাঞ্চী-গুণায়াঃ' — তরঙ্গের আন্দোলনে মুখরিত বিহগশ্রেণী (জলচর পক্ষীরা) যার কাঞ্চীদামতুল্য, 'দর্শিত-আবর্তনাভেঃ' — যে আবর্ত (ঘূর্ণিজল) রূপ নাভি দেখাচ্ছে, 'স্খলিতসুভগং সংসর্পন্ত্যাঃ' — মনোরম স্খলিতভঙ্গীতে (উপলখণ্ডে স্খলনের জন্য সুন্দরভাবে) যে প্রবাহিত হচ্ছে এরূপ, 'নির্বিন্ধ্যায়াঃ সন্নিপত্য'— নির্বিন্ধ্যা নদীর সহিত সংগত হয়ে, 'রস-অভ্যন্তরঃ ভব'— অন্তরে রসপূর্ণ (জলপূর্ণ অথবা ভোগে তৃপ্ত) হ'যো। 'প্রিয়েষু বিভ্রমঃ হি স্ত্রীণাম্ আদ্যং প্রণযবচনম্' – প্রিয়ব্যক্তির প্রতি হাবভাবই স্ত্রীগণের প্রথম প্রণয়বচন।

বেণীভূতপ্রতনুসলিলাসাবতীতস্য সিন্ধুঃ
পাণ্ডুচ্ছায়া তটরুহতরুভ্রংশিভির্জীর্ণপর্ণৈঃ।
সৌভাগ্যং তে সুভগ বিরহাবস্থয়া ব্যঞ্জয়ন্তী
কার্শ্যং যেন ত্যজতি বিধিনা স ত্বয়ৈবোপপাদ্যঃ॥ ৩০॥

হে সুভগ, ক্ষীণ জলধারা তার বেণী; তটজাত তরু হ'তে পতিত

জীর্ণপত্রে সে পাণ্ডুবর্ণ হয়েছে। প্রবাসী তোমার জন্য বিরহদশাগ্রস্ত হয়ে এই নদী তোমায় সৌভাগ্য প্রকাশ করছে। যে উপায়ে তার কৃশতা দূর হয় তোমারই তা করা কর্তব্য।

'সুভগ' — হে ভাগ্যবান্, 'বেণীভূতপ্রতনুসলিলা' — ক্ষীণ জলধারা যার বেণী-স্বরূপ, 'তটরুহতরুভ্রংশিভিঃ জীর্ণপর্ণৈঃ পাণ্ডুচ্ছায়া' — তটজাত বৃক্ষ থেকে ভ্রষ্ট (পতিত) জীর্ণপত্রে পাণ্ডুবর্ণ, 'বিরহ-অবস্থয়া অতীতস্য তে সৌভাগ্যং ব্যঞ্জয়ন্তী' — বিরহ-অবস্থার দ্বারা প্রবাসী তোমার সৌভাগ্য প্রকাশ করছে এরূপ, 'অসৌ সিন্ধুঃ' — এই নদী (নির্বিন্ধ্যা), 'যেন বিধিনা কার্শ্যং ত্যজতি সঃ ত্বয়া এব উপপাদ্যঃ' — যে উপায়ে কৃশতা ত্যাগ করে তা তোমারই কর্তব্য।

মেঘ সুভগ অর্থাৎ ভাগ্যবান, কারণ তার জন্য নির্বিন্ধ্যা বিরহলক্ষণ প্রকাশ করছে। 'অতীত' — প্রোষিত, প্রবাসী, প্রিয়া হ'তে যে এতদিন দূরে ছিল। 'যেন বিধিনা' — অর্থাৎ বর্ষণ করে।

প্রাপ্যাবন্তীনুদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান্
পূর্বোদ্দিষ্টামনুসর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাম্।
স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিণাং গাং গতানাং
শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্ ॥ ৩১ ॥

তুমি অবন্তীদেশে গিয়ে সেখানকার রাজধানী বিশালায় উপস্থিত হবে। এই দেশের গ্রামবৃদ্ধগণ উদয়ন রাজার কথায় অভিজ্ঞ। এই শ্রীঋদ্ধিশালিনী নগরীর কথা পূর্বেই বলেছি। সুকৃতের ফল ক্ষয় হ'লে স্বর্গবাসীরা যখন ধরায় ফিরে আসেন তখন তাঁরা যেন অবশিষ্ট পুণ্যবলে স্বর্গের একটি কমনীয় খণ্ডস্বরূপ একে সঙ্গে এনেছিলেন।

'উদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান্ অবন্তীন্ প্রাপ্য' — উদয়নের কথায় (কাহিনীতে) অভিজ্ঞ গ্রামবৃদ্ধগণ যেখানে আছেন সেই অবন্তীদেশে গিয়ে, 'সুচরিতফলে স্বল্পীভূতে গাং গতানাং স্বর্গিণাং শেষৈঃ পুণ্যৈঃ হৃতং' — পুণ্যফল ক্ষয় হ'লে ধরায় প্রত্যাগত স্বর্গবাসীদের অবশিষ্ট পুণ্যদ্বারা আনীত, 'দিবঃ একং কান্তিমৎ খণ্ডম্ ইব' — স্বর্গের একটি কান্তিমান্ (কমনীয়) খণ্ডের ন্যায়, 'পূর্ব-উদ্দিষ্টাং শ্রীবিশালাং পুরাম্ অনুসর' - পূর্বোক্ত শ্রীঋদ্ধি-শালিনী বিশালা নগরীতে (উজ্জয়িনীতে) প্রবেশ করবে।

'উদয়ন' — বৎস দেশের রাজা। ভাসের নাটকে, বৃহৎকথা প্রভৃতি গ্রন্থে এঁর উপাখ্যান আছে। 'অবন্তীন্' — অবন্তীদেশ; বহুবচন, কিন্তু অর্থে একবচন। 'বিশালা' উজ্জয়িনীর নামান্তর।

দীর্ঘীকুর্বন্ পটুমদকলং কূজিতং সারসানাং
প্রত্যূষেষু স্ফুটিতকমলামোদমৈত্রীকষায়ঃ।
যত্র স্ত্রীণাং হরতি সুরতগ্লানিমঙ্গানুকূলঃ
শিপ্রাবাতঃ প্রিয়তম ইব প্রার্থনাচাটুকারঃ॥ ৩২॥

সেখানে প্রত্যূষে সারসদের তীক্ষ্ণ কলনাদ শিপ্রার বায়ুতে বহুদূর বাহিত হয়। প্রস্ফুটিত কমলের গন্ধে সুবাসিত সেই সুখস্পর্শ বায়ু মিলনপ্রার্থী চাটুকার বল্লভের ন্যায় নারীদের সুরতগ্লানি দূর করে।

'যত্র প্রত্যূষেষু সারসানাং পটুমদকলং কূজিতং দীর্ঘীকুর্বন্' — যেখানে (উজ্জয়িনীতে) প্রত্যূষে সারসদের তীক্ষ্ণ অব্যক্ত মধুর কূজন বিস্তার ক'রে (বহুদূরে বহন ক'রে), 'স্ফুটিতকমল-আমোদমৈত্রীকষায়ঃ' — প্রস্ফুটিত কমলের গন্ধসংযোগে সুবাসিত, 'অঙ্গ-অনুকূলঃ শিপ্রাবাতঃ' — গাত্রে সুখ-স্পর্শ শিপ্রা নদীর বায়ু, 'প্রার্থনাচাটুকারঃ প্রিয়তমঃ ইব' — মিলনপ্রার্থনায়

চাটুকার (চাটুবাক্যে মিলনপ্রার্থী) বল্লভের ন্যায়, 'স্ত্রীণাং সুরতগ্লানিং হরতি' - স্ত্রীদের সুরতগ্লানি হরণ (দূর) করে।

'প্রত্যূষেষু' — বহুবচন, প্রতিদিন প্রত্যূষে। 'পটু' — স্ফুট, তীক্ষ্ণ। 'মদকলং' — আনন্দে অব্যক্তমধুর। 'কষায়' — সুবাসিত। 'মৈত্রী' — সংস্রব, সংযোগ; 'আমোদমৈত্রীকষায়ঃ' — গন্ধসংযোগে সুবাসিত। 'শিপ্রা' - উজ্জয়িনীর নদী।

* প্রদ্যোতস্য প্রিয়দুহিতরং বৎসরাজোঽত্র জহ্রে
হৈমং তালদ্রুমবনমভূদত্র তস্যৈব রাজ্ঞঃ।
অত্রোদ্‌ভ্রান্তঃ কিল নলগিরিঃ স্তম্ভমুৎপাট্য দর্পা-
দিত্যাগন্তূন্ রময়তি জনো যত্র বন্ধূনভিজ্ঞঃ ॥ ৩৩ ॥

এইখানে বৎসরাজ প্রদ্যোত রাজার প্রিয়দুহিতাকে হরণ করেছিলেন, এইখানে সেই রাজারই হৈম তালবৃক্ষের বন ছিল, এইখানেই মদমত্ত নলগিরি (হস্তী) স্তম্ভ উৎপাটন ক'রে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বিচরণ করেছিল - এইসকল কথা ব'লে অভিজ্ঞ জন আগন্তুক বন্ধুদের চিত্তবিনোদন করেন।

'অত্র বৎসরাজঃ প্রদ্যোতস্য প্রিয়দুহিতরং জহ্রে, অত্র তস্য এব রাজ্ঞঃ হৈমং তালদ্রুমবনম্ অভূৎ, অত্র কিল নলগিরিঃ দর্পাৎ স্তম্ভম্ উৎপাট্য উদ্‌ভ্রান্তঃ ইতি অভিজ্ঞঃ জনঃ যত্র বন্ধূন্ রময়তি' — (উপরের অনুবাদ অন্বয়ের অনুযায়ী)।

'বৎসরাজ' — উদয়ন। 'তস্য এব রাজ্ঞঃ' — সেই রাজারই, প্রদ্যোতের।

* ৩৩ ও ৩৪ শ্লোক মল্লিনাথ দেন নি, কিন্তু জিনসেন-কৃত পার্শ্বাভ্যুদয় পুস্তকে এদের উল্লেখ আছে।

'কিল' — প্রসিদ্ধিসূচক। 'দর্প' — মদ। 'উদ্‌ভ্রান্তঃ' — যে উচ্ছৃঙ্খলভাবে ভ্রমণ করে। 'নলগিরি' — প্রদ্যোতের হস্তীর নাম। ইন্দ্র এই হস্তী দিয়েছিলেন।

* হারাংস্তারাংস্তরলগুটিকান্ কোটিশঃ শঙ্খশুক্তীঃ
শষ্পশ্যামান্মরকতমণীনুন্ময়ূখপ্ররোহান্।
দৃষ্ট্বা যস্যাং বিপণিরচিতান্ বিদ্রুমাণাঞ্চ ভঙ্গান্
সংলক্ষ্যন্তে সলিলনিধয়স্তোয়মাত্রাবশেষাঃ ॥ ৩৪ ॥

সেই নগরীর বিপণিতে সজ্জিত অসংখ্য হার, পরিষ্কৃত উজ্জ্বল মণি, শঙ্খশুক্তি, দীপ্যমান শষ্পশ্যাম মরকতমণি ও প্রবালখণ্ড দেখে বোধ হয় জলধিতে জলমাত্র অবশিষ্ট আছে।

'যস্যাং' — যেখানে (উজ্জয়িনীতে), 'বিপণিরচিতান্' — বিপণিতে সজ্জিত (বিক্রয়ার্থে প্রদর্শিত), 'কোটিশঃ' — কোটিপরিমাণে (অসংখ্য), 'হারান্' — হারসমূহ, 'তারান্ তরলগুটিকান্' — পরিষ্কৃত উজ্জ্বল মণিসমূহ (অথবা হারমধ্যমণিসমূহ), 'শঙ্খশুক্তীঃ' — শাঁখ ও ঝিনুক (-এর অলংকার), 'শষ্প-শ্যামান্' — নবজাত তৃণের ন্যায় হরিৎ, 'উন্ময়ূখপ্ররোহান্' — যার জ্যোতি স্ফুরিত হচ্ছে এমন, 'মরকতমণীন্' — মরকতমণি (পান্না) সমূহ, 'চ বিদ্রুমাণাং ভঙ্গান্' — এবং প্রবালের খণ্ডসকল, 'দৃষ্ট্বা' — দেখে, 'সলিলনিধয়ঃ' — জলধিসকল (সমস্ত সমুদ্র), 'তোয়মাত্র-অবশেষাঃ' — যাতে কেবল জল অবশিষ্ট আছে এমন, 'সংলক্ষ্যন্তে' — বোধ হয়।

'হারান্-তারান্ তরলগুটিকান্' — কি কি বোঝাচ্ছে স্থির করা কঠিন। 'তার' — পরিষ্কৃত, দীপ্ত, উৎকৃষ্ট, মুক্তা, হারমধ্যমণি। 'তরল' — উজ্জ্বল,

* পূর্বপৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

হারমধ্যমণি, হার। 'গুটিক' — মুক্তা, মণি, মহারত্ন। 'উন্ময়ূখ' — স্ফুরিত, বিচ্ছুরিত। 'প্ররোহ' — আলোকরশ্মি। 'তোযমাত্রাবশেষাঃ' — সমুদ্র সকল রত্নের আকর — এই প্রবাদ। সমস্ত রত্ন উজ্জয়িনীতে চ'লে আসায় সমুদ্রে কেবল জল আছে।

জালোদ্‌গীর্ণৈরুপচিতবপুঃ কেশসংস্কারধূপৈ-
র্বন্ধুপ্রীত্যা ভবনশিখিভির্দত্তনৃত্যোপহারঃ।
হর্ম্যেষ্বস্যাঃ কুসুমসুরভিষ্বধ্বখেদং নয়েথাঃ
লক্ষ্মীং পশ্যন্ ললিতবনিতাপাদরাগাঙ্কিতেষু॥ ৩৫॥

সেখানকার গবাক্ষ হ'তে নির্গত কেশসংস্কারধূপে তোমার দেহ বর্ধিত হবে। গৃহপালিত ময়ূররা বন্ধুপ্রীতিবশত তোমাকে নৃত্য-উপহার দেবে। সুন্দরী নারীর চরণরাগচিহ্নিত কুসুমসুরভিত হর্ম্যসমূহে তুমি ঐ নগরীর লক্ষ্মীশ্রী দেখবে। তাতে তোমার পথশ্রম অপনীত হবে।

'জাল-উদ্‌গীর্ণৈঃ কেশসংস্কারধূপৈ.' — গবাক্ষ হ'তে নির্গত কেশসংস্কার-ধূপে (কেশসংস্কারের জন্য জ্বালিত ধূপের ধূমে), 'উপচিতবপুঃ' — পরিপুষ্ট-দেহ, 'বন্ধুপ্রীত্যা' — বন্ধুর প্রতি প্রীতিবশত, 'ভবনশিখিভিঃ দত্ত-নৃত্য-উপহারঃ [সন্]' — গৃহপালিত ময়ূরগণদ্বারা নৃত্য-উপহার প্রাপ্ত হয়ে, 'ললিলবনিতাপাদরাগ-অঙ্কিতেষু কুসুমসুরভিষু হর্ম্যেষু' — সুন্দরী নারীর চরণের অলক্তকরাগচিহ্নিত কুসুমসুরভিত হর্ম্যসমূহে, 'অস্যাঃ লক্ষ্মীং পশ্যন্' — এর (উজ্জয়িনীর) শোভা (অথবা সম্পদ) দেখে, 'অধ্বখেদং নয়েথাঃ' — পথশ্রম অপনয়ন করবে।

'জাল' — জানলা। 'অধ্ব' — পথ।

ভর্তুঃ কণ্ঠচ্ছবিরিতি গণৈঃ সাদরং বীক্ষ্যমাণঃ
পুণ্যং যায়াস্ত্রিভুবনগুরোর্ধাম চণ্ডীশ্বরস্য।
ধূতোদ্যানং কুবলয়রজোগন্ধিভির্গন্ধবত্যা-
স্তোয়ক্রীড়ানিরতযুবতিস্নানতিক্তৈর্মরুদ্‌ভিঃ ॥ ৩৬ ॥

তুমি ত্রিলোকগুরু চণ্ডীশ্বরের পুণ্যধামে যাবে। তোমার বর্ণ শিবের কণ্ঠের তুল্য, এজন্য প্রমথগণ তোমাকে সাদরে নিরীক্ষণ করবে। পদ্মপরাগ-বাসিত জলক্রীড়ারত যুবতীগণের স্নানে সুরভিত গন্ধবতী নদীর বায়ু সেখানকার উদ্যানসকল আন্দোলিত করে।

'ভর্তুঃ কণ্ঠচ্ছবিঃ ইতি' — ভর্তার কণ্ঠের বর্ণ (প্রভু শিবের কণ্ঠের তুল্য তোমার বর্ণ)। এজন্য, 'গণৈঃ সাদরং বীক্ষ্যমাণঃ [সন্]' — প্রমথগণকর্তৃক সাদরে নিরীক্ষ্যমাণ হয়ে, 'কুবলয়রজঃ-গন্ধিভিঃ তোয়ক্রীড়ানিরতযুবতি-স্নানতিক্তৈঃ গন্ধবত্যাঃ মরুদ্‌ভিঃ' — পদ্মপরাগগন্ধী [এবং] জলক্রীড়ারত যুবতীগণের স্নানে সুবাসিত গন্ধবতী নদীর বায়ুদ্বারা, 'ধূত-উদ্যানং' — যার উদ্যান আন্দোলিত হয় এমন, 'ত্রিভুবনগুরোঃ চণ্ডীশ্বরস্য ধাম যায়াঃ'— ত্রিলোকের গুরু চণ্ডীশ্বরের (শিবের) ধামে (মহাকালমন্দিরে) যাবে।

অপ্যন্যস্মিন্ জলধর মহাকালমাসাদ্য কালে
স্থাতব্যং তে নয়নবিষয়ং যাবদত্যেতি ভানুঃ।
কুর্বন্ সন্ধ্যাবলিপটহতাং শূলিনঃ শ্লাঘনীয়া-
মামন্দ্রাণাং ফলমবিকলং লপ্স্যসে গর্জিতানাম্ ॥ ৩৭ ॥

জলধর, যদি অন্যকালেও মহাকালমন্দিরে উপস্থিত হও তথাপি সূর্যাস্ত পর্যন্ত তোমার সেখানে থাকা কর্তব্য। শূলপাণির সন্ধ্যাপূজার

পটহের কার্য করে তুমি গৌরবান্বিত হবে এবং তোমার মৃদুগম্ভীর গর্জনের পূর্ণফল লাভ করবে।

'জলধর', 'অন্যস্মিন্ কালে অপি আসাদ্য' — অন্যকালেও (সন্ধ্যাভিন্ন অন্যকালে) মহাকাল [মন্দিরে] পৌঁছলে, 'ভানুঃ যাবৎ নয়নবিষয়ম্ অত্যেতি [তাবৎ] তে স্থাতব্যম্' — সূর্য যতক্ষণ নয়নপথ অতিক্রম করে দৃষ্টিগোচর থাকে। ততক্ষণ তোমার থাকা (সন্ধ্যাপর্যন্ত অপেক্ষা করা) কর্তব্য। শূলিনঃ' — শূলীর (শিবের), 'শ্লাঘনীযাং সন্ধ্যাবলিপটহতাং কুর্বন্' — সন্ধ্যাপূজায় পটহতা-রূপ শ্লাঘনীয় কার্য করে, 'আমন্দ্রাণাং গর্জিতানাম্ অবিকলং ফলং লপ্স্যসে' — মৃদুগম্ভীর গর্জনের পূর্ণফল লাভ করবে।

যদি সকাল সকাল মহাকালমন্দিরে পৌঁছও তবে সূর্যাস্ত পর্যন্ত থেকে যেয়ো এবং সন্ধ্যাপূজায় ঢাকের কাজ ক'রে ধন্য হয়ো।

পাদন্যাসৈঃ কণিতরশনাস্তত্র লীলাবধূতৈঃ
রত্নচ্ছায়াখচিতবলিভিশ্চামরৈঃ ক্লান্তহস্তাঃ।
বেশ্যাস্ত্বত্তো নখপদসুখান্ প্রাপ্য বর্ষাগ্রবিন্দূ-
নামোক্ষ্যন্তে ত্বয়ি মধুকরশ্রেণিদীর্ঘান্ কটাক্ষান্ ॥ ৩৮ ॥

সেখানে বেশ্যারা চরণক্ষেপে মেখলা ধ্বনিত ক'রে লীলাসহকারে ক্লান্তহস্তে রত্নপ্রভামণ্ডিতদণ্ড চামর দোলাবে। তাদের অঙ্গের নখক্ষতে তোমার সুখস্পর্শ নবজলবিন্দু পতিত হ'লে তারা তোমার প্রতি ভ্রমরশ্রেণীতুল্য দীর্ঘ কটাক্ষ নিক্ষেপ করবে।

'তত্র' — সেখানে (মহাকালমন্দিরে সন্ধ্যাপূজাকালে), 'পাদন্যাসৈঃ কণিতরশনাঃ' — চরণক্ষেপে যাদের মেখলা ধ্বনিত হচ্ছে এরূপ, 'লীলা-অবধূতৈঃ রত্নচ্ছায়াখচিতবলিভিঃ চামরৈঃ ক্লান্তহস্তাঃ বেশ্যাঃ'— লীলাসহকারে

আন্দোলিত রত্নপ্রভামণ্ডিত দণ্ডযুক্ত চামরের জন্য ক্লান্তহস্তা বেশ্যাগণ (দেবদাসীগণ), 'ত্বত্তঃ'— তোমা হ'তে, 'নখপদসুখান্ বর্ষ-অগ্রবিন্দূন্ প্রাপ্য'— [অঙ্গের] নখক্ষতে সুখস্পর্শ বর্ষার প্রথম বিন্দু পেয়ে, 'ত্বয়ি মধুকরশ্রেণিদীর্ঘান্ কটাক্ষান্ আমোক্ষ্যন্তে'— তোমার প্রতি ভ্রমরপঙ্‌ক্তির ন্যায় দীর্ঘ কটাক্ষ মোচন করবে।

'রত্নচ্ছায়াখচিতবলি'— যার বলি (হাতল) রত্নের ছায়ায় (প্রভায়) মণ্ডিত। 'নখপদ' — পদ— চিহ্ন, আঁচড়। মল্লিনাথ বলেন এই শ্লোকে দৈশিক নৃত্য সূচিত হয়েছে। খড়্গ কন্দুক বস্ত্রাদি দণ্ডিকা চামর স্রক্ বা বীণা ধারণ ক'রে এই নৃত হয়।

পশ্চাদুচ্চৈর্ভুজতরুবনং মণ্ডলেনাভিলীনঃ
সান্ধ্যং তেজঃ প্রতিনবজবাপুষ্পরক্তং দধানঃ।
নৃত্যারম্ভে হর পশুপতেরার্দ্রনাগাজিনেচ্ছাং
শান্তোদ্বেগস্তিমিতনয়নং দৃষ্টভক্তির্ভবান্যা ॥ ৩৯ ॥

তার পর পশুপতির নৃত্যারম্ভে তুমি নববিকশিত জবাপুষ্পের ন্যায় সন্ধ্যার রক্তরাগ ধারণ ক'রে তাঁর উত্তোলিত ভুজস্বরূপ তরুবনের উপর মণ্ডলাকারে ব্যাপ্ত হয়ে তাঁর রক্তার্দ্র গজচর্মের ইচ্ছা নিবৃত্ত ক'রো। ভবানী নিরুদ্বেগে স্তিমিতনয়নে তোমার ভক্তি দেখবেন।

'পশ্চাৎ'— পরে (সন্ধ্যাপূজার পর), 'পশুপতেঃ নৃত্য-আরম্ভে'— শিবের নৃত্য আরম্ভ হ'লে, 'প্রতিনবজবাপুষ্পরক্তং সান্ধ্যং তেজঃ দধানঃ' — নব-বিকশিত জবাপুষ্পের তুল্য রক্তবর্ণ সান্ধ্য কিরণ ধারণ ক'রে, 'উচ্চৈঃ ভুজ-তরুবনং মণ্ডলেন অভিলীনঃ [সন্]'— উত্তোলিত ভুজরূপ তরুবন। শিবের উত্তোলিত বহু হস্ত যা তরুবনতুল্য ; অথবা, উচ্চ বৃক্ষের বন যা শিবের

হস্ততুল্য) মণ্ডলাকারে ব্যাপ্ত ক'রে (আচ্ছন্ন ক'রে), 'ভবান্যা শান্ত-উদ্‌বেগ-স্তিমিতনয়নং দৃষ্টভক্তিঃ [সন্]' — ভবানী কর্তৃক উদ্‌বেগহীন স্তিমিতনয়নে দৃষ্টভক্তি (ভবানী যার ভক্তি দেখছেন এরূপ) হ'য়ে, 'আর্দ্র-নাগ-অজিন-ইচ্ছাং হর' — [শিবের] আর্দ্র (রক্তমাখা) গজচর্মের ইচ্ছা নিবৃত্ত করিও (মিটিও)।

মহাদেব গজাসুর বধ ক'রে তার রক্তাক্ত চর্ম উত্তোলিতহস্তে ধ'রে তাণ্ডব নৃত্য করেছিলেন। মহাকালমন্দিরে তিনি প্রতি সন্ধ্যায় নেচে থাকেন, তখন তাঁর গজাজিন ধারণের অভিলাষ হয়, মেঘ তা পূরণ করবে। 'ভুজতরুবনং' — মল্লিনাথের ব্যাখ্যা — 'ভুজা এব তরবঃ তেষাং বনং'— ভুজরূপ তরুর বন। অন্য অর্থ হ'তে পারে — 'ভুজা ইব তরবঃ তেষাং বনং' — অর্থাৎ নগরীর প্রান্তস্থ বা মন্দিরের নিকটবর্তী উচ্চ বৃক্ষের বন, যা মহাদেবের ভুজস্বরূপ। রক্তাক্ত গজাজিনের পরিবর্তে রক্তবর্ণ মেঘ দেখলে ভবানী ভীত হবেন না, নিরুদ্‌বেগে মেঘের ভক্তি দেখবেন। 'স্তিমিত-নয়ন' — নিশ্চলচক্ষু। 'নাগ'— হস্তী।

গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং
রুদ্ধালোকে নরপতিপথে সূচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ।
সৌদামন্যা কনকনিকষস্নিগ্ধয়া দর্শয়োর্বীং
তোয়োৎসর্গস্তনিতমুখরো মাস্ম ভূর্বিক্লবাস্তাঃ ॥ ৪০ ॥

সেই নগরীতে সূচিভেদ্য অন্ধকারে রুদ্ধদৃষ্টি রাজপথ দিয়ে যে রমণীরা প্রণয়ীর গৃহে যায়, নিকষে কনকরেখার ন্যায় স্নিগ্ধ সৌদামিনীর দ্বারা তাদের পথ দেখিও। বর্ষণ ও গর্জন ক'রো না, তারা ভীরু।

'তত্র' — সেখানে (উজ্জয়িনীতে), 'সূচিভেদ্যৈঃ তমোভিঃ রুদ্ধ-আলোকে

নরপতিপথে' — সূচিভেদ্য (অতিনিবিড়) অন্ধকারে রুদ্ধদৃষ্টি (যাতে দৃষ্টি চলে না এমন) রাজপথে, 'রমণবসতিং গচ্ছন্তীনাং যোষিতা'— প্রণয়ীর গৃহে যারা যাচ্ছে এমন রমণীগণকে (অভিসারিকাগণকে), 'কনকনিকষ স্নিগ্ধয়া সৌদামন্যা উর্বীং দর্শয়' কনকের নিকষরেখার ন্যায় স্নিগ্ধ বিদ্যুৎ দ্বারা ভূমি (পথ) দেখিও। 'তোয়-উৎসর্গস্তনিতমুখরঃ মাস্ম ভূঃ' — বর্ষণ ও গর্জন ক'রে শব্দায়মান হয়ো না, 'তাঃ বিক্লবাঃ'— তারা ভীরু।

'রুদ্ধালোক' — যাতে আলোক (দৃষ্টি) রুদ্ধ হয়েছে। 'সৌদামনী' — সৌদামিনী। 'উর্বী' — পৃথিবী, ভূমি। 'তোযোৎসর্গ' — জলবর্ষণ।

তাং কস্যাঞ্চিদ্ভবনবলভৌ সুপ্তপারাবতায়াং
নীত্বা রাত্রিং চিরবিলসনাৎ খিন্নবিদ্যুৎকলত্রঃ।
দৃষ্টে সূর্যে পুনরপি ভবান্ বাহয়েদধ্বশেষং
মন্দায়ন্তে ন খলু সুহৃদামভ্যুপেতার্থকৃত্যাঃ ॥ ৪১ ॥

বার বার স্ফুরিত হয়ে তোমার বিদ্যুৎপত্নী ক্লান্ত হবে। পারাবতগণ যেখানে সুপ্ত আছে এমন কোনও গৃহের ছাদে সেই রাত্রি যাপন ক'রো। সূর্য উঠলে আবার অবশিষ্ট পথ গমন করবে। সুহৃদের কার্যসাধনের অঙ্গীকার ক'রে কেউ বিলম্ব করে না।

'চিরবিলসনাৎ' — বার বার বিলসন (স্ফুরণ) হেতু, 'খিন্নবিদ্যুৎকলত্রঃ — যার বিদ্যুৎ-পত্নী ক্লান্ত হয়েছে এমন, 'ভবান্'— তুমি, সুপ্তপারাবতায়াং কস্যাঞ্চিৎ ভবনবলভৌ তাং রাত্রিং নীত্বা'— যেখানে পারাবতগণ সুপ্ত আছে এমন কোনও ভবনের ছাদে সেই রাত্রি যাপন ক'রে, 'সূর্যে দৃষ্টে পুনঃ অপি অধ্বশেষং বাহয়েৎ' — সূর্য দৃষ্ট হলে (সূর্য উঠলে) পুনর্বার অবশিষ্ট পথ

গমন করবে। 'সুহৃদাং অভ্যুপেত-অর্থকৃত্যাঃ মন্দায়ন্তে ন খলু'— সুহৃদের কার্যসাধনে অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যক্তিরা বিলম্ব করে না তা নিশ্চয়।

মেঘ তার বিদ্যুৎপত্নীকে সঙ্গে নিয়ে চলবে। 'ভবনবলভী' — গৃহের ছাদ, প্রায় ঢালু চাল বা ছাপ্পর। 'অভ্যুপেত' — অঙ্গীকারবদ্ধ, স্বীকৃত। 'অর্থ' — প্রয়োজন। 'কৃত্য' — কার্য। 'অভ্যুপেতার্থকৃত্য' — প্রয়োজনীয় কার্য করতে অঙ্গীকারবদ্ধ; বহুবচনে — 'কৃত্যাঃ'।

তস্মিন্ কালে নয়নসলিলং যোষিতাং খণ্ডিতানাং
শান্তিং নেয়ং প্রণয়িভিরতো বর্ত্ম ভানোস্ত্যজাশু।
প্রালেয়াশ্রং কমলবদনাৎ সোঽপি হর্তুং নলিন্যাঃ
প্রত্যাবৃত্তস্ত্বয়ি কররুধি স্যাদনল্পাভ্যসূয়ঃ॥ ৪২॥

সেই সময়ে প্রণয়িগণ খণ্ডিতা রমণীদের নয়নসলিল শান্ত করবে, অতএব তুমি সূর্যের পথ শীঘ্র ত্যাগ ক'রো। সূর্যও নলিনীর কমলবদন হ'তে হিম-রূপ অশ্রু দূর করতে আসবেন, তুমি কররোধ করলে তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হবেন।

'তস্মিন্ কালে' — সেই সময়ে (সূর্যোদয়ে), 'প্রণয়িভিঃ খণ্ডিতানাং যোষিতাং নয়নসলিলং শান্তিং নেয়ং' — প্রণয়িগণকর্তৃক (যারা অন্যত্র রাত্রি যাপন ক'রে প্রভাতে গৃহে এসেছে তাদের) খণ্ডিতা রমণীগণের [অভিমান জনিত] নয়নসলিল শান্ত (নিবারিত) হবে। 'অতঃ ভানোঃ বর্ত্ম আশু ত্যজ' — অতএব সূর্যের পথ শীঘ্র ত্যাগ ক'রো (সূর্যকে ঢেকো না)। 'সঃ অপি নলিন্যাঃ কমলবদনাৎ প্রালেয়-অশ্রুং হর্তুং প্রত্যাবৃত্তঃ' — তিনিও (সূর্যও) নলিনীর কমলবদন হ'তে শিশির-রূপ অশ্রু হরণ করতে (দূর করতে) প্রত্যাগত (ফিরে আসবেন)। 'ত্বয়ি কররুধি [সতি] অনল্প-

অভ্যসূয়ঃ স্যাং' — তুমি কররোধ করলে (সূর্যের কিরণ বা হস্ত রোধ করলে) অতিশয় বিদ্বেষযুক্ত (ক্রুদ্ধ) হবেন।

'খণ্ডিতা' — প্রণয়ীর অন্যনারীসঙ্গের জন্য ঈর্ষান্বিতা। 'নলিনী' — যাতে নলিন (পদ্ম) আছে, পদ্মের গাছ।

গম্ভীরায়াঃ পয়সি সরিতশ্চেতসীব প্রসন্নে
ছায়াত্মাপি প্রকৃতিসুভগো লপ্স্যতে তে প্রবেশম্।
তস্মাদস্যাঃ কুমুদবিশদান্যর্হসি ত্বং ন ধৈর্যা-
ন্মোঘীকর্তুং চটুলশফরোদ্বর্তনপ্রেক্ষিতানি ॥ ৪৩ ॥

গম্ভীরা নদীর নির্মল চিত্তের ন্যায় জলে তোমার স্বভাবসুন্দর ছায়ারূপও পড়বে। সেই জলে চটুল শফর লাফাচ্ছে, যেন কুমুদশুভ্র চটুল নয়নে নদী তোমাকে দেখছে। অতএব নদীর সেই চাহনি তুমি ধৈর্যধারণ করে বিফল ক'রো না।

'গম্ভীরায়াঃ সরিতঃ প্রসন্নে চেতসি ইব পয়সি' — গম্ভীরা নদীর প্রসন্ন (নির্মল) চিত্তের ন্যায় জলে, 'তে প্রকৃতিসুভগং ছায়া-আত্মা অপি প্রবেশং লপ্স্যতে' — তোমার স্বভাবসুন্দর ছায়ারূপও প্রবেশ লাভ করবে। 'তস্মাৎ' — অতএব, 'অস্যাঃ কুমুদবিশদানি চটুলশফর-উদ্বর্তন-প্রেক্ষিতানি' — এর (এই নদীর) চটুল শফরের উল্লম্ফন-রূপ চটুল দৃষ্টি (চাহনি), 'ত্বং ধৈর্যাৎ মোঘীকর্তুং ন অর্হসি' — তুমি ধৈর্যধারণ ক'রে বিফল করতে পার না (বিফল করা তোমার উচিত নয়)।

'ছায়াত্মা অপি' — মেঘের ইচ্ছা না থাকলেও গম্ভীরার সঙ্গে তার ছায়ারূপে মিলন হবে, অতএব বৃথা সংযমের চেষ্টা ক'রে নদীর প্রতীক্ষা বিফল করা তার উচিত হবে না। 'শফর' — পুঁটিমাছ (স্ত্রীলিঙ্গে শফরী), চক্ষুর উপমান।

তস্যাঃ কিঞ্চিৎ করধৃতমিব প্রাপ্তবানীরশাখং
হৃত্বা নীলং সলিলবসনং মুক্তরোধোনিতম্বম্।
প্রস্থানং তে কথমপি সখে লম্বমানস্য ভাবি
জ্ঞাতাস্বাদো বিবৃতজঘনাং কো বিহাতুং সমর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

বেতসশাখা জলের উপর হেলে পড়েছে, যেন নদী হাত দিয়ে তার বসন কিঞ্চিৎ ধরে আছে। সখে, সেই নীল সলিলবসন সরিয়ে তট-রূপ নিতম্ব মুক্ত ক'রে উপরে লম্বমান হ'লে তুমি কি ক'রে প্রস্থান করবে? আস্বাদ পেয়ে উন্মুক্তজঘনাকে কে পরিত্যাগ করতে পারে?

'সখে', 'প্রাপ্তবানীরশাখং' — বেতসশাখা যাতে ঠেকছে, 'কিঞ্চিৎ করধৃতং ইবং' — যেন [নদীর] হস্তদ্বারা ঈষৎ ধৃত, 'মুক্তরোধঃ-নিতম্বং'— যার দ্বারা তটরূপ নিতম্ব মুক্ত হয়েছে, 'তস্যাঃ নীলং সলিলবসনং হৃত্বা' — তার (গম্ভীরার) নীল সলিল-রূপ বসন হরণ ক'রে (সরিয়ে), 'লম্বমানস্য তে প্রস্থানং কথম্ অপি ভাবি' — লম্বমান (নদীর উপর পতিত বা বিস্তৃত) তোমার প্রস্থান কি ক'রে সম্ভব হবে? (অর্থাৎ অতি কষ্টে যেতে পারবে)। 'জ্ঞাত-আস্বাদঃ কঃ বিবৃতজঘনাং বিহাতুং সমর্থঃ' — যে স্বাদ জেনেছে এমন কোন্ ব্যক্তি উন্মুক্তজঘনাকে ছাড়তে সমর্থ?

'রোধঃ'—তীর।

ত্বন্নিষ্যন্দোচ্ছ্বসিতবসুধাগন্ধসম্পর্করম্যঃ
স্রোতোরন্ধ্রধ্বনিতসুভগং দন্তিভিঃ পীয়মানঃ।
নীচৈর্বাস্যত্যুপজিগমিষোর্দেবপূর্বং গিরিং তে
শীতো বায়ুঃ পরিণময়িতা কাননোদুম্বরাণাম্ ॥ ৪৫ ॥

তুমি যখন দেবগিরি অভিমুখে যাবে, তোমার বর্ষণে উচ্ছ্বসিত বসুধার গন্ধযোগে রমণীয় শীতল বায়ু তোমাকে ধীরে বীজন করবে। হস্তিগণ নাসারন্ধ্রের মনোহর ধ্বনি ক'রে তা আঘ্রাণ করবে। ঐ বায়ুতে বন্য উদুম্বর পরিপক্ব হয়।

'ত্বৎ-নিষ্যন্দ-উচ্ছ্বসিতবসুধাগন্ধসম্পর্করম্যঃ' — তোমার বর্ষণে উচ্ছ্বসিত ভূমির (মৃত্তিকার) গন্ধসংযোগে রম্য, 'দন্তিভিঃ স্রোতঃ-রন্ধ্র-ধ্বনিতসুভগং পীযমানঃ' — হস্তিগণকর্তৃক নাসারন্ধ্রের ধ্বনিসহকারে আঘ্রাযমাণ, সেজন্য মনোরম, 'কানন-উদুম্বরাণাং পরিণময়িতা শীতঃ বায়ুঃ' — যাতে বন্য উদুম্বর-সমূহ পরিপক্ব হয় এমন শীতল বায়ু, 'দেবপূর্বং গিরিম্ উপজিগমিষোঃ তে নীচৈঃ বাস্যতি'— দেবগিরি যেতে ইচ্ছুক তোমাকে ধীরে বীজন করবে।

'নিষ্যন্দ' — স্রাব, বর্ষণ। 'উচ্ছ্বসিত' — মল্লিনাথের অর্থ —উপবৃংহিত, অর্থাৎ বর্ধিত ; নিঃশ্বসিত, exhaled অর্থ অধিকতর সংগত মনে হয়। উজ্জীবিত, refreshed, অথবা শিথিলীভূত, loosened অর্থও অভিধান-সম্মত। 'স্রোতঃ' — ইন্দ্রিয়, অর্থাৎ নাসিকা। 'পীয়মান' — যা সাগ্রহে শোঁকা হচ্ছে বা শ্বাসরূপে নেওয়া হচ্ছে। 'উদুম্বর' — ডুমুর। 'দেবপূর্ব গিরি' — যে গিরির নামের পূর্বে দেব-শব্দ আছে, দেবগিরি।

তত্র স্কন্দং নিয়তবসতিং পুষ্পমেঘীকৃতাত্মা
পুষ্পাসারৈঃ স্নপয়তু ভবান্ ব্যোমগঙ্গাজলার্দ্রৈঃ।
রক্ষাহেতোর্নবশশিভৃতা বাসবীনাং চমূনা-
মত্যাদিত্যং হুতবহমুখে সম্ভৃতং তদ্ধি তেজঃ ॥ ৪৬ ॥

সেখানে কার্তিকেয় নিয়ত বাস করেন। তুমি পুষ্পমেঘের রূপ ধারণ করে স্বর্গগঙ্গার জলে আর্দ্র পুষ্পধারায় তাঁকে স্নান করাবে। তিনি বাসবের

সেনা রক্ষার জন্য শিবকর্তৃক অগ্নিমুখে নিহিত তেজঃস্বরূপ এবং আদিত্য অপেক্ষাও প্রভাবান্।

'তত্র পুষ্পমেঘীকৃত-আত্মা ভবান্ ব্যোমগঙ্গাজল-আর্দ্রৈঃ পুষ্প-আসারৈঃ' — সেখানে (দেবগিরিতে) নিজেকে পুষ্পমেঘে রূপান্তরিত ক'রে তুমি আকাশগঙ্গার জলে আর্দ্র পুষ্পধারায়, 'নিয়তবসতিং স্কন্দং স্নপয়তু' — নিয়তবাসী কার্তিকেয়কে স্নান করাবে। 'তৎ বাসবীনাং চমূনাং রক্ষা-হেতোঃ নবশশিভৃতা হুতবহমুখে সম্ভৃতং অতি-আদিত্যং তেজঃ হি' — তিনি ইন্দ্রের সেনা রক্ষাহেতু বালেন্দুধর (শিব) কর্তৃক হুতাশনমুখে (অগ্নি-মুখে) নিহিত সূর্য-অতিক্রমকারী তেজ (সূর্য অপেক্ষাও তেজস্বী)।

'নবশশিভৃৎ' — যিনি শশিকলা ধারণ করেন, শিব। 'হুতবহ' — যিনি আহুতি বহন করেন, অগ্নি। 'সম্ভৃত' — মল্লিনাথের অর্থ — সঞ্চিত। নিহিত বা দত্ত অর্থও অভিধানসম্মত। 'হি' — নিশ্চয়ার্থক। প্রবাদ — শিববীর্য কপোতরূপী অগ্নির মুখে পতিত হয় এবং অগ্নি তা গঙ্গায় নিক্ষেপ করলে ষট্‌কৃত্তিকা তদ্দ্বারা গর্ভিণী হন। অন্য প্রবাদ শিববীর্য গঙ্গাকর্তৃক শরবণে নিক্ষিপ্ত হয় এবং কৃত্তিকাগণ সেইখানে কার্তিকেয়কে পালন করেন।

জ্যোতির্লেখাবলয়ি গলিতং যস্য বর্হং ভবানী
পুত্রপ্রেম্ণা কুবলয়দলপ্রাপিকর্ণে করোতি।
ধৌতাপাঙ্গং হরশশিরুচা পাবকেস্তং ময়ূরং
পশ্চাদদ্রিগ্রহণগুরুভির্গর্জিতৈর্নর্তয়েথাঃ ॥ ৪৭ ॥

তার পর তুমি পর্বতে প্রতিধ্বনিত গুরুগর্জনে কার্তিকেয়ের ময়ূরকে নাচাবে। তার অপাঙ্গ শিবের মস্তকনিঃসৃত চন্দ্রকিরণে ধবলিত। পুত্রের

প্রতি স্নেহবশত ভবানী তার দেহচ্যুত জ্যোতির্লেখামণ্ডিত বর্হ কুবলয়দল-শোভিত কর্ণে ধারণ করেন।

'যস্য গলিতং জ্যোতিঃ-লেখা-বলয়ি বর্হং' — যার স্খলিত (দেহচ্যুত) জ্যোতিলেখামণ্ডিত পালক, 'ভবানী পুত্রপ্রেম্ণা কুবলয়দলপ্রাপি কর্ণে করোতি' — ভবানী পুত্রস্নেহবশত (কার্তিকেয়ের ময়ূর এজন্য) কুবলয়-দলশোভিত কর্ণে ধারণ করেন· 'হরশশিরুচা ধৌত-অপাঙ্গং·— শিবের [মস্তকনিঃসৃত] চন্দ্রকিরণে যার অপাঙ্গ (নয়নকোণ) ধৌত (ধবলিত) হয়েছে এরূপ, 'পাবকেঃ তং ময়ূরং' — কার্তিকেয়ের সেই ময়ূরকে, 'পশ্চাৎ' — তার পর (কার্তিকেয়কে স্নান করাবার পর), 'অদ্রিগ্রহণগুরু ভিঃ গর্জিতৈঃ নর্তয়েথাঃ'—পর্বতে গৃহীত (প্রতিধ্বনিত) হওয়ায় যা গম্ভীর (resonant) হয়েছে এমন গর্জন দ্বারা [তুমি] নাচাবে।

'কুবলয়দলপ্রাপিকর্ণে করোতি'— মল্লিনাথ দুইপ্রকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন (১) কর্ণে কুবলয়দলের সহিত সংযুক্ত করেন : (২) কুবলয়দল যার যোগ্য ভূষণ সেই কর্ণে পরেন, অর্থাৎ কুবলয়দল পরিহার ক'রে ময়ূরের পালক পরেন। কুবলয়দল' — পদ্মের (বা নীলপদ্মের) পাপড়ি। 'হরশশিরুচা' — শিবের চন্দ্রের দীপ্তির দ্বারা। 'পাবকি' — (পাবকজাত) কার্তিকেয়।

আরাধ্যৈনং শরবণভবং দেবমুল্লঙ্ঘিতাধ্বা
সিদ্ধদ্বন্দ্বৈর্জলকণভয়াদ্‌বীণিভির্মুক্তমার্গঃ।
ব্যালম্বেথাঃ সুরভিতনয়ালম্ভজাং মানয়িষ্যন্
স্রোতোমূর্ত্যা ভুবি পরিণতাং রন্তিদেবস্য কীর্তিম্‌॥ ৪৮॥

শরবণজাত সেই কার্তিকেয়দেবকে আরাধনা ক'রে তুমি পথযাত্রা করবে। বীণাধারী সিদ্ধদম্পতিগণ জলকণার ভয়ে তোমার পথ ছেড়ে

দেবে। রন্তিদেবের গোমেধযজ্ঞের কীর্তি যা ভূতলে নদীরূপে পরিণত হয়েছে, তার সম্মাননার জন্য তুমি তাতে অবতরণ করবে।

'শরবণভবং এনং দেবং আরাধ্য' — শরের বনে জাত এই দেবকে (কার্তিকেয়কে) আরাধনা ক'রে, 'জলকণভয়াৎ বীণিভিঃ সিদ্ধদ্বন্দ্বৈঃ মুক্তমার্গঃ উল্লঙ্ঘিত-অধ্বা [সন্]' — জলকণার ভয়ে বীণাধারী সিদ্ধদম্পতিগণ-কর্তৃক মুক্তমার্গ হয়ে, পথ অতিক্রম ক'রে, 'সুরভিতনয়-আলম্ভজাং ভুবি স্রোতঃ-মূর্ত্যা পরিণতাং রন্তিদেবস্য কীর্তিং' — সুরভিতনয়গণের (গোগণের) বধজন্য জাত ভূতলে নদীর মূর্তিতে পরিণত রন্তিদেবের কীর্তিকে, 'মানয়িষ্যন্' — মাননার উদ্দেশ্যে (কীর্তির সম্মাননিমিত্ত), 'ত্বং ব্যালম্বেথাঃ'— তুমি [ঐ নদীতে] অবতরণ করবে।

'শরবণভব'— ৬ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। 'সুরভি' — দেবধেনু অথবা গরু। 'আলম্ভ' বধ। 'সুরভিতনযালম্ভজা'— গোমেধযজ্ঞজাতা। রন্তিদেব দশপুরের রাজা। তাঁর গোমেধযজ্ঞে নিহত পশুর চর্মস্তূপ হ'তে যে রক্ত প্রবাহিত হয়েছিল তাই চর্মণ্বতী নদী, আধুনিক চম্বল।

ত্বয্যাদাতুং জলমবনতে শার্ঙ্গিণো বর্ণচৌরে
তস্যাঃ সিন্ধোঃ পৃথুমপি তনুং দূরভাবাৎ প্রবাহম্।
প্রেক্ষিষ্যন্তে গগনগতয়ো নূনমাবর্জ্য দৃষ্টী-
রেকং মুক্তাগুণমিব ভুবঃ স্থূলমধ্যেন্দ্রনীলম্ ॥ ৪৯ ॥

তুমি শার্ঙ্গীর (শ্রীকৃষ্ণের) বর্ণচোর : যখন জলগ্রহণের জন্য অবনত হবে তখন আকাশচারিগণ নিম্নে দৃষ্টিপাত ক'রে দেখবে — ঐ নদীর বিপুল প্রবাহ দূরত্বহেতু ক্ষীণ, যেন পৃথিবীর একগাছি মুক্তাহার, তার মধ্যমণি একটি স্থূল ইন্দ্রনীল।

'শার্ঙ্গিণঃ বর্ণচৌরে ত্বয়ি জলম্ আদাতুম্ অবনতে [সতি]' —শার্ঙ্গধর কৃষ্ণের বর্ণচোর তুমি জলগ্রহণের জন্য অবনত হ'লে (তোমার শ্যামকান্তি নদীমধ্যে পড়লে), 'গগনগতয়ঃ দৃষ্টীঃ আবর্জ্য' — গগনচারিগণ (সিদ্ধ প্রভৃতি) দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে, 'তস্যাঃ সিন্ধোঃ' — সেই নদীর (চর্মণ্বতীর), 'পৃথুম্ অপি দূরভাবাৎ তনুং প্রবাহং' — বিপুল হলেও দূরত্বহেতু ক্ষীণ (ক্ষীণরূপে প্রতীত) প্রবাহ, 'স্থূল-মধ্য-ইন্দ্রনীলং ভুবঃ একং মুক্তাগুণম্ ইব নূনং প্রেক্ষিষ্যন্তে' স্থূল ইন্দ্রনীল রত্নের মধ্যমণিযুক্ত পৃথিবীর একগাছি মুক্তাহারের ন্যায় নিশ্চয় দেখবে।

'শার্ঙ্গী' — যিনি শার্ঙ্গ (শৃঙ্গনির্মিত) ধনু ধারণ করেন, কৃষ্ণ। 'বর্ণ-চৌর' — বর্ণচোর, কৃষ্ণের শ্যামকান্তি যে চুরি করেছে, কৃষ্ণতুল্য শ্যামকান্তি। 'ইন্দ্রনীল' — নীলকান্তমণি, নীলা। 'একং' — মল্লিনাথের অর্থ — 'এক-যষ্টিকং' অর্থাৎ একনরী।

তামুত্তীর্য ব্রজ পরিচিতভ্রূলতাবিভ্রমাণাং
পক্ষ্মোৎক্ষেপাদুপরিবিলসৎকৃষ্ণসারপ্রভাণাম্।
কুন্দক্ষেপানুগমধুকরশ্রীমুষামাত্মবিম্বং
পাত্রীকুর্বন্ দশপুরবধূনেত্রকৌতূহলানাম্ ॥ ৫০ ॥

ঐ নদী উত্তীর্ণ হয়ে গমন করবে। ভ্রূবিলাসনিপুণা দশপুরবধূগণ নেত্ররোমাবলী উৎক্ষিপ্ত ক'রে উপরে চেয়ে কৌতূহলদৃষ্টিতে তোমাকে দেখবে। তাদের কৃষ্ণশুভ্র নয়ন সঞ্চালিত কুন্দকুসুমের প্রতি ধাবমান মধুকরতুল্য সুন্দর।

'তাম্ উত্তীর্য' — তা (চর্মণ্বতী নদী) পার হ'য়ে, 'আত্মবিম্বং' — নিজের আকারকে, 'পরিচিতভ্রূলতাবিভ্রমাণাং' — ভ্রূলতার বিলাসে

অভ্যস্তা, 'পক্ষ্ম-উৎক্ষেপাৎ-উপরিবিলসৎ-কৃষ্ণসারপ্রভাণাং' — নেত্রলোমের উৎক্ষেপহেতু যাদের (চক্ষুর) উপরিভাগ কৃষ্ণশুভ্র প্রভাযুক্ত হয়েছে এমন, 'কুন্দক্ষেপ-অনুগ-মধুকরশ্রীমুষাং' — কুন্দপুষ্পের সঞ্চালন-অনুগামী ভ্রমরের শোভা হরণকারী (আন্দোলিত কুন্দকুসুমের প্রতি ধাবমান ভ্রমরের ন্যায় সুন্দর), 'দশপুরবধূনেত্রকৌতূহলানাং' — দশপুর নগরের বধূগণের নেত্র-কৌতূহলের, 'পাত্রীকুর্বন্ ব্রজ' — বিষয়ীভূত ক'রে গমন কর।

এই সমাসবহুল শ্লোকটির বিশ্লেষ করলে এই ব্যাখ্যা হয়। — তুমি চর্মণ্বতী পার হয়ে চলতে থাকবে। তোমার বিম্ব (image) দশপুর-বাসিনীদের নয়নে পতিত হবে। তারা ভ্রূবিলাসে নিপুণা। চোখের পাতা মেলে উপরে চেয়ে কৌতূহলপূর্ণ নয়নে তারা তোমাকে দেখবে। তাদের চঞ্চল শুভ্র নয়নে কৃষ্ণতারকা শোভা পাবে, যেন ভ্রমর আন্দোলিত কুন্দ-কুসুমের অনুসরণ করছে। 'সার' বা 'শার' শব্দের অর্থ কৃষ্ণ-রক্ত-শ্বেত, অথবা নানাবর্ণযুক্ত। মল্লিনাথ অনেক যুক্তি দিয়ে বলেছেন 'কৃষ্ণসার' অর্থে কৃষ্ণ-প্রধান শুক্ল বুঝতে হবে। কিন্তু সরল অর্থ কৃষ্ণসার হরিণ (antelope অথবা gazelle) ধরা যেতে পারে, অবশ্য কৃষ্ণশুক্ল অর্থও ধ্বনিত হচ্ছে। 'দশপুর' মল্লিনাথের মতে রন্তিদেবের নগর, আধুনিক মান্দাশোর।

ব্রহ্মাবর্তং জনপদমথচ্ছায়য়া গাহমানঃ
ক্ষেত্রং ক্ষত্রপ্রধনপিশুনং কৌরবং তদ্ ভজেথাঃ।
রাজন্যানাং শিতশরশতৈর্যত্র গাণ্ডীবধন্বা
ধারাপাতৈস্ত্বমিব কমলান্যভ্যবর্ষন্মুখানি ॥ ৫১ ॥

অনন্তর ছায়ারূপে ব্রহ্মাবর্ত জনপদে প্রবিষ্ট হয়ে ক্ষত্রগণের যুদ্ধ-চিহ্নযুক্ত সেই কুরুক্ষেত্রে যাবে। তুমি যেমন কমলসমূহের উপর ধারাবর্ষণ

কর সেইরূপ অর্জুন যেখানে রাজন্যগণের মুখে শত শত শানিত শর বর্ষণ করেছিলেন।

'অথ ব্রহ্মাবর্তং জনপদং ছায়য়া গাহমানঃ [সন্]' — অনন্তর ব্রহ্মাবর্ত জনপদে ছায়াদ্বারা প্রবিষ্ট হয়ে (সেখানে ছায়া ফেলে), 'ক্ষত্রপ্রধনপিশুনং তং কৌরবং ক্ষেত্রং ভজেথাঃ' — ক্ষত্রগণের যুদ্ধসূচক (যুদ্ধের চিহ্নময়) সেই (প্রসিদ্ধ) কুরুক্ষেত্রে যাবে। 'যত্র গাণ্ডীবধন্বা — যেখানে গাণ্ডীবধারী (অর্জুন), 'ত্বং ধারাপাতৈঃ কমলানি ইব' — তুমি যেমন ধারাপাতে (বর্ষণ দ্বারা) কমলসমূহ [অভিবর্ষিত কর সেইরূপ], 'শিতশরশতৈঃ রাজন্যানাং মুখানি অভ্যবর্ষং'— শানিত শত শত শরদ্বারা রাজন্যগণের মুখ অভিবর্ষিত (মুখের দিকে শরবর্ষন) করেছিলেন।

'প্রধন' — যুদ্ধ অথবা নিধন। 'পিশুন' — সূচক, খ্যাপক। 'রাজন্যানাং' — ক্ষত্রিয় অথবা নৃপতিগণের।

হিত্বা হালামভিমতরসাং রেবতীলোচনাঙ্কাং
বন্ধুপ্রীত্যা সমরবিমুখো লাঙ্গলী যাঃ সিষেবে।
কৃত্বা তাসামভিগমমপাং সৌম্য সারস্বতীনা-
মন্তঃশুদ্ধস্ত্বমসি ভবিতা বর্ণমাত্রেণ কৃষ্ণঃ ॥ ৫২ ॥

হে সৌম্য, আত্মীয়প্রীতিবশত সমরবিমুখ বলরাম রেবতীর নয়ন-প্রতিবিম্বযুক্ত সুস্বাদু সুরা ত্যাগ ক'রে যা পান করতেন সেই সরস্বতী নদীর জল সেবন ক'রে তুমি অন্তরে শুদ্ধ হবে, কেবল বর্ণেই কৃষ্ণ থাকবে।

'সৌম্য', 'বন্ধুপ্রীত্যা সমরবিমুখঃ লাঙ্গলী' — আত্মীয়প্রীতিবশত (কুরুপাণ্ডব উভয় আত্মীয়ের প্রতি স্নেহজন্য) সমরবিমুখ লাঙ্গলী বলরাম, 'অভিমতরসাং' — অভীষ্টস্বাদযুক্ত (তাঁর প্রিয় পানীয়), 'রেবতীলোচন-

অঙ্কাং'— রেবতীর নয়নের প্রতিবিম্বযুক্ত, 'হালাং হিত্বা যাঃ সিষেবে' — সুরা পরিহার ক'রে যা সেবা (পান) করতেন, 'তাসাং সারস্বতীনাম্ অপাম্ অভিগমং কৃত্বা' — সেই সরস্বতী নদীর জল সেবন ক'রে, 'ত্বম্ অন্তঃশুদ্ধঃ ভবিতা অসি, বর্ণমাত্রেণ কৃষ্ণঃ' — তুমি অন্তরে পবিত্র হবে, কেবল বর্ণেই কৃষ্ণ [থাকবে]।

বোধ হয় বলরাম তাঁর পত্নী রেবতীর সঙ্গে একত্র মদ্যপান করতেন। 'সৌম্য' — সুন্দর, সুভগ, বা সাধু। 'অপাম্' — অপ্-শব্দ নিত্য-বহুবচনান্ত স্ত্রীলিঙ্গ।

তস্মাদ্ গচ্ছেরনুকনখলং শৈলরাজাবতীর্ণাং
জহ্নোঃ কন্যাং সগরতনয়স্বর্গসোপানপঙ্‌ক্তিম্।
গৌরীবক্ত্রভ্রুকুটিরচনাং যা বিহস্যেব ফেনৈঃ
শম্ভোঃ কেশগ্রহণমকরোদিন্দুলগ্নোর্মিহস্তা ॥ ৫৩ ॥

সেখান থেকে কনখলের কাছে হিমালয় হ'তে অবতীর্ণা জাহ্নবীর নিকট উপস্থিত হবে — যিনি সগরতনয়গণের স্বর্গারোহণের সোপানপঙ্‌ক্তিরূপা, যিনি গৌরীর বদনের ভ্রুকুটি যেন ফেনদ্বারা উপহাস ক'রে উর্মিরূপ হস্ত চন্দ্রে লগ্ন ক'রে শম্ভুর কেশ গ্রহণ করেছিলেন।

'তস্মাৎ অনুকনখলং শৈলরাজ-অবতীর্ণাং সগরতনয়স্বর্গসোপানপঙ্‌ক্তিং জহ্নোঃ কন্যাং গচ্ছেঃ' -- সেখান (কুরুক্ষেত্র) থেকে কনখলের কাছে হিমালয় হ'তে অবতীর্ণা সগরতনয়গণের স্বর্গারোহণের সোপানপঙ্‌ক্তিস্বরূপা জহ্নু-কন্যায় যাবে (গঙ্গার নিকট উপস্থিত হবে), 'যা গৌরীবক্ত্রভ্রুকুটিরচনাং ফেনৈঃ বিহস্য ইব' — যিনি (গঙ্গা) গৌরীর বদনের ভ্রুকুটিপ্রকাশ ফেনদ্বারা (ফেনরূপ হাস্যদ্বারা) যেন উপহাস ক'রে, 'ইন্দুলগ্ন-উর্মিহস্তা [সতী]' — যাঁর

ঊর্মিরূপ হস্ত [শিবের ললাটস্থ] চন্দ্রে লগ্ন এরূপ হয়ে, 'শম্ভোঃ কেশগ্রহণম্ অকরোৎ' — শম্ভুর কেশ গ্রহণ করেছিলেন (অর্থাৎ শিবের মস্তকে পতন-কালে তাঁর কপালের চন্দ্র এবং জটা ঊর্মিরূপ হস্তদ্বারা ধরেছিলেন)।

গৌরীর ভ্রুকুটি — সপত্নী গঙ্গার প্রতি ঈর্ষার জন্য। 'বিহস্যেব ফেনৈঃ' ৬১ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

তস্যাঃ পাতুং সুরগজ ইব ব্যোম্নি পশ্চার্ধলম্বী
ত্বঞ্চেদচ্ছস্ফটিকবিশদং তর্কয়েস্তির্যগম্ভঃ।
সংসর্পন্ত্যা সপদি ভবতঃ স্রোতসি চ্ছায়য়াসৌ
স্যাদস্থানোপগতযমুনাসংগমেবাভিরামা ॥ ৫৪ ॥

সুরগজের ন্যায় আকাশে পশ্চাদ্‌ভাগদ্বারা লম্বমান হয়ে যদি তুমি সেই গঙ্গার স্বচ্ছ স্ফটিকশুভ্র জল তির্যগ্‌ভাবে পান কর তবে তোমার ছায়া স্রোতে বিস্তারিত হয়ে তখনই অস্থানে গঙ্গাযমুনাসংগমের শোভা হবে।

'সুরগজঃ ইব' — সুরগজের ন্যায়, 'ব্যোম্নি পশ্চার্ধলম্বী [সন্]' — আকাশে পশ্চার্ধদ্বারা লম্বমান হয়ে (দেহের পশ্চাদ্‌ভাগ আকাশে রেখে সম্মুখভাগ জলে লম্বিত ক'রে), 'চেৎ ত্বং তস্যাঃ অচ্ছ-স্ফটিকবিশদম্ অম্ভঃ তির্যক্ পাতুং তর্কয়েঃ' — যদি তুমি তার (গঙ্গার) স্বচ্ছ স্ফটিকশুভ্র জল তির্যগ্‌ভাবে পান করা স্থির কর (অর্থাৎ যদি পান কর), 'তদা স্রোতসি সংসর্পন্ত্যা ভবতঃ ছায়য়া' — তবে স্রোতে বিস্তারিত তোমার ছায়াদ্বারা, 'সপদি' — তখনই, 'অসৌ অস্থান-উপগতযমুনাসংগমা ইব অভিরামা স্যাৎ' — সে (গঙ্গা) যেন অস্থানে যমুনাসংগম পেয়েছে এরূপ মনোহর হবে।

'সুরগজ' — মল্লিনাথের অর্থ — কোনও এক দিগ্‌গজ অর্থাৎ ঐরাবত পুণ্ডরীক প্রভৃতি অষ্টহস্তীর এক। 'অচ্ছ'—transparent ; সু-অচ্ছ--

স্বচ্ছ। 'তির্যক্'—বক্রভাবে, obliquely ; অথবা আড়দিকে, নদীপ্রবাহের সমকোণে থেকে, crosswise।

আসীনানাং সুরভিতশিলং নাভিগন্ধৈর্মৃগাণাং
তস্যা এব প্রভবমচলং প্রাপ্য গৌরং তুষারৈঃ।
বক্ষ্যস্যধ্বশ্রমবিনয়নে তস্য শৃঙ্গে নিষণ্ণঃ
শোভাং শুভ্রত্রিনয়নবৃষোৎখাতপঙ্কোপমেয়াম্॥ ৫৫ ॥

গঙ্গার উৎপত্তি স্থান হিমালয়ে এসে তুমি পথশ্রম অপনয়ন ক'রো। সেই স্থান তুষারে শুভ্র, কস্তূরীমৃগের উপবেশনজন্য সেখানকার শিলা সুরভিত। তুমি সেই পর্বতের শৃঙ্গে বসলে শিবের শ্বেতবৃষের শৃঙ্গে উৎখাত পঙ্কের তুল্য শোভা ধারণ করবে।

'আসীনানাং মৃগাণাং নাভিগন্ধৈঃ সুরভিতশিলং' উপবিষ্ট মৃগগণের (কস্তূরীমৃগের) নাভিগন্ধে যার শিলা সুরভিত, 'তুষারৈঃ গৌরং' তুষারে শুভ্র, 'তস্যাঃ এব প্রভবম্ অচলং প্রাপ্য' — তারই উৎপত্তিস্থানস্বরূপ পর্বত প্রাপ্ত হয়ে (পৌঁছে), 'অধ্বশ্রমবিনয়নে তস্য শৃঙ্গে নিষণ্ণঃ [সন্]' — পথ-শ্রম-অপনয়নকারী তার শৃঙ্গে উপবিষ্ট হয়ে, 'ত্বং শুভ্রত্রিনয়নবৃষ-উৎখাত-পঙ্ক-উপমেয়াং শোভাং বক্ষ্যসি' — তুমি ত্রিলোচনের শুভ্র বৃষকর্তৃক উৎখাত (অর্থাৎ বৃষের শৃঙ্গে লগ্ন) কর্দমের তুল্য শোভা বহন (ধারণ) করবে।

'তস্যাঃ এব প্রভবম্' গঙ্গারই উৎপত্তিস্থান, অর্থাৎ পিতা হিমালয় ; মেঘ যার জলপান করবে তারই পিত্রালয়ে বিশ্রাম করবে।

তঞ্চেদ্বায়ৌ সরতি সরলস্কন্ধসংঘট্টজন্মা
বাধেতোল্কাক্ষপিতচমরীবালভারো দবাগ্নিঃ।

অর্হস্যেনং শময়িতুমলং বারিধারাসহস্রৈ-
রাপন্নার্তিপ্রশমনফলাঃ সম্পদো হ্যুত্তমানাম্॥ ৫৬

যদি বায়ু বইতে থাকে এবং সরলবৃক্ষের স্কন্ধঘর্ষণে উৎপন্ন দাবাগ্নি চমরীর কেশভার স্ফুলিঙ্গে দগ্ধ ক'রে হিমালয়ে উপদ্রব সৃষ্টি করে, তবে তা সহস্রবারিধারাপাতে সর্বতোভাবে নির্বাপিত ক'রো। কারণ, মহৎ ব্যক্তির ঐশ্বর্য আপন্নের আর্তিনিবারণ করলেই সফল হয়।

'বায়ৌ সরতি [সতি]'— বায়ু বইলে, 'সরলস্কন্ধসংঘট্টজন্মা'—সরলবৃক্ষের স্কন্ধঘর্ষণে জাত, 'উল্কাক্ষপিতচমরীবালভার' — যার স্ফুলিঙ্গে চমরীর লোমরাশি দগ্ধ হয় এমন, 'দবাগ্নি চেৎ তং বাধেত' -- দাবাগ্নি যদি তাকে (হিমালয়কে) উৎপীড়িত করে, '[তদা] বারিধারাসহস্রৈঃ এনম্ অলং শময়িতুম্ অর্হসি' — তবে সহস্রবারিধারায় তা (ঐ অগ্নিকে) সর্বতোভাবে শান্ত (নির্বাপিত) করা তোমার কর্তব্য। 'হি, উত্তমানাং সম্পদঃ আপন্ন-আর্তিপ্রশমনফলাঃ' — কারণ, উত্তম (মহৎ) ব্যক্তিগণের সম্পদ (ঐশ্বর্য বা ক্ষমতা) আপদ্‌গ্রস্তের আর্তি (পীড়া, কষ্ট) নিবারণ করলেই সার্থক হয়।

'সরল' — চির গাছ, pine জাতীয়; মল্লিনাথ অর্থ দিয়েছেন—দেবদারু, cedar জাতীয়। 'স্কন্ধ' — গাছের গুঁড়ি। 'উল্কা' — স্ফুলিঙ্গ। 'ক্ষপিত' — দগ্ধ। 'চমরী' — yak।

যে সংরম্ভোৎপতনরভসাঃ স্বাঙ্গভঙ্গায় তস্মিন্
মুক্তাধ্বানং সপদি শরভা লঙ্ঘয়েয়ুর্ভবন্তম্।
তান্ কুর্বীথাস্তুমুলকরকাবৃষ্টিপাতাবকীর্ণান্
কে বা ন স্যুঃ পরিভবপদং নিষ্ফলারম্ভযত্নাঃ॥ ৫৭॥

তুমি পথ ছেড়ে দিলেও যদি সেখানকার শরভসকল সরোষে বেগে লাফিয়ে তোমাকে আক্রমণ করে, তবে তাদের নিজেরই অঙ্গ ভগ্ন হবে। তখনই তুমুল শিলাবৃষ্টিদ্বারা তাদের বিক্ষিপ্ত ক'রো। নিষ্ফল কর্মের চেষ্টা করলে কে বা পরাভূত না হয়।

'তস্মিন্' — সেখানে (হিমালয়ে), 'সংরম্ভ-উৎপতনরভসাঃ'— রোষহেতু উৎপতনের বেগযুক্ত (সরোষে লম্ফমান), 'যে শরভা.' — যেসকল শরভ, 'স্ব-অঙ্গভঙ্গায়'— নিজ অঙ্গের ভঙ্গের নিমিত্ত, 'মুক্ত-অধ্বানং'— যার দ্বারা পথ মুক্ত হয়েছে এমন (তুমি শরভের পথ ছেড়ে দিলেও), 'ভবন্তং লঙ্ঘয়েয়ুঃ' —তোমাকে যদি আক্রমণ করে, 'সপদি' — তখনই, 'তান্ তুমুলকরকাবৃষ্টি-পাত-অবকীর্ণান্ কুর্বীথাঃ'— তাদের তুমুল শিলাবৃষ্টিপাতদ্বারা বিক্ষিপ্ত (বা চূর্ণিত) ক'রো। 'নিষ্ফল-আরম্ভযত্নাঃ কে বা পরিভবপদং ন স্যুঃ' — নিষ্ফল কার্যে যত্নবান্ (অসাধ্য কর্মে চেষ্টিত) কে বা পরাভবের অবস্থা না পায় (পরাভূত না হয়)।

'সংরম্ভ' — রোষ। 'উৎপতন' — ঊর্ধ্বে লম্ফন। 'রভস'— বেগ। 'শরভ' — পৌরাণিক অষ্টপদ পশুবিশেষ। 'আরম্ভ' — অনুষ্ঠান, কর্ম।

তত্র ব্যক্তং দৃষদি চরণন্যাসমর্ধেন্দুমৌলেঃ
শশ্বৎ সিদ্ধৈরুপচিতবলিং ভক্তিনম্রঃ পরীয়াঃ।
যস্মিন্ দৃষ্টে করণবিগমাদূর্ধ্বমুদ্ধূতপাপাঃ
সংকল্পন্তে স্থিরগণপদপ্রাপ্তয়ে শ্রদ্দধানাঃ ॥ ৫৮ ॥

সেখানে শিবের চরণচিহ্ন প্রস্তরে স্পষ্ট দেখা যায়। সিদ্ধগণ সর্বদা তার পূজা করেন। তুমি ভক্তিনম্র হয়ে তা প্রদক্ষিণ ক'রো। তা দেখলে

শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণ পাপমুক্ত হয়ে দেহান্তে প্রমথগণের শাশ্বত পদ লাভ করতে সমর্থ হন।

'তত্র দৃষদি ব্যক্তং' — সেখানে প্রস্তরে ব্যক্ত (স্পষ্টভাবে অঙ্কিত), 'সিদ্ধৈঃ শশ্বৎ উপচিতবলিম্ অর্ধেন্দুমৌলেঃ চরণন্যাসং'— সিদ্ধগণকর্তৃক সর্বদা পূজিত অর্ধেন্দুমৌলির (শিবের) চরণচিহ্ন, 'ভক্তিনম্রঃ [সন্] পরীয়াঃ'— ভক্তিনম্র হয়ে প্রদক্ষিণ ক'রো। যস্মিন্ দৃষ্টে' — যা (যে চরণচিহ্ন) দেখলে 'শ্রদ্দধানাঃ উদ্ধৃতপাপাঃ [সন্তঃ]'— শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণ পাপমুক্ত হয়ে 'করণবিগমাৎ ঊর্ধ্বং স্থিরগণপদপ্রাপ্তয়ে সংকল্পন্তে' দেহান্তের পর প্রমথ-গণের শাশ্বত পদ পেতে সমর্থ হন।

'সিদ্ধ'—মল্লিনাথ অর্থ করেছেন — যোগী ; সিদ্ধনামক দেবযোনি অর্থও হ'তে পারে। 'উপচিতবলি' — যার বলি (পূজোপহার) উপচিত রচিত হয়, অর্থাৎ পূজিত। 'শ্রদ্দধানাঃ'— শ্রদ্ধাবান্ অর্থাৎ বিশ্বাসী ব্যক্তিরা। 'গণপদ' -- প্রমথগণের পদ।

শব্দায়ন্তে মধুরমনিলৈঃ কীচকাঃ পূর্যমাণাঃ
সংসক্তাভিস্ত্রিপুরবিজয়ো গীয়তে কিন্নরীভিঃ।
নির্হ্রাদস্তে মুরজ ইব চেৎ কন্দরেষু ধ্বনিঃ স্যাৎ
সংগীতার্থো ননু পশুপতেস্তত্র ভাবী সমগ্রঃ ॥ ৫৯ ॥

সেখানে কীচকবংশসকল বায়ুপূর্ণ হয়ে মধুর শব্দ করছে ; কিন্নরীগণ সমস্বরে ত্রিপুরবিজয় গাইছে। যদি তোমার গর্জন পর্বতকন্দরে মুরজের ন্যায় ধ্বনিত হয় তবে সেখানে পশুপতির সংগীতকার্য সমগ্রভাবেই সম্পন্ন হবে।

'অনিলৈঃ পূর্যমাণাঃ কীচকাঃ মধুরং শব্দায়ন্তে' — বায়ুর দ্বারা পূর্ণ হয়ে

কীচকসকল মধুর শব্দ করছে ; 'সংসক্তাভিঃ কিন্নরীভিঃ ত্রিপুরবিজয়ঃ গীয়তে' — সমস্বরবিশিষ্ট (কীচকবাদ্যের সমতানে) কিন্নরীগণদ্বারা ত্রিপুরবিজয় গীত হচ্ছে। 'চেৎ কন্দরেষু তে নির্হ্রাদঃ মুরজে ধ্বনিঃ ইব স্যাৎ'— যদি কন্দরে (গিরিগুহায় প্রতিধ্বনিত হয়ে) তোমার গর্জন মুরজের (পাখোয়াজের) ধ্বনির তুল্য হয়, '[তদা] তত্র পশুপতেঃ সংগীত-অর্থঃ নন্থ সমগ্রঃ ভাবী' — তবে সেখানে পশুপতির সংগীতকার্য (শিবপূজার সংগীত ব্যাপার) নিশ্চয়ই সমগ্র (সর্বতোভাবে সম্পন্ন) হবে।

'কীচক'— এক রকম বাঁশ, পোকায় তার গায়ে ছিদ্র করে, সেই ছিদ্রে বাতাস ঢুকলে বাঁশির মতন শব্দ হয় এই প্রসিদ্ধি আছে। 'ত্রিপুর'— তিন অস্থর ভ্রাতা অথবা তাদের তিন নগর ; শিব তা ধ্বংস করেন।

প্রালেয়াদ্রেরুপতটমতিক্রম্য তাংস্তান্ বিশেষান্
হংসদ্বারং ভৃগুপতিযশোবর্ত্ম যৎ ক্রৌঞ্চরন্ধ্রম্।
তেনোদীচীং দিশমনুসরেস্তির্যগায়ামশোভী
শ্যামঃ পাদো বলিনিয়মনাভ্যুদ্যতস্যেব বিষ্ণোঃ॥ ৬০ ॥

হিমালয়ের তটদেশে ঐসকল বস্তু অতিক্রম ক'রে তুমি ক্রৌঞ্চরন্ধ্রে উপস্থিত হবে, যা হংসগণের দ্বারস্বরূপ এবং ভৃগুপতির যশোমার্গ। বলি-দমনে সমুদ্যত বিষ্ণুর শ্যাম চরণের ন্যায় তুমি তির্যগ্‌ভাবে দীর্ঘদেহে শোভমান হয়ে ঐ রন্ধ্রদ্বারা উত্তরদিকে যেয়ো।

'প্রালেয়-অদ্রেঃ উপতটং তান্ তান্ বিশেষান্ অতিক্রম্য' — হিমালয় পর্বতের তটসমীপে ঐ ঐ (পূর্ববর্ণিত) দ্রষ্টব্য বস্তুসকল অতিক্রম ক'রে 'হংসদ্বারং' — [মানসসরোবরগামী] হংসগণের দ্বারস্বরূপ, 'ভৃগুপতি-যশোবর্ত্ম'—পরশুরামের যশোমার্গ (যার দ্বারা পরশুরামের যশ বিস্তৃত

হয়েছিল), 'যৎ ক্রৌঞ্চরন্ধ্রং [অস্তি] তেন' — যে ক্রৌঞ্চরন্ধ্র (ক্রৌঞ্চনামক পর্বতের সুরঙ্গ) আছে তা দিয়ে, 'বলিনিয়মন-অভ্যুদ্যতস্য বিষ্ণোঃ শ্যামঃ পাদঃ ইব' — বলিদমনে সমুদ্যত বিষ্ণুর শ্যাম চরণের ন্যায়, 'তির্যক্-আয়াম-শোভী [সন্]'—তির্যগ্‌ভাবে দীর্ঘ ও শোভিত হয়ে, 'ত্বম্ উদীচীং দিশম্ অনুসর' — তুমি উত্তরদিক্ অনুসরণ কর (উত্তরদিকে যেয়ো)।

কার্তিকেয়ের সহিত দ্বন্দ্বে পরশুরাম ক্রৌঞ্চপর্বতে শরনিক্ষেপ করেন, তার ফলে ক্রৌঞ্চরন্ধ্র হয়। 'তির্যক্'—crosswise। 'আয়াম'— দৈর্ঘ্য।

গত্বা চোর্ধ্বং দশমুখভুজোচ্ছ্বাসিতপ্রস্থসন্ধেঃ
কৈলাসস্য ত্রিদশবনিতাদর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ।
শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃ খং
রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ ॥ ৬১ ॥

আরও ঊর্ধ্বে গিয়ে কৈলাসের অতিথি হ'য়ো — যার সানুদেশের সংহতি রাবণের হস্তাকর্ষণে বিশ্লেষিত হয়েছিল এবং যা স্বর্গাঙ্গনাগণের দর্পণস্বরূপ। এই পর্বত কুমুদশুভ্র উচ্চশৃঙ্গদ্বারা আকাশ ব্যাপ্ত ক'রে দিনে দিনে রাশীভূত ত্র্যম্বকের অট্টহাসের ন্যায় অবস্থান করছে।

'চ ঊর্ধ্বং গত্বা'— আরও উপরে গিয়ে, 'দশমুখভুজ-উচ্ছ্বাসিতপ্রস্থসন্ধেঃ' —দশাননের হস্তে (হস্তের আকর্ষণে) যার সানুদেশের সন্ধি (জোড়, সংহতি) বিশ্লেষিত (শিথিল) হয়েছিল এমন, 'ত্রিদশবনিতাদর্পণস্য' — স্বর্গাঙ্গনাগণের দর্পণস্বরূপ, 'কৈলাসস্য অতিথিঃ স্যাঃ' – কৈলাসের অতিথি হ'য়ো। 'যঃ কুমুদবিশদৈঃ শৃঙ্গ-উচ্ছ্রায়ৈঃ খং বিতত্য — যে (কৈলাস) কুমুদশুভ্র উচ্চতাদ্বারা (উচ্চশৃঙ্গদ্বারা) আকাশ ব্যাপ্ত ক'রে, 'প্রতিদিনং

রাশীভূতঃ ত্র্যম্বকস্য অট্টহাসঃ ইব স্থিতঃ'— প্রতিদিন সঞ্চয়ে পুঞ্জীভূত শিবের অট্টহাস্যের ন্যায় রয়েছে।

'প্রস্থ' — পর্বতের সানুদেশ বা পার্শ্ব। 'সন্ধি' — জোড়, সংযোগ, সংহতি। কুবেরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে রাবণ কৈলাসপর্বত ওপড়াবার চেষ্টা করেন; ইচ্ছা ছিল কৈলাসসমেত শিবকে লঙ্কায় নিয়ে যাবেন। কিন্তু শিব পদাঙ্গুলি-দ্বারা চেপে রাখায় রাবণ নিরস্ত হন। রাবণের হাতের নাড়া পেয়ে পর্বতের উপরিভাগ আলগা হয়ে যায়। কৈলাসপর্বত রজতশুভ্র সেজন্য দর্পণের সঙ্গে উপমিত হয়েছে। 'রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব' — শিবের অট্টহাস যেন প্রতিদিন সঞ্চিত ও স্তূপীকৃত হয়ে কৈলাসপর্বতে পরিণত হয়েছে। সংস্কৃত কবিরা হাস্যের সহিত শুভ্র বস্তুর তুলনা করেন, যথা ৫৩ শ্লোকে 'যা বিহস্যেব ফেনৈঃ'।

উৎপশ্যামি ত্বয়ি তটগতে স্নিগ্ধভিন্নাঞ্জনাভে
সদ্যঃকৃত্তদ্বিরদদশনচ্ছেদগৌরস্য তস্য।
শোভামদ্রেঃ স্তিমিতনয়নপ্রেক্ষণীয়াং ভবিত্রী-
মংসন্যস্তে সতি হলভৃতো মেচকে বাসসীব ॥ ৬২ ॥

তোমার কান্তি স্নিগ্ধ দলিত অঞ্জনের তুল্য। সদ্যঃকর্তিত হস্তিদন্তখণ্ডের তুল্য শুভ্র কৈলাসের তটদেশে তুমি গেলে হলধরের স্কন্ধে শ্যাম বসনের ন্যায় শোভা হবে অনুমান করছি। তা অনিমেষনয়নে দর্শনীয়।

'স্নিগ্ধভিন্ন-অঞ্জন-আভে ত্বয়ি তটগতে [সতি]' — স্নিগ্ধ মর্দিত অঞ্জনের আভাযুক্ত (স্নিগ্ধশ্যামকান্তি) তুমি [কৈলাসের] তটদেশে উপস্থিত হ'লে, 'সদ্যঃকৃত্তদ্বিরদদশন-ছেদগৌরস্য তস্য অদ্রেঃ' —সদ্যঃকর্তিত হস্তিদন্তখণ্ডের তুল্য শুভ্র ঐ পর্বতের, 'মেচকে বাসসি অংসন্যস্তে সতি হলভৃতঃ ইব'—

শ্যাম বসন স্কন্ধে ন্যস্ত হলে বলরামের তুল্য, স্তিমিতনয়নপ্রেক্ষণীয়াং ভবিত্রী' শোভাম্ উৎপশ্যামি' — অনিমেষনয়নে দর্শনযোগ্য যে শোভা হবে তা অনুমান করছি।

'সদ্যঃকৃত্ত' — টাটকা কাটা হাতির দাঁত বেশী সাদা হয়। 'ভবিত্রী' — ভাবিনী, যা হবে।

হিত্বা তস্মিন্ ভুজগবলয়ং শম্ভুনা দত্তহস্তা
ক্রীড়াশৈলে যদি চ বিচরেৎ পাদচারেণ গৌরী।
ভঙ্গীভক্ত্যা বিরচিতবপুঃ স্তম্ভিতান্তর্জলৌঘঃ
সোপানত্বং কুরু মণিতটারোহণায়াগ্রযায়ী ॥ ৬৩ ॥

যদি শম্ভুর ভুজগবলয়বর্জিত হস্ত ধারণ ক'রে গৌরী সেই ক্রীড়াশৈলে পদচারণা ক'রে বিচরণ করেন, তবে তুমি অগ্রসর হয়ে অন্তর্জলরাশি স্তম্ভিত এবং নিজ দেহ পর্বক্রমে বিরচিত ক'রে মণিতট আরোহণের জন্য সোপানের কার্য ক'রো।

'চ যদি' — এবং যদি, 'শম্ভুনা ভুজগবলযং হিত্বা দত্তহস্তা [সতী]' — শম্ভুকর্তৃক ভুজগবলয়বর্জিত হস্তে ধৃতা হয়ে (গৌরীর ভয়নিবারণের জন্য যদি শিব তাঁর সর্পবলয় খুলে ফেলে গৌরীর হাত ধরেন), 'গৌরী তস্মিন্ ক্রীড়াশৈলে পাদচারেণ বিচরেৎ' — গৌরী সেই ক্রীড়াশৈলে (কৈলাসে) পায়চারি ক'রে বেড়ান, 'ত্বম্ অগ্রযায়ী স্তম্ভিত-অন্তঃ-জল-ওঘঃ [সন্]' — তুমি অগ্রসর হয়ে অন্তঃস্থিত জলরাশি স্তম্ভিত ক'রে, 'ভঙ্গীভক্ত্যা বিরচিত-বপুঃ [সন্]' — পর্ববিভাগদ্বারা দেহ বিরচিত ক'রে (নিজ দেহ ধাপে ধাপে বিভক্ত ক'রে), 'মণিতট আরোহণায় সোপানত্বং কুরু' — মণিতট আরোহণের জন্য সোপানের কার্য ক'রো।

'ক্রীড়াশৈল' — শম্ভুরহস্তে এই কয়টি মহাদেবের ক্রীড়াশৈল ব'লে উক্ত হয়েছে কৈলাস, কনকাদ্রি, মলয় ও গন্ধমাদন। 'জলৌঘ' — জল-ওঘ, জলরাশি। 'ভঙ্গী' — ভাঁজ, পর্ব, ধাপ। 'ভক্তি' — বিভাগ। মণিতট — কৈলাসের মণিময় বা শিলাময় তটদেশ (slopes)।

তত্রাবশ্যং বলয়কুলিশোদ্‌ঘট্টনোদ্‌গীর্ণতোয়ং
নেষ্যন্তি ত্বাং সুরযুবতয়ো যন্ত্রধারাগৃহত্বম্।
তাভ্যো মোক্ষস্তব যদি সখে ঘর্মলব্ধস্য ন স্যাৎ
ক্রীড়ালোলাঃ শ্রবণপরুষৈর্গর্জিতৈর্ভায়য়েস্তাঃ ॥ ৬৪ ॥

সেখানে সুরযুবতীগণ নিশ্চয়ই বলয়কোটির আঘাতে জল নির্গত করিয়ে তোমাকে যন্ত্রধারাগৃহে পরিণত করবে। সখে, যদি তারা গ্রীষ্মে তোমাকে পেয়ে ছেড়ে না দেয় তবে শ্রুতিকঠোর গর্জনে সেই ক্রীড়োন্মত্তাদের ভয় দেখিও।

'তত্র সুরযুবতয়ঃ অবশ্যং বলয়-কুলিশ-উদ্‌ঘট্টন-উদ্‌গীর্ণতোয়ং ত্বাং যন্ত্রঃ-ধারাগৃহত্বং নেষ্যন্তি' — সেখানে সুরযুবতীগণ নিশ্চয়ই বলয়কোটির আঘাতে জল উদ্‌গীর্ণ করিয়ে তোমাকে যন্ত্রধারাগৃহে পরিণত করবে। 'সখে', 'যদি ঘর্মলব্ধস্য তব তাভ্যঃ মোক্ষঃ ন স্যাৎ' যদি গ্রীষ্মে লব্ধ তোমার তাদের কাছ থেকে মুক্তি না হয়, 'শ্রবণপরুষৈঃ গর্জিতৈঃ' — শ্রুতিকঠোর গর্জনে, 'তাঃ ক্রীড়ালোলাঃ ভায়য়েঃ' — সেই ক্রীড়ায় উন্মত্তাদের ভীত ক'রো।

'বলয়কুলিশ' — বলয়ের কোটি বা খোঁচা খোঁচা নকশা, points। 'উদ্‌ঘট্টন' — ধাক্কা, আঘাত। 'ঘর্ম' — গ্রীষ্ম।

হেমাম্ভোজপ্রসবি সলিলং মানসস্যাদদানঃ
কুর্বন্ কামং ক্ষণমুখপটপ্রীতিমৈরাবতস্য।

ধুন্বন্ কল্পদ্রুমকিশলয়ান্যংশুকানীব বাতৈ-
র্নানাচেষ্টৈর্জ্জলদ ললিতৈর্নির্বিশেস্তং নগেন্দ্রম্ ॥ ৬৫ ॥

জলদ, তুমি স্বর্ণকমলপ্রসবী মানসসরোবরের জল গ্রহণ ক'রো, ক্ষণকালের জন্য ঐরাবতের মুখ পটরূপে আবৃত ক'রে তাকে যথেষ্ট প্রীত ক'রো, সূক্ষ্ম বস্ত্রতুল্য কল্পদ্রুমের কিশলয়সকল বায়ু দ্বারা কম্পিত ক'রো। এইপ্রকার নানা ক্রীড়াদ্বারা সেই পর্বত উপভোগ ক'রো।

'জলদ', 'মানসস্য হেম-অম্ভোজপ্রসবি সলিলম্ আদদানঃ' — মানস-সরোবরের স্বর্ণকমলপ্রসবী জল গ্রহণ ক'রে, 'ঐরাবতস্য ক্ষণমুখপটপ্রীতিং কামং কুর্বন্' — ঐরাবতের ক্ষণকালের নিমিত্ত মুখপটের আনন্দ যথেষ্ট উৎপাদন করিয়ে (ক্ষণকালের জন্য অবগুণ্ঠনের ন্যায় ঐরাবতের মুখ ঢেকে তাকে আনন্দিত ক'রে), 'অংশুকানি ইব কল্পদ্রুমকিশলয়ানি বাতৈঃ ধুন্বন্' — সূক্ষ্মবস্ত্রতুল্য কল্পবৃক্ষের নবপল্লবসকল বায়ুতে কম্পিত ক'রে, 'নানাচেষ্টৈঃ ললিতৈঃ' — নানাব্যাপারসমন্বিত ক্রীড়াদ্বারা (উক্তপ্রকার এবং অন্যান্য আমোদে), 'তং নগেন্দ্রং নির্বিশেঃ' — সেই নগেন্দ্রকে (কৈলাসকে) উপভোগ ক'রো।

'কামং'— যথেষ্ট। 'ললিত'— ক্রীড়া।

তস্যোৎসঙ্গে প্রণয়িন ইব স্রস্তগঙ্গাদুকূলাং
ন ত্বং দৃষ্ট্বা ন পুনরলকাং জ্ঞাস্যসে কামচারিন্।
যা বঃ কালে বহতি সলিলোদ্গারমুচ্চৈর্বিমানা
মুক্তাজালগ্রথিতমলকং কামিনীবাভ্রবৃন্দম্ ॥ ৬৬ ॥

হে কামচারী, ঐ কৈলাসের ক্রোড়ে অলকা দেখে তুমি আবার চিনতে পারবে না এমন নয়। প্রণয়ীর অঙ্কশায়িনী রমণীর বসনের ন্যায় তা হতে

গঙ্গা স্রস্ত হচ্ছে। উচ্চবিমানসমন্বিত এই পুরী বর্ষাগমে কামিনীর মুক্তা-জালগ্রথিত অলকের ন্যায় সলিলোদ্‌গারী মেঘবৃন্দ ধারণ করে।

'কামচারিন্, প্রণয়িনঃ ইব তস্য উৎসঙ্গে' — হে কামচারী, প্রণয়ীর ন্যায় তার (কৈলাসের) ক্রোড়ে, 'স্রস্তগঙ্গাদুকূলাম্ অলকাং' — যার গঙ্গারূপ বসন স্খলিত হচ্ছে এমন অলকাকে, 'দৃষ্ট্বা' — দেখে' 'ত্বং পুনঃ ন জ্ঞাস্যসে ইতি ন' — তুমি আবার চিনতে পারবে না এমন নয়। 'উচ্চৈঃ-বিমানা যা' - উচ্চবিমান-যুক্ত যে (অলকা), 'কামিনী মুক্তাজালগ্রথিতম্ অলকম্ ইব'— কামিনী যেমন মুক্তা-জালগ্রথিত অলক ধারণ করে সেরূপ, 'বঃ কালে সলিল-উদ্‌গারম্ অভ্রবৃন্দং বহতি' — তোমার কালে (বর্ষাকালে) সলিলোদ্‌গারী (জলবর্ষী) মেঘপুঞ্জ ধারণ করে।

'কামচারী' — ইচ্ছানুসারে বিচরণকারী। 'ত্বং পুনঃ' ইত্যাদি — মেঘ আগে অলকা দেখেছে, এবারও চিনতে পারবে। 'বিমান' — সপ্ততল ভবন।

উত্তরমেঘ

বিদ্যুৎবন্তং ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ
সংগীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্।
অন্তস্তোয়ং মণিময়ভুবস্তুঙ্গমভ্রংলিহাগ্রাঃ
প্রাসাদাস্ত্বাং তুলয়িতুমলং যত্র তৈস্তৈর্বিশেষৈঃ ॥ ৬৭ ॥

সেই অলকার প্রাসাদসমূহের যে যে বৈশিষ্ট্য আছে তদ্দ্বারা সর্বাংশে তোমার সহিত তুলনা করা চলে। তোমার যেমন বিদ্যুৎ, প্রাসাদের তেমন সুন্দরী বনিতা; তোমার ইন্দ্রচাপের তুলনা প্রাসাদের চিত্রাবলী; স্নিগ্ধ-গম্ভীর গর্জনের তুলনা সংগীতে মুরজবাদ্য; তোমার অন্তঃস্থিত জল, প্রাসাদের মণিময় ভূমি; তুমি যেমন উচ্চ, প্রাসাদচূড়াও সেরূপ অভ্রংলিহ।

'যত্র ললিতবনিতাঃ সচিত্রাঃ সংগীতায় প্রহতমুরজাঃ মণিময়ভুবঃ অভ্রং-লিহ-অগ্রাঃ প্রাসাদাঃ' — যেখানে (অলকায়) সুন্দরী নারী সমন্বিত, চিত্র-শোভিত, সংগীতের জন্য মুরজধ্বনিযুক্ত, মণিময়ভূমিবিশিষ্ট, মেঘস্পর্শী চূড়া-বিশিষ্ট প্রাসাদসমূহ, 'তৈঃ তৈঃ বিশেষৈঃ' — সেই সেই বৈশিষ্ট্যদ্বারা (প্রাসাদের যে সকল বৈশিষ্ট্য উক্ত হল তার অনুরূপ লক্ষণদ্বারা), 'বিদ্যুৎবন্তং স-ইন্দ্রচাপং স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্ অন্তঃ-তোয়ং তুঙ্গং ত্বাং তুলয়িতুম্ অলম্' - বিদ্যুৎবান্, ইন্দ্রধনুযুক্ত, স্নিগ্ধগম্ভীরগর্জনকারী, অভ্যন্তরে জল-বিশিষ্ট, উচ্চ তোমাকে তুলনা করতে যথেষ্ট (ললিতবনিতাদি লক্ষণযুক্ত প্রাসাদসমূহ বিদ্যুদাদি লক্ষণযুক্ত তোমার সঙ্গে সর্বাংশে তুলনীয়)।

মল্লিনাথ বলেন -- এই শ্লোক পূর্ণোপমা এবং বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের উদাহরণ; মেঘ উপমান, প্রাসাদ উপমেয়। মেঘের বিদ্যুদাদির সহিত প্রাসাদের বনিতাদির সাদৃশ্য যথাক্রমে বর্ণিত হয়েছে।

হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারু কর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্॥ ৬৮॥

যেখানে বধূগণের হস্তে লীলাকমল, অলকে কুন্দকোরক গ্রথিত, মুখশ্রী লোধ্রপুষ্পরাগে পাণ্ডুবর্ণ, কেশপাশে নবকুরুবক, কর্ণে চারু শিরীষ পুষ্প, এবং সীমন্তে বর্ষাজাত কদম্ব।

'যত্র বধূনাং হস্তে লীলাকমলম্' — যেখানে বধূদের (নারীগণের) হস্তে লীলাকমল, 'অলকে বালকুন্দ-অনুবিদ্ধম্' — অলকে নবজাত কুন্দ (অথবা কুন্দকোরক) অনুবিদ্ধ (গোঁজা), 'আননে শ্রীঃ লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতাং নীতা' — মুখে শ্রী (মুখশ্রী) লোধ্রপুষ্পজাত রেণুতে পাণ্ডুতাপ্রাপ্ত, 'চূড়াপাশে নবকুরুবকং — কেশপাশে নবজাত কুরুবক, 'কর্ণে চারু শিরীষম্'— কর্ণে সুন্দর শিরীষপুষ্প, 'চ সীমন্তে ত্বদ্-উপগমজং নীপম্'— এবং সীমন্তে তোমার আগমনজনিত (বর্ষাজাত) কদম্ব।

'অলক'— চূর্ণকুন্তল, সম্মুখ বা পাশের চুল। 'লোধ্রপ্রসব'— লোধ্রপুষ্প। 'কুরুবক' — ঝিন্টী বা ঝাঁটি ফুল। অলকায় সর্ব ঋতুর ফুল একই সময়ে পাওয়া যায়।

যত্রোন্মত্তভ্রমরমুখরাঃ পাদপা নিত্যপুষ্পা
হংসশ্রেণীরচিতরশনা নিত্যপদ্মা নলিন্যঃ।
কেকোৎকণ্ঠা ভবনশিখিনো নিত্যভাস্বৎকলাপা
নিত্যজ্যোৎস্নাঃ প্রতিহততমোবৃত্তিরম্যাঃ প্রদোষাঃ॥ ৬৯॥

যেখানে পাদপসকল নিত্যপুষ্পিত এবং মত্তভ্রমরে মুখর, নলিনীসকল নিত্যপদ্মযুক্ত এবং মেখলার ন্যায় হংসশ্রেণীদ্বারা বেষ্টিত, ভবনশিখিগণের কলাপ নিত্য উজ্জ্বল এবং তাদের কণ্ঠ কেকারবের জন্য উন্নত, সায়ংকাল নিত্যজ্যোৎস্নাময় এবং অন্ধকারনিবৃত্তির জন্য রম্য।

'যত্র পাদপাঃ নিত্যপুষ্পাঃ উন্মত্তভ্রমরমুখরাঃ' -- যেখানে পাদপসকল সর্বদা পুষ্পিত [এবং] মত্ত ভ্রমরে মুখর, 'নলিন্যঃ নিত্যপদ্মাঃ হংসশ্রেণী-রচিতরশনাঃ' — নলিনী (পদ্মের ঝাড়) সকল সর্বদা পদ্মযুক্ত [এবং] হংস-শ্রেণীদ্বারা মেখলান্বিত (মেখলার আকারে বেষ্টিত), 'ভবনশিখিনঃ নিত্য-ভাস্বৎকলাপাঃ কেকা-উৎকণ্ঠাঃ — গৃহপালিত ময়ূরগণ সর্বদা উজ্জ্বল কলাপ-(ময়ূরপুচ্ছ) বিশিষ্ট [এবং] কেকারবে উৎকণ্ঠ (ডাকবার জন্য গলা উঁচু করে থাকে), 'প্রদোষাঃ নিত্যজ্যোৎস্নাঃ প্রতিহততমোবৃত্তিরম্যাঃ'— সায়ংকাল সর্বদা জ্যোৎস্নাময় [এবং] অন্ধকার ব্যাপ্তির নিরোধহেতু রমণী (অর্থাৎ নিত্য জ্যোৎস্না থাকায় সন্ধ্যার পর অন্ধকার বাড়ে না)।

* আনন্দোত্থং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈ-
র্নান্যস্তাপঃ কুসুমশরজাদিষ্টসংযোগসাধ্যাৎ।
নাপ্যন্যস্মাৎ প্রণয়কলহাদ্‌বিপ্রয়োগোপপত্তি-
র্বিত্তেশানাং ন চ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি ॥ ৭০ ॥

যেখানে যক্ষগণের নয়নসলিল আনন্দের জন্যই নির্গত হয়, অন্য কারণে নয়; অন্য তাপ নেই, কেবল কুসুমশরজাত তাপ — যা প্রিয়সমাগমে নিবৃত্ত হয়; প্রণয়কলহ ভিন্ন অন্য কারণে বিচ্ছেদ ঘটে না; যৌবন ভিন্ন অন্য বয়সও নেই।

* মল্লিনাথের মতে এই শ্লোক প্রক্ষিপ্ত।

'যত্র বিত্তেশানাং নয়নসলিলং আনন্দ-উত্থম্, অন্যৈঃ নিমিত্তৈঃ ন' — যেখানে যক্ষগণের নয়নসলিল আনন্দজনিত, অন্য কারণে নয়, 'ইষ্টসংযোগ-সাধ্যাৎ কুসুমশরজাৎ অন্যঃ তাপঃ ন' ইষ্টসংযোগে সাধ্য (বাঞ্ছিতের সঙ্গে মিলনে নিবর্তনীয়) কুসুমশরজ ভিন্ন অন্য তাপ নেই ; 'প্রণয়কলহাৎ অন্যস্মাৎ বিপ্রযোগ-উপপত্তিঃ ন' - প্রণয়কলহ ভিন্ন অন্য কারণে বিচ্ছেদ-প্রাপ্তি নেই ; 'চ যৌবনাৎ অন্যৎ বয়ঃ খলু ন অস্তি' — এবং যৌবন ভিন্ন অন্য বয়সও নেই।

'যস্যাং যক্ষাঃ সিতমণিময়ান্যেত্য হর্ম্যস্থলানি
জ্যোতিশ্ছায়াকুসুমরচিতান্যুত্তমস্ত্রীসহায়াঃ।
আসেবন্তে মধু রতিফলং কল্পবৃক্ষপ্রসূতং
ত্বদ্‌গম্ভীরধ্বনিষু শনকৈঃ পুষ্করেষ্বাহতেষু ॥ ৭১ ॥

যেখানে তারকার প্রতিবিম্বে কুসুমালংকৃত শুভ্রমণিময় হর্ম্যতলে যক্ষগণ সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে কল্পবৃক্ষপ্রসূত রতিফলনামক মদ্য পান করে এবং তোমার গম্ভীর ধ্বনির ন্যায় মৃদু মৃদু মৃদঙ্গ বাজে।

'যস্যাং জ্যোতিঃ-ছায়া-কুসুমরচিতানি সিতমণিময়ানি হর্ম্যস্থলানি এত্য' — যেখানে তারকার প্রতিবিম্বদ্বারা কুসুমরচিত শুভ্রমণিময় প্রাসাদভূমিতে গিয়ে, 'উত্তমস্ত্রীসহায়াঃ যক্ষাঃ' — সুন্দরী নারীর সঙ্গে যক্ষগণ, 'ত্বৎ-গম্ভীরধ্বনিষু পুষ্করেষু শনকৈঃ আহতেষু' - তোমার ন্যায় গম্ভীরধ্বনিবিশিষ্ট মৃদঙ্গসকল মৃদু বাজতে থাকলে, 'কল্পবৃক্ষপ্রসূতং রতিফলং মধু আসেবন্তে' — কল্পবৃক্ষজাত রতিফল নামক মদ্য সেবন (পান) করে।

'সিতমণিময়ানি' ইত্যাদি — মল্লিনাথের ব্যাখ্যা — স্ফটিক অথবা চন্দ্রকান্তনির্মিত হর্ম্যতলে তারকার প্রতিবিম্ব প'ড়ে যেন ফুলকাটা নকশা

হয়েছে। অন্য অর্থ হ'তে পারে — সাদা পাথরের মেঝেতে তারার প্রতিবিম্বের তুল্য ফুলকাটা নকশা। 'রতিফল' — কামোদ্দীপক মদ্য-বিশেষ। 'শনকৈঃ' — ধীরে ধীরে। 'পুষ্কর' — বাদ্যভাণ্ডের মুখ, অর্থাৎ মৃদঙ্গাদির চর্মাবৃত মুখ।

মন্দাকিন্যাঃ সলিলশিশিরৈঃ সেব্যমানা মরুদ্ভি-
র্মন্দারাণামনুতটরুহাং ছায়য়া বারিতোষ্ণাঃ।
অন্বেষ্টব্যৈঃ কনকসিকতামুষ্টিনিক্ষেপগূঢ়ৈঃ
সংক্রীড়ন্তে মণিভিরমরপ্রার্থিতা যত্র কন্যাঃ ॥ ৭২ ॥

যেখানে অমরপ্রার্থিতা কন্যাগণ মন্দাকিনীর সলিলস্পর্শে শীতল বায়ুদ্বারা সেবিত এবং তটজাত মন্দারতরুর ছায়ায় বারিততাপ হয়ে স্বর্ণময় বালুকায় মুষ্টিনিক্ষেপে লুক্কায়িত মণি অন্বেষণ ক'রে ক্রীড়া করে।

'যত্র অমরপ্রার্থিতাঃ কন্যাঃ'— যেখানে অমরগণের বাঞ্ছিতা (অতিশয় রূপবতী) কন্যাগণ, 'মন্দাকিন্যাঃ সলিলশিশিরৈঃ মরুদ্ভিঃ সেব্যমানাঃ [সত্যঃ]' — মন্দাকিনীর জলসংস্পর্শে শীতল বায়ুদ্বারা সেব্যমানা হয়ে, 'অনুতটরুহাং মন্দারাণাং ছায়য়া বারিত-উষ্ণাঃ [সত্যঃ]'— তটের নিকটে জাত মন্দারতরুসকলের ছায়ায় তাপ থেকে রক্ষিত হয়ে, 'কনকসিকতা-মুষ্টিনিক্ষেপগূঢ়ৈঃ অন্বেষ্টব্যৈঃ' — স্বর্ণময় বালুকায় হাতের মুঠো পুরে যা লুকনো হয়েছে এবং যা অন্বেষণ করতে হবে এমন, 'মণিভিঃ সংক্রীড়ন্তে'— মণি নিয়ে খেলা করে।

'মন্দাকিনী' — স্বর্গগঙ্গা। 'শিশির' — শীতল। স্বর্ণময় বালির ভিতর হাতের মুঠো দিয়ে মণি লুকিয়ে রাখা হয় এবং তা খুঁজে বার করতে হয় — এই সেই কন্যাদের খেলা।

নীবীবন্ধোচ্ছ্বসিতশিথিলং যত্র বিম্বাধরাণাং
ক্ষৌমং রাগাদনিভৃতকরেম্বাক্ষিপৎস্থ প্রিয়েষু।
অর্চিস্তুঙ্গানভিমুখমপি প্রাপ্য রত্নপ্রদীপান্
হ্রীমূঢ়ানাং ভবতি বিফলপ্রেরণা চূর্ণমুষ্টিঃ ॥ ৭৩ ॥

যেখানে প্রণয়িগণ অনুরাগবশে নীবীবন্ধ মুক্ত ক'রে শিথিল ক্ষৌমবাস চঞ্চলহস্তে হরণ করে এবং বিম্বাধরাগণ লজ্জায় বিমূঢ় হয়ে উজ্জ্বল রত্নদীপের অভিমুখে বৃথা চূর্ণমুষ্টি নিক্ষেপ করে।

'যত্র অনিভৃতকরেষু প্রিয়েষু নীবীবন্ধ-উচ্ছ্বসিতশিথিলং ক্ষৌমং রাগাৎ আক্ষিপৎস্থ' — যেখানে চঞ্চলহস্তে প্রণয়িগণ নীবীবন্ধমোচনহেতু শিথিল ক্ষৌমবাস অনুরাগবশে আক্ষিপ্ত করলে (টেনে নিলে), 'হ্রীমূঢ়ানাং বিম্বাধরাণাং চূর্ণমুষ্টিঃ' — লজ্জাবিমূঢ়া বিম্বাধরাগণের [হস্তনিক্ষিপ্ত] চূর্ণমুষ্টি, 'অর্চিঃ-তুঙ্গান্ রত্নপ্রদীপান্ অভিমুখং প্রাপ্য অপি' — উজ্জ্বল আলোক-বিশিষ্ট রত্নপ্রদীপের অভিমুখে গিয়েও, 'বিফলপ্রেরণা ভবতি' — যার প্রেরণা বিফল হয় এমন (নিষ্ফল) হয়।

'অনিভৃত'— চঞ্চল। 'নীবীবন্ধ' — কোমরবন্ধ বা কোমরের কাপড়ের গিরে। 'ক্ষৌম' — ক্ষৌমবসন, রেশমী কাপড় অথবা linen। 'চূর্ণমুষ্টি' — চন্দনকুঙ্কুমাদি গন্ধদ্রব্যচূর্ণের একমুষ্টি। 'বিফলপ্রেরণা' — যার প্রেরণ বা নিক্ষেপ বিফল, অর্থাৎ চূর্ণমুষ্টি ছুড়ে দিলেও তাতে প্রদীপ নেবে না।

নেত্রা নীতাঃ সততগতিনা যদ্‌বিমানাগ্রভূমী-
রালেখ্যানাং স্বজলকণিকাদোষমুৎপাদ্য সদ্যঃ।
শঙ্কাস্পৃষ্টা ইব জলমুচস্ত্বাদৃশা যত্র জালৈ
র্ধূমোদ্‌গারানুকৃতিনিপুণাঃ জর্জরা নিষ্পতন্তি ॥ ৭৪ ॥

যেখানে তোমার সদৃশ মেঘসকল বায়ুকর্তৃক প্রেরিত হয়ে বিমানের সর্বোচ্চ তলে প্রবিষ্ট হয় এবং নিজ জলকণিকায় আলেখ্যসকল দূষিত ক'রে যেন শঙ্কাবশে তখনই বিশীর্ণ হয়ে ধূমনির্গমের অনুকরণে গবাক্ষ দিয়ে নির্গত হয়।

'যত্র ত্বাদৃশাঃ জলমুচঃ' যেখানে তোমার সদৃশ মেঘসকল, নেত্রা সততগতিনা' - প্রেরক বায়ুকর্তৃক (বায়ুচালিত হয়ে), 'যদ্-বিমান-অগ্রভূমীঃ নীতাঃ [সন্তঃ]' — যার (অলকার) বিমানসমূহের অগ্রভূমিতে (সর্বোচ্চ তলে) নীত হয়ে, 'আলেখ্যানাং স্বজলকণিকাদোষম্ উৎপাদ্য' চিত্রসমূহের নিজজলকণিকা [স্পর্শজন্য] দোষ উৎপাদন ক'রে (অর্থাৎ ছবিগুলি ভিজিয়ে দিয়ে), 'শঙ্কাস্পৃষ্টাঃ ইব' — শঙ্কাগ্রস্তের ন্যায় (যেন ভয় পেয়ে), 'ধূম-উদ্গার-অনুকৃতিনিপুণাঃ' — ধূম-উদ্গিরণের অনুকরণে নিপুণ (ধূম-উদ্গিরণের নিপুণ অনুকরণ ক'রে), 'জর্জরাঃ [সন্তঃ] সদ্যঃ, জালৈঃ নিষ্পতন্তি' — বিশীর্ণ হয়ে তখনই জানালা দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়।

'বিমান'— সপ্ততল প্রাসাদ। মল্লিনাথ বলেন, এই শ্লোকের ধ্বনি বা ব্যঙ্গ্যার্থ — দূতের সহায়তায় জারের অন্তঃপুরে প্রবেশ ও পলায়ন। 'সততগতি' -- বায়ু, ব্যঙ্গ্য — যার অন্তঃপুরে নিত্য যাতায়াত আছে।

> যত্র স্ত্রীণাং প্রিয়তমভুজোচ্ছ্বাসিতালিঙ্গনানা-
> মঙ্গগ্লানিং সুরতজনিতাং তন্তুজালাবলম্বাঃ।
> ত্বৎসংরোধাপগমবিশদৈশ্চন্দ্রপাদৈর্নিশীথে
> ব্যালুম্পন্তি স্ফুটজললবস্যন্দিনশ্চন্দ্রকান্তাঃ ॥ ৭৫ ॥

যেখানে মেঘাবরণমুক্ত নির্মল চন্দ্রকিরণে তন্তুজাললম্বিত চন্দ্রকান্তমণি-

সমূহ নিশীথে বিন্দু বিন্দু জলকণা ক্ষরণ ক'রে প্রিয়তমের শিথিল ভুজালিঙ্গনে বদ্ধ নারীদের সুরতজনিত অঙ্গগ্লানি দূর করে।

'যত্র ত্বৎসংরোধ-অপগমবিশদৈঃ চন্দ্রপাদৈঃ'—যেখানে তোমার (মেঘের) আবরণ অপগত হওয়ায় নির্মল চন্দ্রকিরণে, 'নিশীথে স্ফুটজল-লব-স্যন্দিনঃ তন্তুজাল-অবলম্বাঃ চন্দ্রকান্তাঃ'—নিশীথে বিন্দু বিন্দু জলকণা ক্ষরণকারী তন্তুজাল-লম্বিত চন্দ্রকান্তমণিসমূহ, 'প্রিয়তমভুজ-উচ্ছ্বাসিত-আলিঙ্গনানাং স্ত্রীণাং'—যাদের আলিঙ্গন প্রিয়তমের বাহুতে শিথিল হয়েছে এরূপ নারীদের, 'সুরতজনিতাম্ অঙ্গগ্লানিং ব্যালুম্পন্তি'—সুরতজনিত অঙ্গগ্লানি দূর করে।

'নিশীথে'—মধ্যরাত্রে। 'তন্তুজালাবলম্বাঃ'—সূত্রের জালে অথবা সূত্রসমূহ হ'তে লম্বিত। মল্লিনাথের ব্যাখ্যা—'বিতানলম্বিসূত্রপুঞ্জাধারাঃ তদ্‌গুণগুম্ফিতাঃ', অর্থাৎ চাঁদোয়া থেকে ঝুলনো বহুসূত্রে গাঁথা। 'চন্দ্রকান্ত'—moonstone, বর্ণহীন স্বচ্ছ মণি, নাড়লে ভিতরে আকাশতুল্য আভা দেখা যায়। প্রবাদ—চন্দ্রকিরণে এই মণি থেকে জলক্ষরণ হয়। 'স্ফুট-জললব'—যে জলকণা প্রস্ফুট হয়েছে অর্থাৎ বিন্দুর আকার পেয়েছে।

অক্ষয্যান্তর্ভবননিধয়ঃ প্রত্যহং রক্তকণ্ঠৈ-
রুদ্‌গায়দ্ভির্ধনপতিযশঃ কিন্নরৈর্যত্র সার্ধম্।
বৈভ্রাজাখ্যং বিবুধবনিতাবারমুখ্যাসহায়াঃ
বদ্ধালাপা বহিরুপবনং কামিনো নির্বিশন্তি ॥ ৭৬ ॥

যেখানে অক্ষয়ধনভাণ্ডারের অধিকারী কামী যক্ষগণ আলাপ করতে করতে অপ্সরা-বেশ্যার সঙ্গে বৈভ্রাজনামক বহিরুদ্যানে প্রত্যহ বিহার করে এবং কিন্নরগণ মধুরকণ্ঠে উচ্চরবে কুবেরের যশোগান করে।

'যত্র' — যেখানে, 'অক্ষয্য-অন্তর্ভবননিধয়ঃ' — যাদের ভবনে নিধি-সমূহ অক্ষয়, 'বিবুধবনিতাবারমুখ্যাসহায়াঃ' — অপ্সরা-বেশ্যাগণ যাদের সহায় (সঙ্গিনী), 'বদ্ধ-আলাপাঃ কামিনঃ' — আলাপরত কামিগণ (কামী যক্ষগণ), 'প্রত্যহং' — প্রতিদিন, 'রক্তকণ্ঠৈঃ ধনপতিযশঃ উদ্‌গায়দ্‌ভিঃ কিন্নরৈঃ সার্ধং' — মধুরকণ্ঠে উচ্চরবে ধনপতির (কুবেরের) যশোগানে রত কিন্নরগণের সঙ্গে, 'বৈভ্রাজ-আখ্যং বহিঃ-উপবনং নিবিশন্তি' — বৈভ্রাজনামক বাহিরের উপবন ভোগ করে (উপবনে বিহার করে)।

'অক্ষয্য' — যা ক্ষয় করা যায় না। 'অন্তর্ভবনং' — ভবনে। 'বিবুধ-বনিতা' — দেবনারী, অর্থাৎ অপ্সরা। 'বারমুখ্যা' — বেশ্যা। 'রক্ত' — মধুর; অনুরাগান্বিত অর্থও হতে পারে। 'উদ্‌গায়ৎ' — উচ্চরবে গান করছে এমন।

গত্যুৎকম্পাদলকপতিতৈর্যত্র মন্দারপুষ্পৈঃ
পত্রচ্ছেদৈঃ কনককমলৈঃ কর্ণবিভ্রংশিভিশ্চ।
মুক্তাজালৈঃ স্তনপরিসরচ্ছিন্নসূত্রৈশ্চ হারৈ-
র্নৈশো মার্গঃ সবিতুরুদয়ে সূচ্যতে কামিনীনাম্ ॥ ৭৭ ॥

গমনের কম্পনে অলক হ'তে পতিত মন্দারপুষ্প, পত্রখণ্ড, কর্ণ হ'তে ভ্রষ্ট কনককমল, মুক্তাজাল এবং স্তনতটে ছিন্নসূত্র হার যেখানে সূর্যোদয়ে কামিনীগণের নৈশ মার্গ সূচনা করে।

'যত্র সবিতুঃ উদয়ে কামিনীনাং নৈশঃ মার্গঃ সূচ্যতে'— যেখানে সূর্যের উদয়ে (সূর্যোদয় হ'লে) কামিনীগণের নৈশ মার্গ (নৈশ অভিসারের পথ) সূচিত হয়, 'গতি-উৎকম্পাৎ অলকপতিতৈঃ মন্দারপুষ্পৈঃ' — গতিজনিত কম্পনে অলকচ্যুত মন্দারপুষ্পদ্বারা, 'পত্রচ্ছেদৈঃ'— পত্রখণ্ডদ্বারা, 'মুক্তাজালৈঃ'

— মুক্তাজালদ্বারা, 'চ স্তনপরিসর-ছিন্নসূত্রৈঃ হারৈঃ' — এবং স্তনপ্রদেশে যার সূত্র ছিঁড়েছে এমন হারদ্বারা।

'পত্রচ্ছেদ' - মল্লিনাথের অর্থ — পত্রলতার (?) খণ্ড। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে 'পত্রচ্ছেদ্য' আছে, তার অর্থ — নায়কের নানা অভিপ্রায় সূচক বিবিধ আকারে কাটা পাতার টুকরো যা নায়িকাকে পাঠানো হ'ত। বোধ হয় অভিসারিকা এই সাংকেতিক পত্র সঙ্গে নিয়ে যেত এবং ফেরবার সময় ফেলে দিত। 'কনককমল'— স্বর্ণনির্মিত বা স্বর্ণবর্ণ কমল। 'মুক্তা-জাল'— মল্লিনাথের অর্থ — মৌক্তিক সর অর্থাৎ মুক্তার ছড়া। মুক্তাসমূহ অর্থও হ'তে পারে। 'পরিসর'— প্রদেশ বা প্রান্ত।

মত্বা দেবং ধনপতিসখং যত্র সাক্ষাদ্বসন্তং
প্রায়শ্চাপং ন বহতি ভয়ান্মন্মথঃ ষট্‌পদজ্যম্।
সভ্রূভঙ্গপ্রহিতনয়নৈঃ কামিলক্ষ্যেষ্বমোঘৈ-
স্তস্যারম্ভশ্চতুরবনিতাবিভ্রমৈরেব সিদ্ধঃ ॥ ৭৮ ॥

যেখানে কুবেরের সখা মহাদেব স্বয়ং বাস করেন জেনে মন্মথ ভয়ে ভ্রমরপঙ্‌ক্তিরূপ জ্যা-বিশিষ্ট ধনু প্রায় বহন করেন না। চতুর বনিতাগণ সভ্রূভঙ্গ নয়নদ্বারা যে অমোঘ বিভ্রম কামিজনকে লক্ষ্য ক'রে প্রয়োগ করে তাতেই মন্মথের কার্য সিদ্ধ হয়।

'যত্র ধনপতিসখং দেবং সাক্ষাৎ বসন্তং মত্বা' — যেখানে কুবেরের সখা মহাদেব সাক্ষাৎ (স্বয়ং বা সশরীরে) বাস করেন জেনে, 'মন্মথ',— মদন, 'ভয়াৎ ষট্‌পদজ্যং চাপং প্রায়ঃ ন বহতি' ভয়ে ষট্‌পদরূপ জ্যা-বিশিষ্ট ধনু প্রায় বহন (ধারণ) করেন না। 'তস্য আরম্ভঃ' — তাঁর কার্য, 'কামিলক্ষ্যেষু অমোঘৈঃ' — কামিজনরূপ লক্ষ্যে অব্যর্থ, 'সভ্রূভঙ্গ-প্রহিত-

নয়নৈঃ চতুরবনিতাবিভ্রমৈঃ এব সিদ্ধঃ' যাতে ভ্রূভঙ্গীর সহিত নয়ন (দৃষ্টি) প্রযুক্ত হয় এমন চতুর বনিতাগণের বিভ্রমেই (হাবভাবেই) সিদ্ধ হয়।

মহাদেবকর্তৃক পুনরায় দগ্ধ হবার ভয়ে মদন তাঁর ধনু প্রায় ধারণ করেন না, চতুর নারীগণের বিলাসভঙ্গীতেই মদনশরের কাজ হয়। 'ষট্‌পদজ্যা' — ষট্‌পদ যার জ্যা, মদনের ধনুর্গুণ ভ্রমরপঙ্‌ক্তিতে রচিত। 'আরম্ভ' — কার্য, ব্যাপার।

বাসশ্চিত্রং মধু নয়নয়োর্বিভ্রমাদেশদক্ষং
পুষ্পোদ্‌ভেদং সহ কিশলয়ৈর্ভূষণানাং বিকল্পান্।
লাক্ষারাগং চরণকমলন্যাসযোগ্যঞ্চ যস্যা-
মেকঃ সূতে সকলমবলামণ্ডনং কল্পবৃক্ষঃ ॥ ৭৯ ॥

যেখানে একই কল্পবৃক্ষ নারীগণের সকল সজ্জা উৎপাদন করে, যথা — বিচিত্র বসন, নয়নবিভ্রমজনক মধু, কিশলয় সহিত পুষ্পোদ্‌ভেদ, নানাপ্রকার ভূষণ, এবং চরণকমলে লেপনযোগ্য লাক্ষারাগ।

'যস্যাম্ একঃ কল্পবৃক্ষঃ সকলম্ অবলামণ্ডনং সূতে' যেখানে এক (একই) কল্পবৃক্ষ সর্বপ্রকার নারীসজ্জা উৎপাদন করে, [যথা —], 'চিত্রং বাসঃ' বিচিত্র বসন, 'নয়নয়োঃ বিভ্রম-আদেশদক্ষং মধু' – এমন মধু যাতে (যা পান করলে) নেত্রদ্বয়ে বিলাসভাব জন্মায়, 'কিশলয়ৈঃ সহ পুষ্পোদ্‌ভেদং' — নবপল্লবের সহিত পুষ্পোদ্‌গম, 'ভূষণানাং বিকল্পান্' -- ভূষণসমূহের ভেদ (বিবিধ ভূষণ), 'চ চরণকমলন্যাসযোগ্যং লাক্ষারাগং' — এবং চরণকমলে লেপনযোগ্য লাক্ষার রং (অলক্তক)।

'আদেশ' - প্রদর্শন। 'বিভ্রমাদেশদক্ষ' - যা বিভ্রম দেখাতে পারে, বিভ্রমজনক। 'মধু' — মল্লিনাথের অর্থ — মদ্য।

* পত্রশ্যামা দিনকরহয়স্পর্ধিনো যত্র বাহাঃ
শৈলোদগ্রাস্ত্বমিব করিণো বৃষ্টিমন্তঃ প্রভেদাৎ।
যোধাগ্রণ্যঃ প্রতিদশমুখং সংযুগে তস্থিবাংসঃ
প্রত্যাদিষ্টাভরণরুচয়শ্চন্দ্রহাসব্রণাঙ্কৈঃ ॥ ৮০ ॥

যেখানে পত্রতুল্য শ্যামবর্ণ অশ্বগণ সূর্যাশ্বের সদৃশ, শৈলের ন্যায় উন্নতকায় করিগণ মদস্রাব জন্য তোমারই তুল্য বৃষ্টিমান্, সেনানীগণ রাবণের সহিত সম্মুখযুদ্ধের ফলে খড়্গাঘাতচিহ্নে শোভিত।

'যত্র পত্রশ্যামাঃ বাহাঃ দিনকরহয়স্পর্ধিনঃ' -- যেখানে পত্রতুল্য শ্যামবর্ণ অশ্বগণ সূর্যের অশ্বের স্পর্ধা করে (অর্থাৎ সদৃশ), 'শৈল-উদগ্রাঃ করিণঃ প্রভেদাৎ ত্বম্ ইব বৃষ্টিমন্তঃ' শৈলতুল্য উদগ্র (উন্নতকায়) হস্তিগণ মদস্রাবজন্য তোমারই তুল্য বৃষ্টিমান্, 'যোধ-অগ্রণ্যঃ সংযুগে প্রতিদশমুখং তস্থিবাংসঃ'— যুদ্ধের অগ্রণীগণ (সেনানীগণ) সমরে দশমুখের (রাবণের) সম্মুখে ছিল [এজন্য], 'চন্দ্রহাসব্রণ অঙ্কৈঃ প্রত্যাদিষ্ট আভরণরুচয়ঃ' — খড়্গাঘাতচিহ্নদ্বারা আভরণশোভাপ্রদর্শক (অর্থাৎ সম্মুখসমরে লব্ধ খড়্গ-ক্ষতচিহ্নই অলকার বীরবৃন্দের অঙ্গাভরণ)।

'পত্রশ্যাম' --- সূর্যের এক নাম হরিদশ্ব, অলকার অশ্ব পত্রশ্যাম, সেজন্য সূর্যাশ্বের সহিত তুলনায়। 'হয়, বাহ' — অশ্ব। 'প্রভেদ' -- মদস্রাব। 'যোধ' — যুদ্ধ অথবা যোদ্ধা। 'সংযুগ —যুদ্ধ।

তত্রাগারং ধনপতিগৃহানুত্তরেণাস্মদীয়ং
দূরাল্লক্ষ্যং সুরপতিধনুশ্চারুণা তোরণেন।

* এই শ্লোক মল্লিনাথে নেই, কিন্তু পার্শ্বাভ্যুদয়ে আছে।

যস্যোপান্তে কৃতকতনয়ঃ কান্তয়া বর্ধিতো মে
হস্তপ্রাপ্যস্তবকনমিতো বালমন্দারবৃক্ষঃ ॥ ৮১ ॥

যেখানে কুবেরগৃহের উত্তরে ইন্দ্রধনুতুল্য চারু তোরণবিশিষ্ট আমাদের আগার দূর থেকে দেখা যায়। তার প্রান্তে আমার কান্তাকর্তৃক পুত্রবৎ বর্ধিত ক্ষুদ্র মন্দারবৃক্ষ আছে, তা হস্তপ্রাপ্য স্তবকভারে নমিত।

'তত্র ধনপতিগৃহান্ উত্তরেণ'— সেখানে কুবেরগৃহের উত্তরে, 'সুরপতি-ধনুঃ-চারুণা তোরণেন' — ইন্দ্রধনুতুল্য চারু তোরণদ্বারা, 'অস্মদীয়ম্ অগারং দূরাৎ লক্ষ্যম্' — আমাদের আগার দূর থেকে লক্ষ্য (অর্থাৎ ইন্দ্রধনুতুল্য অর্ধবৃত্তাকার বিচিত্রবর্ণ উচ্চ তোরণ আছে ব'লে আমাদের গৃহ দূর থেকে চেনা যায়)। 'যস্য উপান্তে' — যার (আমাদের গৃহের) প্রান্তে, 'মে কান্তযা বর্ধিতঃ কৃতকতনয়ঃ' — আমার কান্তা কর্তৃক বর্ধিত কৃত্রিমপুত্র (আমার প্রিয়া-কর্তৃক পুত্ররূপে কল্পিত এবং সযত্নে পালিত), 'হস্তপ্রাপ্যস্তবকনমিতঃ বালমন্দারবৃক্ষঃ [অস্তি]' — হাতে নাগাল পাওযা যায় এমন স্তবকভারে (পুষ্পগুচ্ছে) নমিত ছোট মন্দারবৃক্ষ আছে।

'সুরপতিধনুশ্চারুণা তোরণেন' — মল্লিনাথের মতে এই তোরণ মণিময-এবং মেঘস্পর্শী সেজন্য ইন্দ্রধনুতুল্য। 'অস্মদীয়' — আমাদের, অর্থাৎ যক্ষদম্পতির। 'অগার' — আগার, বাড়ি। 'কৃতকতনয়' — কৃত্রিমপুত্র, পালিতপুত্র।

বাপী চাস্মিন্ মরকতশিলাবদ্ধসোপানমার্গা
হৈমৈশ্ছন্না বিকচকমলৈঃ স্নিগ্ধবৈদূর্যনালৈঃ।
যস্যাস্তোয়ে কৃতবসতয়ো মানসং সন্নিকৃষ্টং
নাধ্যাস্যন্তি ব্যপগতশুচস্ত্বামপি প্রেক্ষ্য হংসাঃ ॥ ৮২ ॥

সেখানে একটি বাপীও আছে, তার সোপানপথ মরকতশিলায় বাঁধানো এবং তা স্নিগ্ধ বৈদূর্যমণির নালযুক্ত বিকশিত হৈম কমলে আচ্ছন্ন। তার জলে যেসকল হংস বাস করে তারা তোমাকে দেখেও নিশ্চিন্ত থাকবে এবং নিকটস্থ মানস সরোবরে যেতে উৎসুক হবে না।

'অস্মিন্' — এতে (আমাদের বাসস্থানে), 'মরকতশিলাবদ্ধসোপান মার্গা' — যার সোপানপথ (সিঁড়ির সমস্ত ধাপ) মরকতমণি দিয়ে বাঁধানো এমন, 'স্নিগ্ধবৈদূর্যনালৈঃ হৈমৈঃ বিকচকমলৈঃ ছন্না' — স্নিগ্ধ বৈদূর্যমণির নালযুক্ত বিকশিত স্বর্ণকমলে আচ্ছন্ন এমন, 'বাপী চ [অস্তি]' — পুষ্করিণীও আছে। 'যস্যাঃ তোয়ে কৃতবসতয়ঃ হংসাঃ' — যার জলে বসতিকারী হংসগণ, 'ত্বাং প্রেক্ষ্য অপি' — তোমাকে দেখেও, 'ব্যপগতশুচঃ [সন্তঃ]' — বিগতশোক হ'য়ে (অর্থাৎ নিশ্চিন্ত থেকে), 'সন্নিকৃষ্টং মানসং ন আধ্যাস্যন্তি' — সন্নিকটবর্তী মানস সরোবর কামনা করবে না।

'মরকত' — পান্না। 'বৈদূর্য' কেউ কেউ নীলকান্ত (sapphire) অর্থ করেন, তা ঠিক বোধ হয় না। যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে বৈদূর্য — chrysoberyl। এই মণি নানা বর্ণের হয়, একপ্রকারের বর্ণ পদ্ম-নালতুল্য হরিৎ। 'ব্যপগতশুচঃ' - বর্ষায় নদীসরোবরের জল ঘোলা হ'লে হংসগণ মানস সরোবরের নির্মল জলে যায় -- এই প্রবাদ আছে। যক্ষের বাপীর জল সর্বদা নির্মল, সেজন্য মেঘ দেখলেও হংসগণ মানসে যাবার জন্য ব্যগ্র হবে না।

তস্যাস্তীরে রচিতশিখরঃ পেশলৈরিন্দ্রনীলৈঃ
ক্রীড়াশৈলং কনককদলীবেষ্টনপ্রেক্ষণীয়ঃ।
মদ্‌গেহিন্যাঃ প্রিয় ইতি সখে চেতসা কাতরেণ
প্রেক্ষ্যোপান্তস্ফুরিততড়িতং ত্বাং তমেব স্মরামি ॥ ৮৩ ॥

তার তীরে সুন্দর ইন্দ্রনীলমণিময় শিখরযুক্ত ক্রীড়াশৈল আছে, তা কনককদলীতরুর বেষ্টনহেতু দর্শনযোগ্য। সখে, তোমার প্রান্তদেশে বিদ্যুৎস্ফুরণ দেখে আমি কাতরচিত্তে আমার গেহিনীর প্রিয় সেই ক্রীড়াশৈলই স্মরণ করছি।

'তস্যাঃ তীরে' — তার (সেই বাপীর) তীরে, 'পেশলৈঃ ইন্দ্রনীলৈঃ রচিতশিখরঃ' — সুন্দর ইন্দ্রনীল মণিদ্বারা যার শিখর রচিত হয়েছে এমন (অর্থাৎ ইন্দ্রনীলমণিময় চূড়াযুক্ত), 'কনককদলীবেষ্টনপ্রেক্ষণীয়ঃ' — কনককদলীতরুর বেষ্টন থাকায় দর্শনীয় (সুদৃশ্য), 'ক্রীড়াশৈলঃ [অস্তি]' বিহারপর্বত আছে। 'সখে,' 'উপান্তস্ফুরিততড়িতং ত্বাং প্রেক্ষ্য' — প্রান্তদেশে (চারিধারে) বিদ্যুৎ স্ফুরিত হচ্ছে এরূপ তোমাকে দেখে, 'কাতরেণ চেতসা' — কাতর চিত্তে, 'মৎ-গেহিন্যাঃ প্রিয়ঃ ইতি' আমার গৃহিণীর প্রিয় এজন্য, 'তম্ এব স্মরামি' তাকেই (সেই পর্বতকেই) স্মরণ করছি।

'ইন্দ্রনীল' — নীলকান্তমণি। 'প্রেক্ষণীয়' — দর্শনযোগ্য, সুদৃশ্য; অথবা যা সহজেই নজরে পড়ে। বিদ্যুদ্বেষ্টিত মেঘ দেখে যক্ষ কনককদলীবেষ্টিত ইন্দ্রনীলমণিময় ক্রীড়াশৈল স্মরণ করছে।

রক্তাশোকশ্চলকিশলয়ঃ কেশরশ্চাত্র কান্তঃ
প্রত্যাসন্নৌ কুরবকবৃতের্মাধবীমণ্ডপস্য।
একঃ সখ্যাস্তব সহ ময়া বামপাদাভিলাষী
কাঙ্ক্ষত্যন্যো বদনমদিরাং দোহদচ্ছদ্মনাস্যাঃ ॥ ৮৪ ॥

সেখানে কুরুবকবেষ্টিত মাধবীমণ্ডপের সন্নিকটে কম্পমান কিশলয়যুক্ত রক্তাশোক ও কমনীয় বকুলবৃক্ষ আছে। একটি আমারই ন্যায় তোমার সখীর বাম পদ কামনা করে; অন্যটি দোহদচ্ছলে তার বদনমদিরা আকাঙ্ক্ষা করে।

'অত্র' — এখানে (সেই ক্রীড়াশৈলে), 'কুরবকবৃতেঃ মাধবীমণ্ডপস্য প্রত্যাসন্নৌ' — কুরুবকবেষ্টিত মাধবীমণ্ডপের সন্নিকটবর্তী, 'চলকিশলয়ঃ রক্ত-অশোকঃ' — চঞ্চল কিশলয়যুক্ত রক্তাশোক বৃক্ষ 'চ কান্তঃ কেশরঃ [স্তঃ]' — এবং সুন্দর বকুল বৃক্ষ আছে। 'একঃ ময়া সহ তব সখ্যাঃ বামপাদ-অভিলাষী' একটি (প্রথমটি, রক্তাশোক) আমার সহিত (আমারই তুল্য) তোমার সখার (যক্ষপ্রিয়ার) বাম চরণের অভিলাষী 'অন্যঃ দোহদ-ছদ্মনা অস্যাঃ বদনমদিরাং কাঙ্ক্ষতি' — অন্যটি (বকুল দোহদচ্ছলে তার (যক্ষপ্রিয়াব) বদনমদিরা আকাঙ্ক্ষা করে।

'রক্তাশোক' — যে অশোক গাছে লাল ফুল হয়। 'কেশর' — বকুল। 'কুরবক' — কুরুবক, ঝিন্টী বা ঝাঁটি গাছ। 'একঃ সখ্যাঃ' ইত্যাদি -- প্রবাদ আছে যে সুন্দরী রমণী বাঁ পা দিয়ে আঘাত করলে অশোকতরু মঞ্জরিত হয় এবং মুখে মদ নিয়ে বকুলগাছে দিলে তাতে ফুল ধরে। 'দোহদ' — গর্ভিণীর যে দ্রব্যে সাধ হয়। 'ময়া সহ' - অশোক ও বকুল বৃক্ষের ন্যায় যক্ষও প্রিয়ার পা (ঠেপবার জন্য) ও বদনমদিরা কামনা করে।

তন্মধ্যে চ স্ফটিকফলকা কাঞ্চনী বাসযষ্টি-
র্মূলে বদ্ধা মণিভিরনতিপ্রৌঢ়বংশপ্রকাশৈঃ।
তালৈঃ শিঞ্জাবলয়সুভগৈর্নর্তিতঃ কান্তয়া মে
যামধ্যাস্তে দিবসবিগমে নীলকণ্ঠঃ সুহৃদ্ বঃ ॥ ৮৫ ॥

আরও সেই তরুদ্বয়ের মধ্যে স্ফটিকফলকযুক্ত কাঞ্চনময় বাসযষ্টি আছে, তার নিম্নদেশ অনতিপক্ক বংশের তুল্য আভাময় মণির দ্বারা বদ্ধ। তোমার সুহৃৎ ময়ূর দিবাবসানে তাতে বসলে আমার কান্তা বলয় শিঞ্জিত ক'রে মধুর করতালি দিয়ে তাকে নাচায়।

'চ তন্মধ্যে' – এবং (আরও) তাদের মধ্যে (অশোক আর বকুল গাছের মাঝখানে), 'অনতিপ্রৌঢ়বংশপ্রকাশৈঃ মণিভিঃ মূলে বদ্ধা'— অনতিপক্ক বাঁশের রঙের মণি দিয়ে যার গোড়া বাঁধানো এমন, 'স্ফটিকফলকা কাঞ্চনী বাসযষ্টিঃ [অস্তি]' – স্ফটিকের ফলক (পীঠ) যুক্ত সোনার দাঁড় আছে। বঃ সুহৃৎ নীলকণ্ঠঃ' — তোমার বন্ধু ময়ূর, 'শিঞ্জাবলয়সুভগৈঃ তালৈঃ' — শিঞ্জিত বলয়ের জন্য মধুর করতালিতে, 'মে কান্তয়া নর্তিতঃ [সন্]' — আমার কান্তাকর্তৃক নর্তিত হয়ে, 'দিবসবিগমে যাম্ অধ্যাস্তে' — দিবাবসানে যাতে অবস্থান করে (বসে)।

'বাসযষ্টি' — পাখির দাঁড়। এর দণ্ড সোনার, উপরে বসবার পিঁড়েটি স্ফটিকের, নীচের দিক্ মণি দিয়ে বাঁধানো — যার রং আধপাকা বাঁশের মতন। 'প্রকাশ' — সদৃশ। 'তাল —করতালি। 'শিঞ্জা' শিঞ্জন, নিক্বণ। 'শিঞ্জাবলয়সুভগ' — শব্দায়মান বলয়ের জন্য রমণীয়।

এভিঃ সাধো হৃদয়নিহিতৈর্লক্ষণৈর্লক্ষয়েথাঃ
দ্বারোপান্তে লিখিতবপুষৌ শঙ্খপদ্মৌ চ দৃষ্ট্বা।
ক্ষামচ্ছায়ং ভবনমধুনা মদ্‌বিয়োগেন নূনং
সূর্যাপায়ে ন খলু কমলং পুষ্যতি স্বামভিখ্যাম্ ॥ ৮৬ ॥

হে সাধো, তোমার হৃদয়নিহিত এইসকল লক্ষণদ্বারা এবং দ্বারপার্শ্বে অঙ্কিত শঙ্খপদ্মের চিত্র দেখে আমার ভবন চিনতে পারবে; তা এখন আমার বিরহে নিশ্চয়ই ক্ষীণপ্রভ। সূর্যের অভাবে কমল কখনই নিজ শোভা ধারণ করে না।

'সাধো', 'হৃদয়নিহিতৈঃ এভিঃ লক্ষণৈঃ' — হৃদয়নিহিত (তোমার মনে গ্রথিত, যা ভুলবে না এমন) এই সকল (পূর্বোক্ত) লক্ষণদ্বারা,

'[তথা] দ্বার-উপান্তে লিখিত-বপুষৌ শঙ্খপদ্মৌ দৃষ্ট্বা' - এবং দ্বারের পার্শ্বে যাদের আকৃতি লিখিত (চিত্রিত) আছে এমন শঙ্খপদ্ম দেখে, 'মদ্‌বিয়োগেন অধুনা নূনং ক্ষামচ্ছায়ং ভবনং লক্ষয়েথাঃ' — আমার বিয়োগে (আমি না থাকায়) এখন যা নিশ্চিত ক্ষীণপ্রভ হয়েছে এমন ভবন চিনতে পারবে। 'সূর্য-অপায়ে কমলং স্বাম্ অভিখ্যাং খলু ন পুষ্যতি' --- সূর্যের অভাবে কমল নিজের শোভা নিশ্চয় ধারণ করে না।

'সাধো' --- মল্লিনাথের মতে এখানে অর্থ—নিপুণ। 'লিখিতবপুষৌ' — 'বপুস্' — শরীর, আকৃতি। শঙ্খ ও পদ্ম কুবেরের নবনিধির অন্তর্গত। এই দুইএর মূর্তি মাঙ্গলিক চিহ্নরূপে মনুষ্যাকারে চিত্রিত হ'ত। 'ক্ষাম' --- ক্ষীণ। 'ছায়া' - প্রভা। 'ক্ষামচ্ছায়' — ক্ষীণপ্রভ, শ্রীহীন। 'অভিখ্যা' -- শোভা।

গত্বা সদ্যঃ কলভতনুতাং শীঘ্রসম্পাতহেতোঃ
ক্রীড়াশৈলে প্রথমকথিতে রম্যসানৌ নিষণ্ণঃ।
অর্হস্যন্তর্ভবনপতিতাং কর্তুমল্পাল্পভাসং
খদ্যোতালীবিলসিতনিভাং বিদ্যুদুন্মেষদৃষ্টিম্॥ ৮৭॥

শীঘ্র প্রবেশের জন্য তখনই করভতুল্য শরীর ধারণ ক'রে পূর্বকথিত রম্যসানুযুক্ত ক্রীড়াশৈলে বসবে, এবং অল্প অল্প প্রকাশিত খদ্যোতশ্রেণীর স্ফুরণের তুল্য বিদ্যুৎ-উন্মেষ রূপ দৃষ্টি ভবনের মধ্যে নিক্ষেপ করবে।

'শীঘ্রসম্পাতহেতোঃ'— শীঘ্র (অর্থাৎ অনায়াসে) প্রবেশের জন্য, 'সদ্যঃ কলভতনুতাং গত্বা'— তখনই করভ (হস্তিশাবক) তুল্য তনু (দেহ) প্রাপ্ত হয়ে (ধারণ ক'রে), 'প্রথমকথিতে রম্যসানৌ ক্রীড়াশৈলে নিষণ্ণঃ [সন্]' — প্রথমে কথিত (পূর্বোক্ত) ক্রীড়াশৈলে উপবিষ্ট হয়ে,

'অল্প-অল্পভাসং' - - অল্প অল্প প্রকাশিত, 'খদ্যোত-আলী-বিলসিতনিভাং' — খদ্যোতশ্রেণীর স্ফুরণের তুল্য, 'বিদ্যুৎ-উন্মেষদৃষ্টিম্' — বিদ্যুৎপ্রকাশরূপ [তোমার] দৃষ্টি, 'অন্তর্ভবনপতিতাং কর্তুম্ অর্হসি' — গৃহের ভিতরে পতিত (নিক্ষেপ) করবে।

'কলভ' — করভ, হস্তিশাবক। সানু' --- পর্বতের শিখর বা সমতল উপরিভাগ। 'অন্তর্ভবন — ভবনের ভিতর।

তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ ॥ ৮৮ ॥

তন্বী, শ্যামা, শিখরিদশনা, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী, ক্ষীণমধ্যা, চকিতহরিণী-প্রেক্ষণা, নিম্ননাভি, শ্রোণীভারে অলসগমনা, স্তনভারে ঈষৎ অবনতা, যুবতিবিষয়ে বিধাতার আদ্যা সৃষ্টির তুল্য যে সেখানে আছে—

'তন্বী, শ্যামা, শিখরদশনা, পক্কবিম্ব-অধর-ওষ্ঠী, মধ্যে ক্ষামা, চকিত-হরিণীপ্রেক্ষণা, নিম্ননাভিঃ, শ্রোণীভারাৎ অলসগমনা, স্তনাভ্যাং স্তোকনম্রা, যুবতিবিষয়ে ধাতুঃ আদ্যা সৃষ্টিঃ ইব যা তত্র স্যাৎ' -- (উপরের অনুবাদ অন্বয়-অনুযায়ী)।

'তন্বী' — কৃশাঙ্গী, একহারা। 'শ্যামা' — মল্লিনাথের অর্থ যুবতী বা যৌবনমধ্যস্থা। অন্যান্য অর্থ — তপ্তকাঞ্চনবর্ণা নারী যার গাত্র শীতকালে সুখোষ্ণ, গ্রীষ্মে সুখশীতল : শ্যামাঙ্গী (brunette) ; যে যুবতীর সন্তান হয় নি। 'শিখরিদশনা' — মল্লিনাথের মতে যার দন্ত সূক্ষ্মাগ্র ; হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন—ইঁদুরদাঁতী। এইরকম দাঁত ভাগ্যবতীর লক্ষণ। 'বিম্ব'—

তেলাকুচো ফল। 'অধরোষ্ঠ'—নীচের ঠোঁট। 'মধ্যে ক্ষামা'—যার মধ্যদেশ (কটি বা উদর) ক্ষীণ। 'চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা' — চকিত হরিণীর তুল্য যার চক্ষু। 'নিম্ননাভি' — যার নাভি গভীর। 'স্তোকনম্রা' — ঈষৎ অবনতা। 'যুবতিবিষয়ে' ইত্যাদি — যুবতীসম্বন্ধে বিধাতার আদ্যা অর্থাৎ সর্বোত্তমা সৃষ্টি।

তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং
দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাম্।
গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষ্বেষু গচ্ছৎসু বালাং
জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্॥ ৮৯ ॥

তার সহচর আমি দূরে থাকায় সে চক্রবাকীর তুল্য একাকিনী ও অল্পভাষিণী হয়ে আছে। তাকে আমার দ্বিতীয় প্রাণ ব'লে জানবে। এই দীর্ঘ দিবস যাপনে অতি উৎকণ্ঠিতা সেই বালা শিশিরমথিতা পদ্মিনীর ন্যায় অন্যরূপা হয়েছে মনে করি।

'সহচরে ময়ি দূরীভূতে [সতি]' — সহচর আমি দূরস্থ হওয়ায়, 'চক্রবাকীম্ ইব একাং পরিমিতকথাং' — চক্রবাকীর তুল্য একাকিনী [ও] অল্পভাষিণী, 'তাং মে দ্বিতীয়ং জীবিতং জানীথাঃ' — তাকে আমার দ্বিতীয় জীবন (প্রাণস্বরূপা) জেনো। 'এষু গুরুষু দিবসেষু গচ্ছৎসু' — এই দীর্ঘ দিবস যাপনে, 'গাঢ়-উৎকণ্ঠাং [তাং] বালাং' — অতিশয় উৎকণ্ঠিতা সেই বালা, 'শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বা অন্যরূপাং জাতাং মন্যে' — শিশির মথিতা পদ্মিনীর তুল্য অন্যরূপা (শ্রীহীনা) হয়েছে মনে করি।

'পরিমিতকথা' — বিরহের দুঃখে অল্পভাষিণী। 'দূরীভূতে' ইত্যাদি — সহচর চক্রবাকের বিরহে চক্রবাকীর তুল্য। 'গুরুষু দিবসেষু গচ্ছৎসু' — বিরহহেতু দীর্ঘ অথবা দুর্বহ দিবসযাপনে। 'শিশিরমথিতা' — শীতকালে

অথবা তুষারপাতে বিশীর্ণা। 'বা' — সদৃশ, তুল্য। 'অন্যরূপা' — যার স্বাভাবিক রূপ অন্যরকম হয়ে গেছে, শ্রীহীনা, মলিনা।

নূনং তস্যাঃ প্রবলরুদিতোচ্ছূননেত্রং প্রিয়ায়াঃ
নিঃশ্বাসানামশিশিরতয়া ভিন্নবর্ণাধরোষ্ঠম্।
হস্তন্যস্তং মুখমসকলব্যক্তি লম্বালকত্বা-
দিন্দোর্দৈন্যং ত্বদনুসরণক্লিষ্টকান্তেবিভর্তি ॥ ৯০ ॥

প্রবল রোদনের ফলে স্ফীতনেত্র, উষ্ণ নিঃশ্বাসে যার অধরোষ্ঠ বিবর্ণ হয়েছে, অলক লম্বিত থাকায় যা অল্প দেখা যাচ্ছে, হস্তে স্থাপিত সেই প্রিয়ার মুখ নিশ্চয় মেঘাক্রান্ত ইন্দুর ন্যায় মলিনকান্তি হয়েছে।

'প্রবলরুদিত উচ্ছূননেত্রং' — প্রবল রোদন হেতু স্ফাতনেত্র, 'নিঃশ্বাসানাম্ অ-শিশিরতয়া ভিন্নবর্ণ-অধরোষ্ঠং' — নিঃশ্বাসের উষ্ণতা হেতু যার অধরোষ্ঠ বিবর্ণ, 'লম্ব-অলকত্বাৎ অ-সকলব্যক্তি' — লম্বিত অলক হেতু যা সম্পূর্ণ ব্যক্ত নয়, 'হস্তন্যস্তং' — হস্তে ন্যস্ত, 'তস্যাঃ প্রিয়ায়াঃ মুখং' — সেই প্রিয়ার মুখ, 'ত্বৎ-অনুসরণক্লিষ্টকান্তেঃ ইন্দোঃ দৈন্যং নূনং বিভর্তি' — তোমার অনুসরণের জন্য ক্লিষ্টকান্তি (মেঘাবরণের জন্য মলিন) ইন্দুর দৈন্য (দুর্দশা) নিশ্চয় ধারণ করেছে।

'অশিশিরতা' — শীতলতার অভাব, উষ্ণতা। 'ভিন্নবর্ণ' — যার স্বাভাবিক আরক্তবর্ণ নেই, বিবর্ণ। 'অধরোষ্ঠ' — নীচের ঠোঁট। 'অসকলব্যক্তি' — চুল ঝুলে থাকায় যা পুরো দেখা যায় না।

আলোকে তে নিপততি পুরা সা বলিব্যাকুলা বা
মৎসাদৃশ্যং বিরহতনু বা ভাবগম্যং লিখন্তী।

পৃচ্ছন্তী বা মধুরবচনাং সারিকাং পঞ্জরস্থাং
কচ্চিদ্ ভর্তুঃ স্মরসি রসিকে ত্বং হি তস্য প্রিয়েতি ॥৯১॥

সে অচিরে তোমার দৃষ্টিপথে পড়বে ; হয়তো পূজায় ব্যাপৃত আছে, অথবা কল্পনা করে আমার বিরহকৃশ প্রতিকৃতি আঁকছে, অথবা পিঞ্জরস্থা মধুরবচনা সারিকাকে প্রশ্ন করছে — 'রসিকে, তুমি কি ভর্তাকে স্মরণ কর ? তুমি তো তাঁর প্রিয়া ছিলে।'

'বা বলিব্যাকুলা' — হয়তো পূজায় ব্যাপৃতা, 'বা ভাবগম্যং বিরহতনু মৎসাদৃশ্যং লিখন্তী' — অথবা অনুমানকল্পিত বিরহকৃশ আমার প্রতিকৃতি অঙ্কনে রতা, 'বা, রসিকে, ভর্তুঃ কচ্চিৎ স্মরসি, ত্বং হি তস্য প্রিয়া' — অথবা রসিকে, ভর্তাকে কি স্মরণ কর ? তুমি তো তাঁর প্রিয়পাত্রী, 'ইতি পঞ্জরস্থাং মধুরবচনাং সারিকাং পৃচ্ছন্তী'—এই কথা পিঞ্জরস্থা মধুরবচনা সারিকাকে জিজ্ঞাসমানা, 'সা তে আলোকে পুরা নিপততি'—সে (যক্ষপত্নী) তোমার দৃষ্টিতে অচিরে পড়বে।

'আলোকে' — দৃষ্টিতে, নজরে। 'পুরা' — অচিরে, অর্থাৎ যক্ষপত্নীর দেখা পেতে বেশী দেরি হবে না। 'ভাবগম্য' — সম্ভাবনায় যা অনুমিত হয়, অর্থাৎ মনঃকল্পিত। 'পৃচ্ছন্তী' — যে প্রশ্ন করছে, জিজ্ঞাসমানা। 'লিখন্তী' — যে লিখছে বা আঁকছে, চিত্রণরতা। 'সারিকা' — স্ত্রী-শালিক অথবা ময়না। 'পঞ্জর' — পিঞ্জর। 'ভর্তুঃ' — ভর্তার, কিন্তু এখানে অর্থ ভর্তাকে অর্থাৎ যক্ষকে।

উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্য নিক্ষিপ্য বীণাং
মদ্গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্গাতুকামা।

তন্ত্রীমার্দ্রাং নয়নসলিলৈঃ সারয়িত্বা কথঞ্চিদ্-
ভূয়োভূয়ঃ স্বয়মপি কৃতাং মূর্ছনাং বিস্মরন্তী ॥ ৯২ ॥

হে সৌম্য, অথবা মলিনবসন ক্রোড়ে বীণা রেখে আমার নামসংবলিত পদযুক্ত গান গাইতে গিয়ে নয়নসলিলে আর্দ্র তন্ত্রী কোনও প্রকারে চালনা ক'রে বার বার স্বকৃত মূর্ছনাও ভুলে যাচ্ছে।

'সৌম্য', 'বা মলিনবসনে উৎসঙ্গে বীণাং নিক্ষিপ্য'— অথবা মলিনবসন-যুক্ত ক্রোড়ে বীণা ফেলে (রেখে), 'মদ্‌গোত্র-অঙ্কং বিরচিতপদং গেয়ম্'— আমার নামযুক্ত পদাবলীতে বিরচিত গান, 'উদ্‌গাতুকামা [সা]' — গাইতে অভিলাষিণী সে (যক্ষপত্নী), 'নয়নসলিলৈঃ আর্দ্রাং তন্ত্রীং কথঞ্চিৎ সারয়িত্বা' — নয়নসলিলে আর্দ্র তন্ত্রী কোনও প্রকারে চালনা ক'রে, 'ভূয়োভূয়ঃ স্বয়ং কৃতাং মূর্ছনাম্ অপি' — বার বার নিজকৃত (বার বার যা নিজে অভ্যাস করেছে এমন) মূর্ছনাও, 'বিস্মরন্তী — যে ভুলে যাচ্ছে (অর্থাৎ এইরূপ অবস্থায় তাকে দেখতে পাবে)।

'সারয়িত্বা' — মল্লিনাথের অর্থ — আর্দ্রতামোচনের জন্য হাত দিয়ে মুছে। বোধ হয় অপেক্ষাকৃত সরল অর্থ — চালনা ক'রে, অর্থাৎ যক্ষপত্নী বীণার ভিজে তাঁত কোনও রকমে বাজাবার চেষ্টা করছে। 'মূর্ছনা'— স্বরের আরোহণ বা অবরোহণের ক্রম, সংগীতের স্বরবিন্যাস।

শেষান্ মাসান্ বিরহদিবসস্থাপিতস্যাবধের্বা
বিন্যস্যন্তী ভুবি গণনয়া দেহলীদত্তপুষ্পৈঃ।
মৎসঙ্গং বা হৃদয়নিহিতারম্ভমাস্বাদয়ন্তী
প্রায়েণৈতে রমণবিরহেষ্বঙ্গনানাং বিনোদাঃ ॥ ৯৩ ॥

অথবা দেহলীতে রক্ষিত পুষ্প ভূমিতে সাজিয়ে বিরহদিবস থেকে আরম্ভ ক'রে অবশিষ্ট মাসগুলি গণনা করছে। অথবা হৃদয়ে কল্পনা ক'রে

আমার সঙ্গে সম্ভোগ অনুভব করছে। প্রিয়বিরহে অঙ্গনাগণের প্রায় এইসকলই বিনোদনের উপায়।

'বা' — অথবা, 'বিরহদিবসস্থ স্থাপিতস্য অবধেঃ' — বিরহদিবস থেকে নির্ধারিত অবধির (আরম্ভ হ'তে অবসান পর্যন্ত নির্ধারিত বিরহকালের), 'শেষান্ মাসান্' — অবশিষ্ট মাসগুলি, 'দেহলীদত্তপুষ্পৈঃ গণনয়া ভুবি বিন্যস্যন্তী' — দেহলীতে রক্ষিত পুষ্পদ্বারা গণনা ক'রে ভূতলে যে বিন্যাস করছে। 'বা' — অথবা, 'হৃদযনিহিত-আরম্ভং সম্ভোগং' — যার উপক্রম হৃদয়ে (মনে) কল্পিত হয়েছে এমন সম্ভোগ, 'আস্বাদয়ন্তী' — যে আস্বাদ (অনুভব) করছে (অর্থাৎ তাকে তুমি দেখবে)। 'রমণবিরহেষু অঙ্গনানাং প্রায়েণ এতে বিনোদাঃ'—(উপরের অনুবাদ দ্রষ্টব্য)।

'বিরহদিবয়স্য স্থাপিতস্য অবধেঃ' — মল্লিনাথের মতে 'স্থাপিত' — আরম্ভ হ'তে নির্ধারিত, 'অবধি' — অন্ত। 'অবধি'র অন্যান্য অর্থ— সীমা, extent ; সময়, period। তদনুসারে ব্যাখ্যা হ'তে পারে — নির্ধারিত বিরহকালের সীমার, অর্থাৎ সমগ্র বিরহকালের, বিরহের মেয়াদের (এক বৎসর)। 'দেহলীদত্তপুষ্পৈঃ' ইত্যাদি — 'দেহলী' --- মল্লিনাথের মতে দ্বারের আধারকাষ্ঠ অর্থাৎ গোবরাঠ। কিন্তু যক্ষপত্নী চলার পথে ফুল রাখবে কেন ? 'দেহলী'র অন্য অর্থ — দ্বারের সম্মুখস্থ রোয়াক বা দাওয়া। সম্ভবত যক্ষপত্নী গৃহদ্বারের কাছে কোনও পীঠের উপর প্রত্যহ একটি ক'রে ফুল রাখত আর মাঝে মাঝে তা মেঝেতে নামিয়ে গুনে দেখত ৩৬৫ দিন পূরণের কত বাকি। 'হৃদয়নিহিতারম্ভ' — মল্লিনাথের মতে 'আরম্ভ' — উপক্রম অথবা ব্যাপার। ব্যাপার (অনুষ্ঠান) অর্থ অধিকতর সংগত মনে হয়। 'রমণ' — প্রিয়, বল্লভ। 'বিনোদ' — কালযাপনের উপায়।

সব্যাপারামহনি ন তথা পীড়য়েন্মদ্বিয়োগঃ
শঙ্কে রাত্রৌ গুরুতরশুচং নির্বিনোদাং সখীং তে !

মৎসন্দেশৈঃ সুখয়িতুমলং পশ্য সাধ্বীং নিশীথে
তামুন্নিদ্রামবনিশয়নাং সৌধবাতায়নস্থঃ ॥ ৯৪ ॥

আমার বিরহ তোমার সখীকে দিবসে তত পীড়িত করবে না, কারণ সে কার্যে ব্যাপৃতা থাকবে। রাত্রিতে কালযাপনের উপায় না থাকায় তার শোক গুরুতর হবে আশঙ্কা করি। সেই বিনিদ্রা ভূমিশয়না সাধ্বীকে আমার সংবাদে প্রচুর সুখী করবার জন্য তুমি নিশীথে সৌধবাতায়নে থেকে তাকে দেখো।

'মদ্‌বিযোগঃ সব্যাপারাং তে সখীম্ অহনি তথা ন পীড়য়েৎ' - আমার বিরহ ব্যাপারযুক্ত (কার্যে ব্যাপৃতা) তোমার সখীকে দিবসে তত পীড়িত করবে না। 'রাত্রৌ নির্বিনোদাং তাং গুরুতরশুচং শঙ্কে' — রাত্রিতে বিনোদহীনা (কালযাপনের উপায়হীনা) তাকে গুরুতর শোকান্বিতা আশঙ্কা করি। 'তাম্ উন্নিদ্রাম্ অবনিশয়নাং সাধ্বীং' — সেই নিদ্রাহীনা ভূতলশায়িনী সাধ্বীকে, 'মৎসন্দেশৈঃ অলং সুখয়িতুং' — আমার সংবাদে প্রচুর সুখী করবার জন্য, 'নিশীথে সৌধবাতায়নস্থঃ [সন্] পশ্য' — নিশীথে সৌধবাতায়নে থেকে দেখো।

'নির্বিনোদা' — যার বিনোদের অর্থাৎ সময় কাটাবার উপায় নেই।

আধিক্ষামাং বিরহশয়নে সন্নিষণ্ণৈকপার্শ্বাং
প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাত্রশেষাং হিমাংশোঃ।
নীতা রাত্রিঃ ক্ষণ ইব ময়া সার্ধমিচ্ছারতৈর্যা
তামেবোষ্ণৈর্বিরহমহতীমশ্রুভির্যাপয়ন্তীম্ ॥ ৯৫ ॥

সে দুঃখে শীর্ণা, বিরহশয়নে একপার্শ্বে স্থিতা, পূর্বদিগন্তে চন্দ্রের কলামাত্রাবশিষ্ট মূর্তির তুল্য। যে রাত্রি আমার সঙ্গে ইচ্ছামত ক্রীড়ায়

ক্ষণকালের তুল্য কেটেছে, সেই বিরহদীর্ঘ রাত্রি এখন সে উষ্ণ অশ্রুপাতে যাপন করছে।

'আধিক্ষামাং' — মনোব্যথায় শীর্ণা, 'বিরহশয়নে সন্নিষণ্ণ-একপার্শ্বাং'— বিরহশয্যায যে এক পার্শ্ব রেখেছে (একপার্শ্বে শয়িতা), 'প্রাচীমূলে কলামাত্রশেষাং' — পূর্বপ্রান্তে (পূর্বাকাশের নিম্নে) এক কলামাত্র অবশিষ্ট আছে এমন, 'হিমাংশোঃ তনুঃ ইব' — চন্দ্রের মূর্তির তুল্য। 'ময়া সহ ইচ্ছারতৈঃ যা রাত্রিঃ ক্ষণঃ ইব নীতা' — আমার সঙ্গে ইচ্ছাকৃত ক্রীড়ায় যে রাত্রি ক্ষণের তুল্য কেটেছে, 'বিরহমহতীম্ তাম্ এব উষ্ণৈঃ অশ্রুভিঃ'— বিরহদীর্ঘ তাই (সেই রাত্রিই) উষ্ণ অশ্রুতে (অশ্রুপাতে), 'যাপয়ন্তীম্' — যে যাপন করছে, [তাকে দেখো]।

'আধি' — মানসিক দুঃখ। 'প্রাচীমূলে'— পূর্বদিকপ্রান্তে, পূর্বদিগন্তে। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর চন্দ্রকলা সূচিত হচ্ছে। 'বিরহমহতী' — বিরহের জন্য গুরু, অর্থাৎ দীর্ঘবৎ প্রতীত অথবা দুঃসহ। 'ক্ষণ' — এর এক অর্থ উৎসব, তাও ধ্বনিত হচ্ছে।

পাদানিন্দোরমৃতশিশিরান্ জালমার্গপ্রবিষ্টান্
পূর্বপ্রীত্যা গতমভিমুখং সন্নিবৃত্তং তথৈব।
চক্ষুঃ খেদাৎ সলিলগুরুভিঃ পক্ষ্মভিশ্ছাদয়ন্তীম্
সাভ্রেহহ্নীব স্থলকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাম্॥ ৯৬॥

পূর্বপ্রীতির জন্য তার চক্ষু গবাক্ষপথে প্রবিষ্ট অমৃততুল্য শীতল ইন্দুকিরণের অভিমুখে যাচ্ছে, কিন্তু তখনই ফিরে আসছে। খেদের জন্য অশ্রুভারাক্রান্ত পক্ষ্মে তার চক্ষু আবৃত হচ্ছে, যেন মেঘাচ্ছন্ন দিনে অর্ধবিকশিত অর্ধমুদ্রিত স্থলকমলিনী।

'পূর্বপ্রীত্যা' — পূর্বপ্রীতির জন্য (আগে ভাল লাগত ব'লে), 'জালমার্গপ্রবিষ্টান্ ইন্দোঃ অমৃতশিশিরান্ পাদান্ অভিমুখং গতং'— গবাক্ষপথে প্রবিষ্ট চন্দ্রের অমৃততুল্য শীতল কিরণের অভিমুখে ধাবিত, 'তথা-এব সন্নিবৃত্তং চক্ষুঃ' — [আবার] তখনই প্রত্যাগত চক্ষু (দৃষ্টি), 'খেদাৎ সলিলগুরুভিঃ পক্ষ্মভিঃ ছাদয়ন্তীং' — খেদজন্য অশ্রুভারাক্রান্ত পক্ষ্ম (নেত্রলোম) দ্বারা আচ্ছাদন করছে এমন, 'স-অভ্রে অহ্নি ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাং স্থলকমলিনীম্ ইব' — মেঘযুক্ত দিনে উন্মুক্ত নয় মুদ্রিতও নয় এমন স্থলপদ্মের তুল্য [তাকে দেখো]।

'পাদ' — কিরণ। 'জাল' — জানালা। 'সাভ্র' — অভ্র-সহিত, মেঘযুক্ত। 'ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাং' — যা জাগে নি ঘুমিয়েও নেই অর্থাৎ আধফোটা।

নিঃশ্বাসেনাধরকিশলয়ক্লেশিনা বিক্ষিপন্তীং
শুদ্ধস্নানাৎ পরুষমলকং নূনমাগণ্ডলম্বম্।
মৎসম্ভোগঃ কথমুপনয়েৎ স্বপ্নজোঽপীতি নিদ্রা-
মাকাঙ্ক্ষন্তীং নয়নসলিলোৎপীড়রুদ্ধাবকাশাম্ ॥ ৯৭ ॥

নিঃশ্বাসে তার কিশলয়তুল্য অধর ক্লিষ্ট হচ্ছে, বিনা তৈলে স্নান হেতু গণ্ড পর্যন্ত লম্বিত রুক্ষ অলক নিশ্চয় বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। যদি স্বপ্নেও আমার সঙ্গলাভ হয়—এই আশায় সে নিদ্রা কামনা করছে, কিন্তু নয়ন-সলিলের প্রবাহ বাধা দিচ্ছে।

'অধরকিশলয়ক্লেশিনা নিঃশ্বাসেন' — কিশলয়তুল্য-অধর-পীড়নকারী নিঃশ্বাসদ্বারা (অর্থাৎ উষ্ণ নিঃশ্বাসে), 'শুদ্ধস্নানাৎ পরুষম্ আগণ্ডলম্বম্ অলকং নূনং বিক্ষিপন্তীং' — শুধু (তৈলাদিরহিত) স্নানের জন্য রুক্ষ আগণ্ডলম্বিত অলক নিশ্চয় বিক্ষিপ্ত করছে এমন (অর্থাৎ উষ্ণ নিঃশ্বাসে যার রুক্ষ কেশ

নড়ছে এমন), 'স্বপ্নজঃ অপি মৎসম্ভোগঃ কথম্ উপনয়েৎ ইতি' — আমার সঙ্গে স্বপ্নজ সম্ভোগও কি করে পাবে এই [ভেবে] (অন্তত স্বপ্নেও যাতে আমার সঙ্গলাভ হয় সেই চেষ্টায়), 'নয়নসলিল-উৎপীড়রুদ্ধ-অবকাশাং নিদ্রাম্ আকাঙ্ক্ষন্তীম্' — নয়নজলের উৎপীড়নে আগমন রুদ্ধ হয়েছে এরূপ নিদ্রা যে আকাঙ্ক্ষা করছে, [তাকে দেখো]।

'শুদ্ধস্নান' — শুধু জলে অর্থাৎ রুখো স্নান। 'অলক' — চূর্ণকুন্তল, সমুখের বা পাশের আলগা চুল। 'আগণ্ডলম্ব' — যা গাল পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে, অর্থাৎ অসংবৃত। 'উৎপীড়' — উৎপীড়ন, অর্থাৎ প্রবল প্রবাহ বা প্লাবন। 'রুদ্ধাবকাশা' — যার অবকাশ (প্রবেশ, আগম, সঞ্চার) রুদ্ধ হয়েছে, অর্থাৎ বাধাপ্রাপ্ত।

আদ্যে বদ্ধা বিরহদিবসে যা শিখা দাম হিত্বা
শাপস্যান্তে বিগলিতশুচা তাং ময়োদ্‌বেষ্টনীয়াম্।
স্পর্শক্লিষ্টাময়মিতনখেনাসকৃৎ সারয়ন্তীং
গণ্ডাভোগাৎ কঠিনবিষমামেকবেণীং করেণ ॥ ৯৮ ॥

প্রথম বিরহদিবসে মাল্য বর্জন ক'রে যে বেণী বদ্ধ হয়েছিল, শাপের অন্তে বীতশোক হয়ে আমি তা খুলে দেব। সেই কঠিন কর্কশ বেণী স্পর্শে ক্লেশকর। তার হাতের নখ কাটা হয় নি ; সেই হাত দিয়ে সে বার বার গণ্ডদেশ থেকে বেণী সরিয়ে দিচ্ছে।

'আদ্যে বিরহদিবসে দাম হিত্বা যা শিখা বদ্ধা' — প্রথম বিরহদিবসে মাল্য বর্জন ক'রে যে বেণী বদ্ধ [হয়েছিল], 'শাপস্য অন্তে বিগলিতশুচা ময়া উদ্‌বেষ্টনীয়াং' — শাপের অন্তে বিগতশোক আমাকর্তৃক উন্মোচনীয়, 'স্পর্শক্লিষ্টাং কঠিনবিষমাং তাম্ একবেণীং'— স্পর্শে ক্লেশকর কঠিন ও কর্কশ

সেই একবেণী, 'অয়মিতনখেন করেণ গণ্ড-আভোগাৎ অসকৃৎ সারয়ন্তীম্' — অকর্তিতনখ হস্তদ্বারা গণ্ডদেশ থেকে বার বার সরিয়ে দিচ্ছে এরূপ, [তাকে দেখো]।

'শিখা' — বেণী। 'উদ্‌বেষ্টনীয়া' — যার পাক খুলতে হবে। 'স্পর্শ-ক্লিষ্টা' — যা ছুঁলে কেশমূলে ব্যথা লাগে (মল্লিনাথ)। 'অয়মিতনখ' — যার নখ যমিত বা সংযত নয়, অকর্তিত। 'গণ্ডাভোগাৎ' — গণ্ডের আভোগ (বিস্তার) থেকে, অর্থাৎ কপোলদেশ থেকে। 'একবেণী' — সেকালে চুলের একাধিক বেণী করা হ'ত, কিন্তু বিরহিণীর একটি বেণী থাকত।

সা সন্ন্যস্তাভরণমবলা পেশলং ধারয়ন্তী
শয্যোৎসঙ্গে নিহিতমসকৃদ্দুঃখদুঃখেন গাত্রম্।
ত্বামপ্যস্রং নবজলময়ং মোচয়িষ্যত্যবশ্যং
প্রায়ঃ সর্বো ভবতি করুণাবৃত্তিরার্দ্রান্তরাত্মা ॥ ৯৯ ॥

সেই অবলা তার নিরাভরণ কোমল দেহ অতিশয় দুঃখে বার বার শয্যাতলে রাখছে। সে তোমাকেও নিশ্চয় নবজলরূপ অশ্রু মোচন করাবে। যাদের অন্তর আর্দ্র তারা সকলেই প্রায় করুণাশীল হয়।

'শয্যা-উৎসঙ্গে দুঃখদুঃখেন অসকৃৎ নিহিতং সন্ন্যস্ত-আভরণং পেশলং গাত্রং ধারয়ন্তী' — শয্যাতলে অতিশয দুঃখে বার বার স্থাপিত ত্যক্তাভরণ কোমল দেহ যে ধারণ ক'রে আছে এমন, 'সা অবলা' — সেই অবলা (দুর্বলা), 'ত্বাম্ অপি নবজলময়ম্ অশ্রম্ অবশ্যং মোচয়িষ্যতি'—তোমাকেও নবজলময় অশ্রু নিশ্চয মোচন করাবে। 'আর্দ্র-অন্তঃ-আত্মা সর্বঃ প্রায়ঃ করুণাবৃত্তিঃ ভবতি' — যাদের অন্তরাত্মা (অন্তঃকরণ) আর্দ্র তারা সকলে প্রায় করুণাশীল হয়।

'সন্ন্যস্তাভরণ' — যার আভরণ খুলে রাখা হয়েছে। 'শয্যোৎসঙ্গে' — শয্যার ক্রোড়ে, অর্থাৎ শয্যায়। 'অসকৃৎ নিহিতং' — বার বার স্থাপিত, অর্থাৎ যক্ষপত্নী, একবার শুচ্ছে একবার উঠছে। 'দুঃখদুঃখেন'—নানা দুঃখে, অর্থাৎ অতি দুঃখে। 'অশ্র' — অশ্রু। 'আর্দ্রান্তরাত্মা' — যার হৃদয় কোমল, অথবা যার মধ্যে স্বভাবত জল আছে।

জানে সখ্যাস্তব ময়ি মনঃ সম্ভৃতস্নেহমস্মা-
দিত্থম্ভূতাং প্রথমবিরহে তামহং তর্কয়ামি।
বাচালং মাং ন খলু সুভগম্মন্যভাবঃ করোতি
প্রত্যক্ষন্তে নিখিলমচিরাৎ ভ্রাতরুক্তং ময়া যৎ ॥ ১০০ ॥

তোমার সখীর মন আমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত জানি, এজন্য প্রথম-বিরহে আমি তাকে ঐপ্রকার দশাপ্রাপ্ত অনুমান করছি। আমি পত্নীর প্রিয় এই সৌভাগ্যের অভিমান আমাকে বাচাল করছে না। ভ্রাতঃ, আমি যা বলছি তা অচিরে তোমার প্রত্যক্ষ হবে।

'তব সখ্যাঃ মনঃ ময়ি সম্ভৃতস্নেহং জানে' — তোমার সখীর মন আমাতে জাতস্নেহ জানি, 'অস্মাৎ প্রথমবিরহে অহং তাম্ ইত্থম্-ভূতাং তর্কয়ামি' —এজন্য প্রথমবিরহে আমি তাকে এইপ্রকার দশাপ্রাপ্ত অনুমান করছি। 'সুভগম্মন্যভাবঃ মাং বাচালং করোতি ন খলু' — আমি সুভগ এই অভিমান আমাকে বাচাল করছে না নিশ্চয়। 'ভ্রাতঃ', 'ময়া যৎ উক্তং তৎ অচিরাৎ তে প্রত্যক্ষম্ [ভবিষ্যতি]' -- আমার দ্বারা যা উক্ত হ'ল তা অচিরে তোমার প্রত্যক্ষ হবে।

'সম্ভৃতস্নেহ' — যার অনুরাগ সঞ্চিত বা বর্ধিত হয়েছে; যক্ষের প্রতি তার পত্নীর অনুরাগ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে প্রবল হয়েছে। 'ইত্থম্ভূতা' —

এইরূপ যে হয়েছে, পূর্ববর্ণিত অবস্থাপ্রাপ্তা। 'প্রথমবিরহে' — যক্ষপত্নী এর পূর্বে বিরহ ভোগ করে নি। 'বাচাল' — বহুভাষী। 'সুভগ'-এর এক অর্থ নারীজনপ্রিয়। 'সুভগম্মন্যভাব' — যে নিজেকে সুভগ মনে করে সে সুভগম্মন্য ; তার ভাব, অর্থাৎ পত্নীপ্রিয় ত্বর অভিমান।

রুদ্ধাপাঙ্গপ্রসরমলকৈরঞ্জনস্নেহশূন্যং
প্রত্যাদেশাদপি চ মধুনো বিস্মৃতভ্রূবিলাসম্।
ত্বয্যাসন্নে নয়নমুপরিস্পন্দি শঙ্কে মৃগাক্ষ্যাঃ
মীনক্ষোভাচ্চলকুবলয়শ্রীতুলামেষ্যতীতি ॥ ১০১ ॥

যার অপাঙ্গপর্যন্ত বিস্তার অলকে রুদ্ধ, যাতে স্নিগ্ধ অঞ্জন নেই, এবং মদ্যত্যাগের জন্য যা ভ্রূবিলাস বিস্মৃত হয়েছে, তুমি নিকটে এলে যা উপর দিকে স্পন্দন করবে, মৃগাক্ষীর সেই নয়ন মৎস্যের আলোড়নে চঞ্চল কুবলয়ের তুল্য শোভা পাবে এই মনে করি।

'অলকৈঃ রুদ্ধ-অপাঙ্গপ্রসরম্' — অলকদ্বারা যার অপাঙ্গপর্যন্ত বিস্তার রুদ্ধ হয়েছে, 'অঞ্জনস্নেহশূন্যম্' — যাতে অঞ্জনের স্নিগ্ধতা নেই, 'অপি চ মধুনঃ প্রত্যাদেশাৎ বিস্মৃতভ্রূবিলাসং' — এবং মদ্যের পরিত্যাগে যা ভ্রূবিলাস বিস্মৃত হয়েছে, 'ত্বয়ি আসন্নে [সতি] উপরিস্পন্দি' — তুমি আসন্ন হ'লে (নিকটে এলে) যা উপর দিকে স্পন্দন করবে এমন, 'মৃগাক্ষ্যাঃ নয়নং' — মৃগাক্ষীর (যক্ষপত্নীর) নয়ন, 'মীনক্ষোভাৎ চলকুবলয়শ্রীতুলাম্ এষ্যতি' — মৎস্যের আলোড়নে চঞ্চল কুবলয়ের শোভার সাদৃশ্য পাবে. 'ইতি শঙ্কে' — এই অনুমান করি।

'অলক' — চূর্ণকুন্তল। অপাঙ্গ' — নেত্রকোণ। 'রুদ্ধাপাঙ্গপ্রসর'— — পাশে চুল ঝুলে থাকার জন্য যক্ষপত্নী আড়চোখে চাইতে পারে না।

'অঞ্জনস্নেহ' — কজ্জলের স্নিগ্ধ লেপ ; কজ্জলের সঙ্গে ঘৃতাদি স্নেহদ্রব্য মিশ্রিত হ'ত। 'নয়নং' — বামচক্ষু, যার স্পন্দন নারীর পক্ষে শুভসূচক গণ্য হয়। 'কুবলয়' — নীল পদ্ম, চক্ষুর উপমান।

বামশ্চাস্যাঃ কররুহপদৈর্মুচ্যমানো মদীয়ৈ-
র্মুক্তাজালং চিরপরিচিতং ত্যাজিতো দৈবগত্যা।
সম্ভোগান্তে মম সমুচিতো হস্তসংবাহনানাং
যাস্যত্যূরুঃ সরসকদলীস্তম্ভগৌরশ্চলত্বম্॥ ১০২॥

'সরস কদলীস্তম্ভের ন্যায় গৌরবর্ণ, যাতে আমার নখরচিহ্ন আর পড়ে না, দৈবদুর্বিপাকে যার চিরপরিচিত মুক্তাজাল পরিত্যক্ত হয়েছে, যা সম্ভোগান্তে আমার হস্তসংবাহনের যোগ্য, তার সেই বাম উরু স্পন্দিত হবে।

'সরসকদলীস্তম্ভগৌরঃ' — সরস কদলীকাণ্ডের ন্যায় গৌরবর্ণ, 'মদীয়ৈঃ কররুহপদৈঃ মুচ্যমানঃ' — আমার নখরচিহ্ন থেকে মুক্ত, 'দৈবগত্যা চিরপরিচিতাং মুক্তাজালং ত্যাজিতঃ' — দৈবগতিকে যার চিরাভ্যস্ত মুক্তাজাল (মুক্তার মেখলা) ত্যাজিত হয়েছে, 'সম্ভোগ-অন্তে মম হস্ত-সংবাহনানাং সমুচিতঃ' — সম্ভোগের পর আমার হস্তদ্বারা মর্দনের যোগ্য, 'অস্যাঃ বামঃ উরুঃ চলত্বং যাস্যতি' — তার বাম উরু চলত্ব পাবে (স্পন্দিত হবে)।

'সংবাহন' — মর্দন, টেপা, massage।

তস্মিন্ কালে জলদ যদি সা লব্ধনিদ্রাসুখা স্যা-
দন্বাস্যৈনাং স্তনিতবিমুখো যামমাত্রং সহস্ব।
মা ভূদস্যাঃ প্রণয়িনি ময়ি স্বপ্নলব্ধে কথঞ্চিৎ
সদ্যঃ কণ্ঠচ্যুতভুজলতাগ্রন্থি গাঢ়োপগূঢ়ম্॥ ১০৩॥

জলদ, সেই সময়ে যদি সে নিদ্রাসুখ লাভ ক'রে থাকে, তবে তার নিকটে ব'সে গর্জন না ক'রে একপ্রহর মাত্র অপেক্ষা করবে। যদি প্রণয়ী আমাকে সে কোনও প্রকারে স্বপ্নে লাভ ক'রে থাকে তবে গাঢ় আলিঙ্গন-কালে তার ভুজলতার বন্ধন আমার কণ্ঠ থেকে যেন সদ্য চ্যুত না হয়।

'জলদ', 'তস্মিন্ কালে যদি সা লব্ধনিদ্রাসুখা স্যাৎ' — সেই সময়ে যদি সে নিদ্রাসুখ লাভ করেছে এমন হয় (যদি সে নিদ্রিত থাকে), 'এনাম্ অন্বাস্য স্তনিতবিমুখঃ [সন্] যামমাত্রং সহস্ব' — তার কাছে ব'সে গর্জনে বিরত থেকে প্রহরমাত্র অপেক্ষা করবে। 'প্রণয়িনি ময়ি কথঞ্চিৎ স্বপ্নলব্ধে [সতি]' — প্রণযী আমি কোনও প্রকারে (দৈবক্রমে) যদি স্বপ্নলব্ধ হই (যদি সে স্বপ্নে আমার মিলন লাভ ক'রে থাকে), 'অস্যাঃ গাঢ়-উপগূঢ়ং'— তার গাঢ় আলিঙ্গন, 'সদ্যঃ কণ্ঠচ্যুতভুজলতাগ্রন্থি মা ভূৎ' — সদ্য (তোমার গর্জন শোনা মাত্র) কণ্ঠ হ'তে ভুজলতার বন্ধন চ্যুত হয়েছে এমন না হয় (মেঘের গর্জনে নিদ্রাভঙ্গ হওযায় যক্ষপ্রিয়ার স্বপ্নালিঙ্গন যেন ভ্রষ্ট না হয়)।

'অন্বাস্য' — অনু-আস্য, কাছে ব'সে। 'যাম' — এক প্রহর, তিন ঘণ্টা।

তামুত্থাপ্য স্বজলকণিকাশীতলেনানিলেন
প্রত্যাশ্বস্তাং সমমভিনবৈর্জালকৈর্মালতীনাম্।
বিদ্যুদ্গর্ভঃ স্তিমিতনয়নাং ত্বৎসনাথে গবাক্ষে
বক্তুং ধীরঃ স্তনিতবচনৈর্মানিনীং প্রক্রমেথাঃ ॥ ১০৪ ॥

তোমার জলকণিকাসংযোগে শীতল অনিলে তাকে উঠিয়ে নূতন মালতীমুকুলের ন্যায় প্রফুল্ল করবে। সেই মানিনী গবাক্ষপথে স্তিমিত-নয়নে তোমাকে দেখবে। তুমি বিদ্যুৎ অন্তর্লীন ক'রে ধীরভাবে মেঘ-ধ্বনিচ্ছলে বলতে আরম্ভ করবে। —

'তাং স্বজলকণিকাশীতলেন অনিলেন উত্থাপ্য' — তাকে নিজ (মেঘের) জলকণিকায় শীতল বায়ুতে উঠিয়ে (ঘুম থেকে তুলে), 'মালতীনাং অভিনবৈঃ জালকৈঃ সমং প্রত্যাশ্বস্তাং'—মালতীর নবোদ্গত মুকুলের তুল্য বিকশিতা, 'ত্বৎ-সনাথে গবাক্ষে স্তিমিতনয়নাং মানিনীং'—তুমি যাতে আছ এমন গবাক্ষে অনিমেষনয়না মানিনীকে (যক্ষপ্রিয়াকে), 'বিদ্যুদ্গর্ভঃ ধীরঃ [সন্]' —বিদ্যুৎ অন্তর্লীন ক'রে ধীর হয়ে, 'স্তনিত-বচনৈঃ বক্তুং প্রক্রমেথাঃ'—মেঘধ্বনিরূপ বচনে বলতে আরম্ভ করবে।

'মালতী' —জাতী, চামেলি। 'প্রত্যাশ্বস্তা'—উজ্জীবিতা, বিকশিতা। 'সমং'.— তুল্য অথবা সহিত ; শীতল বায়ুর স্পর্শে যক্ষপ্রিয়া জাগরিত হ'লে তাকে প্রস্ফুটিত মালতীকোরকের মত দেখাবে, অথবা মালতী কোরক ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়াও জাগরিত হবে। 'সনাথ'—সহিত ; 'ত্বৎসনাথ' — অর্থাৎ যার ভিতর দিয়ে মেঘ দেখা যাচ্ছে। 'স্তিমিত'—অনিমেষ, নিশ্চল। বিদ্যুদ্গর্ভ'— বিদ্যুৎ যার ভিতরে আছে, অর্থাৎ মেঘ তার প্রিয়া বিদ্যুৎকে সঙ্গে নিযে যাবে, কিন্তু স্ফুরণ ক'রে ভয় দেখাবে না। 'স্তনিত' — মেঘগর্জন।

ভর্তুর্মিত্রং প্রিয়মবিধবে বিদ্ধি মামম্বুবাহং
তৎসন্দেশৈর্হৃদয়নিহিতৈরাগতং ত্বৎসমীপম্।
যো বৃন্দানি ত্বরয়তি পথি শ্রাম্যতাং প্রোষিতানাং
মন্দ্রস্নিগ্ধধ্বনিভিরবলাবেণিমোক্ষোৎসুকানি ॥ ১০৫ ॥

অবিধবে, আমাকে তোমার ভর্তার প্রিয় মিত্র অম্বুবাহ ব'লে জেনো। আমি তার বার্তা হৃদয়ে নিহিত ক'রে তোমার সমীপে এসেছি। যে পথশ্রান্ত প্রবাসিবৃন্দ পত্নীদের বেণীমোচনে উৎসুক, তাদের আমি স্নিগ্ধ গম্ভীর ধ্বনিতে ত্বরান্বিত ক'রে থাকি।

'অবিধবে', মাং ভর্তুঃ প্রিয়ং মিত্রং হৃদয়নিহিতৈঃ তৎসন্দেশৈঃ ত্বৎ-সমীপম্ আগতম্ অম্বুবাহং বিদ্ধি' — আমাকে [তোমার] স্বামীর প্রিয় মিত্র, [আমার] হৃদয়নিহিত তার বার্তার সহিত তোমার সমীপে আগত অম্বুবাহ (মেঘ) ব'লে জেনো। 'যঃ অবলাবেণিমোক্ষ-উৎসুকানি পথি শ্রাম্যতাং প্রোষিতানাং বৃন্দানি মন্দ্রস্নিগ্ধৈঃ ধ্বনিভিঃ ত্বরয়তি' — যে (যে মেঘ) অবলাগণের (পথিকপত্নীদের) বেণীমোচনে উৎসুক পথে শ্রান্ত (পথ-ভ্রমণে শ্রান্ত) প্রবাসীদের দলকে গম্ভীর স্নিগ্ধ ধ্বনিদ্বারা ত্বরান্বিত করে।

'অবিধবে' — এই সম্বোধনে মেঘ প্রথমেই যক্ষপত্নীকে জানাবে যে তার স্বামী বেঁচে আছে। 'হৃদয়নিহিতৈঃ তৎসন্দেশৈঃ' — যক্ষের বার্তা অন্তরে ধারণ ক'রে। 'বেণিমোক্ষ' — বিরহিণীরা বেণীবন্ধন খোলে না, তাদের স্বামীরা ফিরে এসেই তা খুলে দেয়। 'প্রোষিত' — বিদেশস্থ, প্রবাসী। 'মন্দ্র' — গম্ভীর।

ইত্যাখ্যাতে পবনতনয়ং মৈথিলীবোন্মুখী সা
ত্বামুৎকণ্ঠোচ্ছ্বসিতহৃদয়া বীক্ষ্য সম্ভাব্য চৈবম্।
শ্রোষ্যত্যস্মাৎ পরমবহিতা সৌম্য সীমন্তিনীনাং
কান্তোদন্তঃ সুহৃদুপনতঃ সংগমাৎ কিঞ্চিদূনঃ ॥ ১০৬ ॥

এই সম্ভাষণে সে উন্মুখী হয়ে উৎকণ্ঠাকুল হৃদয়ে তোমাকে দেখবে — যেমন মৈথিলী পবনতনয়কে দেখেছিলেন, এবং সসম্মানে অবহিত হ'য়ে পরবর্তী কথা শুনবে। হে সৌম্য, সুহৃদের মুখে প্রাপ্ত কান্তের বার্তা সীমন্তিনীদের পক্ষে প্রায় প্রিয়সমাগমের সমান।

'ইতি আখ্যাতে [সতি]' — এই কথা বলা হ'লে (তুমি পূর্বোক্ত কথা বললে), 'পবনতনয়ং মৈথিলী ইব' — হনুমানকে [দেখে] সীতার ন্যায়, 'সা উন্মুখী উৎকণ্ঠা-উচ্ছ্বসিতহৃদয়া [সতী] ত্বাং বীক্ষ্য চ সম্ভাব্য' —

সে উন্মুখী হয়ে উৎকণ্ঠায় উচ্ছ্বসিতহৃদয়ে তোমাকে দেখে ও সম্মান ক'রে, 'অস্মাৎ পরম্ অবহিতা [সতী] শ্রোষ্যতি' — এর পরবর্তী [কথা] অবহিত হয়ে শুনবে। 'সৌম্য', 'সুহৃৎ-উপনতঃ কান্ত-উদন্তঃ সীমন্তিনীনাং সংগমাৎ কিঞ্চিৎ ঊনঃ' — বন্ধুর নিকট প্রাপ্ত বল্লভের বার্তা সীমন্তিনীদের [পক্ষে] সংগম (প্রিয়ের সহিত মিলন) অপেক্ষা অল্পই কম (অর্থাৎ প্রায় সমান)।

'সৌম্য' — সুন্দর, সুভগ, সাধু। 'উদন্ত' — বার্তা।

তামায়ুষ্মন্মম চ বচনাদাত্মনশ্চোপকর্তুং
ব্রূয়া এবং তব সহচরো রামগির্যাশ্রমস্থঃ।
অব্যাপন্নঃ কুশলমবলে পৃচ্ছতি ত্বাং বিযুক্তঃ
পূর্বাভাষ্যং সুলভবিপদাং প্রাণিনামেতদেব ॥১০৭॥

আয়ুষ্মন্, আমার অনুরোধে এবং নিজে কৃতার্থ হবার জন্যও তাকে এইরূপ বলবে। - অবলে, তোমার সহচর রামগিরি আশ্রমে বিরহদশায় জীবিত আছে। সে তোমাকে কুশলপ্রশ্ন করছে। প্রাণীদের বিপদ সহজেই ঘটে, সেজন্য এই বিষয়ই অগ্রে জিজ্ঞাস্য।

'আয়ুষ্মন্, মম বচনাৎ চ আত্মনঃ উপকর্তুং চ তাম্ এবং ব্রূয়াঃ'— হে আয়ুষ্মন্ (চিরজীবী, মেঘ), আমার কথায় (অনুরোধে) এবং নিজের উপকার নিমিত্তও তাকে (প্রিয়াকে) এইরূপ বলবে। — 'অবলে', 'রামগিরি-আশ্রমস্থঃ বিযুক্তঃ অব্যাপন্নঃ তব সহচরঃ ত্বাং কুশলং পৃচ্ছতি' — রামগিরি আশ্রমবাসী বিরহী জীবিত (বিরহদুঃখেও যে বেঁচে আছে) তোমার সহচর (স্বামী) তোমাকে কুশলপ্রশ্ন করছে। 'সুলভবিপদাং প্রাণিনাম্' — যাদের বিপদ সহজেই ঘটে এমন প্রাণীদের (মানুষদের), 'এতৎ এব পূর্ব-আভাষ্যম্' — এই (এই কথাই) অগ্রে জিজ্ঞাস্য।

'আত্মনঃ উপকর্তুং' — যক্ষের উপকার করলে মেঘের তৃপ্তি হবে সেজন্য মেঘের নিজেরও উপকার হবে। 'অ-ব্যাপন্ন' — অ-মৃত; অবিপন্ন বা নিরাপদ অর্থও হয়।

অঙ্গেনাঙ্গং প্রতনু তনুনা গাঢ়তপ্তেন তপ্তং
সাশ্রেণাশ্রুদ্রুতমবিরতোৎকণ্ঠমুৎকণ্ঠিতেন।
উষ্ণোচ্ছ্বাসং সমধিকতরোচ্ছ্বাসিনা দূরবর্তী
সংকল্পৈস্তৈর্বিশতি বিধিনা বৈরিণা রুদ্ধমার্গঃ ॥ ১০৮ ॥

তোমার সহচর দূরে রয়েছে, প্রতিকূল বিধি তার পথ রুদ্ধ করেছে। সে তার কৃশ সন্তপ্ত অশ্রুযুক্ত উৎকণ্ঠিত দীর্ঘনিঃশ্বাসী শরীরদ্বারা তোমার অতিকৃশ তপ্ত অশ্রুক্লিন্ন অবিরত উৎকণ্ঠিত উষ্ণনিঃশ্বাসময় শরীরে মনে মনে প্রবেশ করছে।

'দূরবর্তী' — দূরস্থিত, 'বৈরিণা বিধিনা রুদ্ধমার্গঃ' — প্রতিকূল বিধি যার মার্গ (অভীষ্টপথে গমন) রুদ্ধ করেছে এমন, 'তে সহচরঃ' — তোমার সহচর (যক্ষ), 'তনুনা গাঢ়তপ্তেন সাশ্রেণ উৎকণ্ঠিতেন সমধিকতর-উচ্ছ্বাসিনা অঙ্গেন' — কৃশ অতিতপ্ত অশ্রুযুক্ত উৎকণ্ঠিত দীর্ঘনিঃশ্বাসী অঙ্গ (নিজ শরীর) দ্বারা, 'প্রতনু তপ্তম্ অশ্রুদ্রুতম্ অবিরত-উৎকণ্ঠম্ উষ্ণ-উচ্ছ্বাসম্ [তে] অঙ্গং' — অতিকৃশ তপ্ত অশ্রু-আর্দ্র সদা-উৎকণ্ঠিত উষ্ণ-শ্বাসময় তোমার শরীরে, 'তৈঃ সংকল্পৈঃ বিশতি' — সেই সংকল্পদ্বারা প্রবেশ করছে (মনোরথদ্বারা প্রবেশ করছে, অর্থাৎ মনে মনে মিলিত হচ্ছে)।

'অস্র'— অশ্রু, 'সাস্র' — অশ্রুযুক্ত। 'সমধিকতর-উচ্ছ্বাসী' — অতিশয় নিঃশ্বাসযুক্ত, দীর্ঘনিঃশ্বাসী। 'তৈঃ সংকল্পৈঃ বিশতি' — মল্লিনাথের ব্যাখ্যা — 'স্বসংবেদ্যৈঃ মনোরথৈঃ একীভবতি' — নিজের অনুভূত

মনোরথদ্বারা প্রিয়ার সঙ্গে একীভূত হচ্ছে। 'সংকল্প'-এর এক অর্থ কল্পনা (imagination); 'তৈঃ' -- ঐসব ; যক্ষ তার নিজের লক্ষণের সঙ্গে প্রিয়ার লক্ষণের ঐক্য অনুমান ক'রে দেহের মিলন কল্পনা করছে।

শব্দাখ্যেয়ং যদপি কিল তে যঃ সখীনাং পুরস্তাৎ
কর্ণে লোলঃ কথয়িতুমভূদাননস্পর্শলোভাৎ।
সোঽতিক্রান্তঃ শ্রবণবিষয়ং লোচনাভ্যামদৃশ্য-
স্ত্বামুৎকণ্ঠাবিরচিতপদঃ মন্মুখেনেদমাহ ॥ ১০৯ ॥

যে কথা তোমার সখীদের সমক্ষে স্পষ্ট ক'রে বলবার যোগ্য, সে কথাও তোমার সহচর মুখস্পর্শের লোভে তোমার কানে কানে বলতে লোলুপ হ'ত। এখন কর্ণের অগোচর চক্ষুর অদৃশ্য হয়ে সে উৎকণ্ঠাবশে বাক্যরচনা ক'রে আমার মুখ দিয়ে এই কথা বলছে।

'যঃ' — যে ব্যক্তি (যক্ষ), 'তে সখীনাং পুরস্তাৎ যৎ শব্দ-আখ্যেয়ং' — তোমার (যক্ষপ্রিয়ার) সখীদের সামনে যা সশব্দে (চুপি চুপি নয়) বলবার যোগ্য, 'তৎ-অপি আননস্পর্শলোভাৎ কর্ণে কথয়িতুং লোলঃ অভূৎ কিল' -- তাও (সেই কথাও) মুখস্পর্শলোভে কানে কানে বলবার জন্য লোলুপ হ'ত, 'শ্রবণবিষয়ম্ অতিক্রান্তঃ লোচনাভ্যাম অদৃশ্যঃ সঃ' – শ্রবণ-গ্রাহ্য বিষয়ের বহির্ভূত (শ্রবণপথের বহির্ভূত) চক্ষুর অদৃশ্য সেই ব্যক্তি (যক্ষ) 'উৎকণ্ঠাবিরচিতপদম্'— উৎকণ্ঠায় যার বাক্যসকল বিরচিত হচ্ছে এমন, 'ইদং মৎ-মুখেন ত্বাম্ আহ' — এই কথা আমার (মেঘের) মুখে তোমাকে (যক্ষপ্রিয়াকে) বলছে।

'কিল' —প্রসিদ্ধিসূচক ; অর্থাৎ যক্ষের লোলুপতা তার প্রিয়ার জানা আছে।

শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্যমস্তি ॥ ১১০ ॥

শ্যামালতায় তোমার দেহ, চকিতহরিণীর নয়নে তোমার দৃষ্টিপাত, চন্দ্রে তোমার মুখপ্রতিবিম্ব, শিখীর পুচ্ছভারে তোমার কেশরাশি, ক্ষীণ নদীতরঙ্গে তোমার ভ্রূবিলাস দেখছি। হায় চণ্ডি, তোমার সাদৃশ্য একত্র কোথাও নেই।

'শ্যামাসু অঙ্গং, চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং, শশিনি বক্ত্রচ্ছায়াং, শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্, প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্ উৎপশ্যামি। হন্ত চণ্ডি, তে সাদৃশ্যম্ একস্মিন্ ক্বচিৎ অপি ন অস্তি' – (উপরের অনুবাদ অন্বয়-অনুযায়ী)।

'শ্যামা' – প্রিয়ঙ্গুলতা, alamanda জাতীয়, হলদে ফুল হয়। মল্লিনাথের মতে — 'সৌকুমার্যাদিসাম্যাৎ অঙ্গমিতি তর্কয়ামি' – শ্যামালতার সৌকুমার্য ইত্যাদির জন্য যক্ষ তাতে প্রিয়ার অঙ্গসাদৃশ্য দেখছে। 'বক্ত্র-চ্ছায়া' — মল্লিনাথের ব্যাখ্যা – মুখকান্তি: 'ছায়া'র প্রতিবিম্ব অর্থও প্রসিদ্ধ। 'নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্' — নদীতরঙ্গের কুঞ্চনের সঙ্গে ভ্রূভঙ্গীর সাদৃশ্য কল্পিত হয়েছে। 'হন্ত' – বিষাদসূচক, হায়। 'চণ্ডী' — ক্রুদ্ধা নারী; আদরে অভিমানিনীসূচক।

ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়া-
মাত্মানং তে চরণপতিতং যাবদিচ্ছামি কর্তুম্।

অশ্রৈস্তাবন্মুহুরুপচিতৈর্দৃষ্টিরালুপ্যতে মে
ক্রূরস্তস্মিন্নপি ন সহতে সংগমং নৌ কৃতান্তঃ ॥ ১১১ ॥

যখন শিলার উপর গৈরিকের রঙে প্রণয়কুপিতা তোমার আলেখ্য অঙ্কিত ক'রে আপনাকে তোমার চরণপাতিত করতে চাই তখন বার বার অশ্রুপ্রবাহে আমার দৃষ্টি লুপ্ত হয়। ক্রূর দৈব চিত্রেও আমাদের সংগম সইতে পারে না।

'যাবৎ শিলায়াং ধাতুরাগৈঃ প্রণয়কুপিতাং ত্বাম্ আলিখ্য' — যখন শিলার উপর গৈরিকের রঙে প্রণয়কুপিতা তোমাকে (তোমার প্রতিকৃতি) এঁকে, 'আত্মানং তে চরণপাতিতং কর্তুম্ ইচ্ছামি' — নিজেকে তোমার চরণপতিত করতে ইচ্ছা করি, 'তাবৎ মুহুঃ উপচিতৈঃ অশ্রৈঃ মে দৃষ্টিঃ আলুপ্যতে' — তখন বার বার সঞ্জাত অশ্রুতে আমার দৃষ্টি লুপ্ত হয়। 'ক্রূরঃ কৃতান্তঃ তস্মিন্ অপি নৌ সংগমং ন সহতে' - নিষ্ঠুর দৈব তাতেও (চিত্রেও) আমাদের মিলন সয় না।

'ধাতুরাগৈঃ — গৈরিমাটির রঙে। 'আত্মানং' — মল্লিনাথের মতে --'মৎপ্রতিকৃতিং', চিত্রিত প্রিয়ার পদতলে যক্ষ নিজের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করত। বোধ হয় সরল অর্থ -- সে নিজেই চিত্রিত প্রিয়ার পায়ে পড়বার চেষ্টা করত। 'উপচিত' -- বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বা সঞ্চিত। 'কৃতান্ত'— দৈব।

মামাকাশপ্রণিহিতভুজং নির্দয়াশ্লেষহেতোঃ
লব্ধায়াস্তে কথমপি ময়া স্বপ্নসন্দর্শনেষু।
পশ্যন্তীনাং ন খলু বহুশো ন স্থলীদেবতানাং
মুক্তাস্থূলাস্তরুকিশলয়েষ্বশ্রুলেশাঃ পতন্তি ॥ ১১২ ॥

স্বপ্নদর্শনে কোনও প্রকারে তোমাকে পেয়ে গাঢ় আলিঙ্গনের জন্য

আমি শূন্যে হাত বাড়াই। আমাকে এইরূপ দেখে বনদেবতাদের মুক্তার তুল্য স্থূল অশ্রুবিন্দু তরুকিশলয়ে বার বার নিশ্চয় পতিত হয়।

'স্বপ্নসন্দর্শনেষু' — স্বপ্নদর্শনে (স্বপ্নযোগে)। 'ময়া কথম্ অপি লব্ধায়াঃ তে নির্দয়-আশ্লেষহেতোঃ' — আমার দ্বারা কোনও প্রকারে (দৈবাৎ) লব্ধ তোমার নিবিড় আলিঙ্গনের জন্য, 'আকাশপ্রণিহিতভুজং মাং পশ্যন্তীনাং স্থলীদেবতানাং মুক্তাস্থূলাং অশ্রুলেশাঃ তরুকিশলয়েষু বহুশঃ ন পতন্তি ইতি ন খলু' — শূন্যে প্রসারিতবাহু আমাকে যাঁরা দেখেন এমন বনদেবতাগণের মুক্তার তুল্য স্থূল অশ্রুবিন্দু তরুর নবপল্লবে বার বার পড়ে না এমন নিশ্চয়ই নয় (অর্থাৎ নিশ্চয় পড়ে)।

'স্থলী — স্থল-এর স্ত্রীলিঙ্গ। 'স্থলীদেবতা' — যক্ষ যেখানে থাকত সেই বনভূমির দেবতা। 'তরুকিশলয়েষু' — মল্লিনাথের মতে মহৎব্যক্তির ভূমিতে অশ্রুপাত অনর্থকর। 'লেশ' - বিন্দু।

ভিত্ত্বা সদ্যঃ কিশলয়পুটান্ দেবদারুদ্রুমাণাং
যে তৎক্ষীরস্রুতিসুরভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ।
আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ
পূর্বং স্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি ॥ ১১৩ ॥

হে গুণবতি, দেবদারুবৃক্ষের কিশলয়পুট সদ্য ভেদ ক'রে তার নির্যাস-স্রাবে সুরভিত হিমাদ্রির যে বায়ু দক্ষিণে বয় তা হয়তো পূর্বে তোমার অঙ্গ স্পর্শ করেছে এই ভেবে আমি সেই বায়ু আলিঙ্গন করি।

'গুণবতি', 'দেবদারুদ্রুমাণাং কিশলয়পুটান্ সদ্যঃ ভিত্ত্বা তৎ-ক্ষীরস্রুতি-সুরভয়ঃ যে তুষারাদ্রিবাতাঃ দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ'— দেবদারু বৃক্ষের নবজাত পত্রপুট সদ্য ভেদ করে তার নির্যাসস্রাবে সুরভিত যে হিমাদ্রির বায়ু দক্ষিণে

বয়, 'এভিঃ যদি তব অঙ্গং পূর্বং স্পৃষ্টং ভবেৎ কিল' — তার দ্বারা যদি তোমার অঙ্গ পূর্বে স্পৃষ্ট হয়ে থাকে, 'ইতি ময়া তে আলিঙ্গ্যন্তে' — এজন্য আমার দ্বারা তা (সেই বায়ু)আলিঙ্গিত হয়।

'কিশলয়পুট' -- নবপল্লবরূপ আবরণ। 'ক্ষীর' — ক্ষরিত নির্যাস, যা থেকে তাপিন হয়। 'কিল' — সম্ভাবনাসূচক।

সংক্ষিপ্যেত ক্ষণ ইব কথং দীর্ঘযামা ত্রিযামা
সর্বাবস্থাস্বহরপি কথং মন্দমন্দাতপং স্যাৎ।
ইত্থং চেতশ্চটুলনয়নে দুর্লভপ্রার্থনং মে
গাঢ়োষ্মাভিঃ কৃতমশরণং ত্বদ্‌বিয়োগব্যথাভিঃ ॥ ১১৪ ॥

হে চটুলনয়নে, দীর্ঘযামা রজনী কি প্রকারে ক্ষণকালের তুল্য সংক্ষিপ্ত করা যায়, দিবাকালও কি প্রকারে সর্বাবস্থায় শীতল করা যায় — এই প্রকারে অপূরণীয় কামনায় আমার চিত্ত তোমার বিরহজনিত তীব্র ব্যথায় অসহায় হয়েছে।

'চটুলনয়নে', 'দীর্ঘযামা ত্রিযামা কথং ক্ষণঃ ইব সংক্ষিপ্যেত' — দীর্ঘ-প্রহরবিশিষ্ট রজনী কি প্রকারে ক্ষণকালের তুল্য সংক্ষিপ্ত করা যায়, 'অহঃ অপি কথং সর্ব-অবস্থাসু মন্দমন্দ-আতপং স্যাৎ' — দিনমানও কি প্রকারে সর্বাবস্থায় (গ্রীষ্মে, মধ্যাহ্নে অল্পতাপযুক্ত করা যায়, 'ইত্থং' — এই প্রকারে (এই প্রকার ভাবনায়), 'দুর্লভপ্রার্থনং মে চেতঃ' — যার প্রার্থনা দুর্লভ (আকাঙ্ক্ষা অপূরণীয়) এমন আমার চিত্ত, 'গাঢ়-উষ্মাভিঃ ত্বদ্‌বিয়োগ-ব্যথাভিঃ অশরণং কৃতম্' -- অতিসন্তাপজনক তোমার বিরহব্যথায় অসহায় হয়েছে।

'চটুল' -- চঞ্চল। 'যাম' — প্রহর, ৩ ঘণ্টা। 'দীর্ঘযামা' — বিরহের

জন্য যার প্রহর কাটতে চায় না। 'ত্রিযামা' — রাত্রি ; বস্তুত রাত্রি চার প্রহর ব্যাপী, কিন্তু প্রথম ও শেষ প্রহরার্ধ ব্যবহারে দিনতুল্য, সেজন্য ত্রিযামা। 'সর্বাবস্থাসু' ইত্যাদি — যক্ষ বিরহব্যথায় সন্তপ্ত সেজন্য দিনের উত্তাপ আরও দুঃসহ।

নন্বাত্মানাং বহুবিগণয়ন্নাত্মনৈবাবলম্বে
তৎ কল্যাণি ত্বমপি নিতরাং মা গমঃ কাতরত্বম্।
কস্যাত্যন্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততো বা
নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ ॥ ১১৫ ॥

আমি বহু বিচার ক'রে নিজেই নিজেকে প্রবোধ দিচ্ছি। অতএব. কল্যাণি. তুমিও নিতান্ত কাতর হয়ো না। কারই বা অত্যন্ত সুখ লাভ হয় বা একান্ত দুঃখ লাভ হয় ? মানুষের দশা চক্রনেমির ন্যায় নীচে নামে এবং উপরে ওঠে।

'ননু বহুবিগণয়ন্ আত্মনা এব আত্মানম্ অবলম্বে' — বহু বিচার ক'রে নিজ দ্বারাই নিজেকে ধারণ করছি (নিজের চেষ্টায় নিজেকে সামলেছি)। 'তৎ, কল্যাণি, ত্বম্ অপি নিতরাং কাতরত্বং মা গমঃ'— অতএব, কল্যাণি, তুমিও নিতান্ত কাতরত্ব পেযো না। 'কস্য অত্যন্তং সুখং বা একান্ততঃ দুঃখম্ উপনতম্ [ভবতি]'-- কার অত্যন্ত সুখ বা একান্ত দুঃখ লব্ধ হয় ? 'দশা চক্রনেমিক্রমেণ নীচৈঃ চ উপরি গচ্ছতি' — দশা (মানুষের অবস্থা) চক্রনেমির ন্যায় নীচে এবং উপরে যায় (পর্যায়ক্রমে মন্দ ও ভাল হয়)

'ননু' — নিশ্চয়ার্থক। 'অবলম্বে' — ধারণ করেছি, অর্থাৎ সহিষ্ণু হয়েছি। মল্লিনাথের মতে 'অত্যন্তং সুখম্ একান্তং দুঃখং' — নিযত সুখ নিয়ত দুঃখ।

শাপান্তো মে ভুজগশয়নাদুত্থিতে শার্ঙ্গপাণৌ
শেষান্ মাসান্ গময় চতুরো লোচনে মীলয়িত্বা।
পশ্চাদাবাং বিরহগণিতং তং তমাত্মাভিলাষং
নির্বেক্ষ্যাবঃ পরিণতশরচ্চন্দ্রিকাসু ক্ষপাসু ॥ ১১৬ ॥

শার্ঙ্গপাণি ভুজগশয়ন থেকে উত্থিত হ'লে আমার শাপান্ত হবে। অতএব অবশিষ্ট চার মাস চক্ষু নিমীলন ক'রে যাপন কর। তার পর পূর্ণশরচ্চন্দ্রিকাময়ী রজনীতে আমাদের বিরহকালে সংকল্পিত সমস্ত অভিলাষ ভোগ করব।

'শার্ঙ্গপাণৌ ভুজগশয়নাৎ উত্থিতে [সতি]' — নারায়ণ অনন্তশয্যা থেকে উত্থিত হ'লে, 'মে শাপান্তঃ [ভবিষ্যতি]' — আমার শাপের অবসান হবে। 'অতঃ শেষান্ চতুরঃ মাসান্ লোচনে মীলয়িত্বা গময়' — অতএব শেষ (অবশিষ্ট) চার মাস দুই চক্ষু মুদে (ধৈর্য ধ'রে যাপন কর। 'পশ্চাৎ' -- তারপর (মিলন হ'লে), 'পরিণতশরৎ-চন্দ্রিকাসু ক্ষপাসু' -- পূর্ণ শরৎ-জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে (শরৎপূর্ণিমা রজনীতে). 'আবাং বিরহ-গণিতং তং তম্ আত্ম-অভিলাষং নির্বেক্ষ্যাবঃ' আমাদের বিরহকালে সংকল্পিত সেই সেই আত্ম-অভিলাষ ভোগ করব।

'ভুজগশয়নাৎ উত্থিতে' -- উত্থান-একাদশীতে, কার্তিক মাসের মাঝে বা শেষে। 'তং তং' ইত্যাদি যা যা কামনা আছে তা তা পূরণ করব।

ভূয়শ্চাহ ত্বমপি শয়নে কণ্ঠলগ্না পুরা মে
নিদ্রাং গত্বা কিমপি রুদতী সস্বরং বিপ্রবুদ্ধা।

সান্তর্হাসং কথিতমসকৃৎ পৃচ্ছতশ্চ ত্বয়া মে
দৃষ্টঃ স্বপ্নে কিতব রময়ন্ কামপি ত্বং ময়েতি ॥ ১১৭ ॥

তোমার স্বামী আরও বললে — একদা তুমি শয্যায আমার কণ্ঠলগ্না হযে নিদ্রা গিয়েও কি কারণে সশব্দে রোদন ক'রে জেগে উঠলে। আমি বহুবার জিজ্ঞাসা করায তুমি মনে মনে হেসে এই বললে — ধূর্ত, আমি স্বপ্নে দেখলাম তুমি অন্য কারও সঙ্গে বিহার করছ।

'সঃ ভূয়ঃ চ আহ' — সে (তোমার স্বামী) আরও বললে, 'পুরা ত্বং শয়নে মে কণ্ঠলগ্না [সতী] অপি নিদ্রাং গত্বা' — পূর্বে (একদা) তুমি শয্যায় আমার কণ্ঠলগ্না হয়েও নিদ্রা গিয়ে, 'কিম্ অপি সস্বরং রুদতী [সতী] বিপ্রবুদ্ধা [আসীঃ]' — কি কারণে সশব্দে (চেঁচিয়ে) রোদন ক'রে জাগরিত হযেছিলে। 'অসকৃৎ পৃচ্ছতঃ মে ত্বযা স-অন্তর্হাসং কথিতং' — একাধিক বার (বহুবার) প্রশ্নকারী আমাকে তোমার দ্বারা অন্তর্হাস-সহ কথিত হ'ল (তুমি মনে মনে হেসে আমাকে বললে), 'কিতব, ময়া স্বপ্নে কাম্ অপি রমযন্ ত্বং দৃষ্টঃ' — ধূর্ত, আমার দ্বারা স্বপ্নে দৃষ্ট হ'ল তুমি কোন্ একজনের (অন্য স্ত্রীর) সঙ্গে বিহার করছ।

মল্লিনাথ বলেন, যক্ষ এই গুপ্ত সংবাদটি অভিজ্ঞানরূপে পাঠাচ্ছে যাতে মেঘের বিশ্বস্ততায যক্ষপত্নীর সন্দেহ না হয। 'সান্তর্হাসং' — যক্ষপত্নী নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জায় ও আনন্দে হেসেছিল। 'সকৃৎ' — একবার; 'অসকৃৎ' — একাধিকবার। 'কিতব' — ধূর্ত, প্রতারক, দুষ্ট।

এতস্মান্মাং কুশলিনমভিজ্ঞানদানাদ্‌বিদিত্বা
মা কৌলীনাদসিতনয়নে ময্যবিশ্বাসিনী ভূঃ।

স্নেহানাহুঃ কিমপি বিরহে ধ্বংসিনস্তে ত্বভোগা-
দিষ্টে বস্তুন্যুপচিতরসাঃ প্রেমরাশীভবন্তি ॥ ১১৮ ॥

হে অসিতনয়নে, এই অভিজ্ঞান পেয়ে আমাকে কল্যাণযুক্ত জেনো এবং অপবাদ শুনে আমার প্রতি অবিশ্বাসিনী হয়ো না। লোকে বলে স্নেহ নাকি বিরহে ধ্বংস হয়। পরন্তু ভোগের অভাবে স্নেহ অভীষ্ট বস্তুতে অধিক রসান্বিত হয়ে প্রেমরাশিতে পরিণত হয়।

'অসিতনয়নে, এতস্মাৎ অভিজ্ঞানদানাৎ মাং কুশলিনং বিদিত্বা' — হে কৃষ্ণনয়নে, এই অভিজ্ঞান দেওয়ায় আমাকে কুশলী (আমার শারীরিক মঙ্গল) জেনে, 'কৌলীনাৎ ময়ি অবিশ্বাসিনী মা ভূঃ' — অপবাদহেতু (অন্য লোকের কথা শুনে) আমাতে অবিশ্বাসিনী হয়ো না। 'স্নেহান্ কিম্ অপি বিরহে ধ্বংসিনঃ আহুঃ' — স্নেহ (ভালবাসা) নাকি বিরহে নষ্ট হয় — [লোকে এই] বলে। 'তু তে অভোগাৎ ইষ্টে বস্তুনি উপচিতরসাঃ [সন্তঃ] প্রেমরাশীভবন্তি' পরন্তু তা (স্নেহ) ভোগের অভাবে অভীষ্ট বস্তুতে (ভালবাসার পাত্রে) বর্ধিতরস (সমধিক স্পৃহান্বিত) হয়ে প্রেমরাশিতে পরিণত হয়।

'কৌলীন' — লোকপ্রবাদ, অপবাদ। মল্লিনাথের ব্যাখ্যা — লোক-প্রবাদ শুনে আমার সম্বন্ধে মরণশঙ্কিনী হয়ো না, অর্থাৎ আমি মরেছি ভেবো না। এই ব্যাখ্যা ঠিক বোধ হয় না, যক্ষ তার চরিত্রের অপবাদের কথাই বলছে। 'কিমপি' — কোনও এক কারণে বা অকারণে। 'রস' — স্বাদ, স্পৃহা, আসক্তি। 'উপচিতরস' — যার স্পৃহা বা আসক্তি বেড়েছে।

আশ্বাস্যৈবং প্রথমবিরহোদগ্রশোকাং সখীং তে
শৈলাদাশু ত্রিনয়নবৃষোৎখাতকূটান্নিবৃত্তঃ।

সাভিজ্ঞানপ্রহিতকুশলৈস্তদ্‌বচোভির্মমাপি
প্রাতঃকুন্দপ্রসবশিথিলং জীবিতং ধারয়েথাঃ ॥ ১১৯ ॥

প্রথমবিরহে উগ্রশোকান্বিতা তোমার সখীকে এইভাবে আশ্বস্ত ক'রে ত্রিলোচনের বৃষকর্তৃক উৎখাতশৃঙ্গ কৈলাসপর্বত থেকে শীঘ্র ফিরে এসে অভিজ্ঞানসহ প্রিয়ার কুশলবাক্য দ্বারা প্রাতঃকালে কুন্দপুষ্পতুল্য শিথিল আমার জীবনও রক্ষা কর।

'প্রথমবিরহ-উদগ্রশোকাং' — প্রথমবিরহে যার শোক উগ্র হয়েছে এমন 'তে সখীং এবম্ আশ্বাস্য' (তোমার সখীকে যক্ষপত্নীকে) এইভাবে আশ্বস্ত ক'রে, 'ত্রিনয়নবৃষ-উৎখাতকূটাৎ শৈলাৎ আশু নিবৃত্তঃ [সন্]' — শিবের বৃষকর্তৃক যার শৃঙ্গ খোঁড়া হয়েছে এমন পর্বত (কৈলাস) থেকে শীঘ্র প্রত্যাবৃত্ত হয়ে, 'স-অভিজ্ঞানপ্রহিতকুশলৈঃ' — অভিজ্ঞানের সহিত যাতে কুশলসংবাদ প্রেরিত হয়েছে এমন, 'তদ্‌বচোভিঃ' — তার (প্রিয়ার) বাক্যদ্বারা, 'প্রাতঃ কুন্দপ্রসবশিথিলং'— প্রাতঃকালের কুন্দপুষ্পতুল্য শিথিল (ক্ষীণ), 'মম জীবিতং অপি ধারয়েথাঃ' — আমার জীবনও রক্ষা কর।

'সাভিজ্ঞান' — যক্ষপত্নীর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রমাণস্বরূপ অভিজ্ঞান মেঘকে আনতে হবে। 'প্রহিত' — প্রেরিত।

কচ্চিৎ সৌম্য ব্যবসিতমিদং বন্ধুকৃত্যং ত্বয়া মে
প্রত্যাদেশান্ন খলু ভবতো ধীরতাং কল্পয়ামি।
নিঃশব্দোঽপি প্রদিশসি জলং যাচিতশ্চাতকেভ্যঃ
প্রত্যুক্তং হি প্রণয়িষু সতামীপ্সিতার্থক্রিয়ৈব ॥ ১২০ ॥

সৌম্য, এই বন্ধুর কাজ কি তুমি আমার জন্য করবে? প্রত্যুত্তর পেয়ে তোমার ধীরতা অনুমান করব এমন নয়। যাচিত হ'লে তুমি

নিঃশব্দেই চাতককে জল দাও কারণ, যাচকদের অভীষ্টসাধনই সাধুদের প্রত্যুত্তর।

'সৌম্য', 'ইদং মে বন্ধুকৃত্যং কচ্চিৎ ত্বয়া ব্যবসিতম্' — এই আমার [জন্য] বন্ধুর কাজ (আমার এই উপকার) কি তোমার অভিপ্রেত ? 'প্রত্যাদেশাৎ ভবতঃ ধীরতাং কল্পয়ামি ন খলু' প্রত্যুত্তর পেয়ে তোমার ধীরতা (সারবত্তা, নির্ভরযোগ্যতা) অনুমান করব নিশ্চয়ই নয় (তুমি উত্তর না দিলেও তোমার উপর নির্ভর করব)। 'যাচিতঃ [সন্] নিঃশব্দঃ অপি [ত্বং] চাতকেভ্যঃ জলং প্রদিশসি' — যাচিত হ'লে নিঃশব্দেই তুমি চাতকগণকে জল দাও। 'হি, প্রণয়িষু ঈপ্সিত-অর্থক্রিয়া এব সতাং প্রত্যুক্তম্' — (উপরের অনুবাদ দ্রষ্টব্য)।

'সৌম্য' — সুন্দর, সুভগ, সাধু। 'প্রণয়ী' — যাচক। 'সতাং' — সজ্জনদের, সাধুদের। 'ঈপ্সিতার্থক্রিয়া' — অভীষ্ট প্রযোজন সাধিত করা।

এতৎ কৃত্বা প্রিয়মনুচিতপ্রার্থনাবর্তিনো মে
সৌহার্দাদ্ বা বিধুর ইতি বা ময্যনুক্রোশবুদ্ধ্যা।
ইষ্টান্ দেশান্ জলদ বিচর প্রাবৃষা সম্ভৃতশ্রী-
র্মাভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ ॥ ১২১ ॥

জলদ, আমি তোমার কাছে অনুচিত প্রার্থনা করছি। সৌহার্দের জন্য অথবা আমি বিধুর সেজন্য, অথবা আমার প্রতি অনুকম্পাজন্য আমার এই প্রিয়কার্য ক'রে বর্ষায় শ্রীসম্পন্ন হয়ে তুমি অভীষ্ট দেশে বিচরণ কর। আর, ক্ষণকালও বিদ্যুতের সঙ্গে তোমার এমন বিচ্ছেদ যেন না হয়।

'জলদ', 'সৌহার্দাৎ বা, [অহং] বিধুরঃ ইতি বা, ময়ি অনুক্রোশবুদ্ধ্যা বা' — সৌহার্দের জন্য, অথবা আমি বিধুর সেজন্য, অথবা আমার প্রতি

অনুকম্পাজন্য, 'অনুচিত প্রার্থনাবর্তিনঃ মে প্রিয়ম্ এতৎ কৃত্বা' — অনুচিত-প্রার্থনাকারী আমার প্রিয় এই (এই কার্য) ক'রে, 'প্রাবৃষা সম্ভৃতশ্রীঃ [সন্] ইষ্টান্ দেশান্ বিচর' — বর্ষায় শ্রীবৃদ্ধিশালী হয়ে অভীষ্ট দেশে বিচরণ কর। 'চ, ক্ষণম্ অপি বিদ্যুতা তে এবং বিপ্রয়োগঃ মা ভূৎ' — আর, ক্ষণকালও বিদ্যুতের সঙ্গে তোমার এমন বিচ্ছেদ না হ'ক।

'বিধুর' — কাতর অথবা বিরহী। 'অনুক্রোশবুদ্ধ্যা' — অনুকম্পাযুক্ত বুদ্ধিতে, করুণাবশে। 'শ্রী' — শোভা। 'সম্ভৃতশ্রী' — যার শোভা বেড়েছে।